বৈষম্যবিরোধী
ছাত্র গণ-আন্দোলন
সিলেট বিভাগ

মে ২০২৫ ▪ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

# সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

চিৎকার করো
মেয়ে
যতদূর
গলা যায়

WASA
আজকের
শিশু
আগামীর
ভবিষ্যৎ
বিশ্বজগৎ
দেখব আমি
আপন হাতের
মুঠোয়
পুরে

# সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মে ২০২৫ ❑ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

**বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন**

**বিশেষ সংখ্যা: সিলেট বিভাগ**

*প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ১৪ই এপ্রিল ২০২৫ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার প্রাঙ্গণে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান— পিআইডি*

**প্রধান সম্পাদক**
খালেদা বেগম

**সিনিয়র সম্পাদক**
রিফাত জাফরীন

**সম্পাদক**
ফাহমিদা শারমীন হক

**শিল্প নির্দেশক**
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

**স্টাফ রাইটার**
মো. জামাল উদ্দিন

**সহসম্পাদক**
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

**সম্পাদনা সহযোগী**
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

**অলংকরণ**
নাহরীন সুলতানা

**আলোকচিত্রী**
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

**যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা**
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

**গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ**
**সহকারী পরিচালক** (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
**চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**
**তথ্য ভবন**
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

**মূল্য : পঁচিশ টাকা**

**গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা**

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

# সম্পাদকীয়

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কেবল বাঙালির মুক্তিযুদ্ধেই নয়, ২০২৪ সালের ছাত্র গণ-আন্দোলনেও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। দ্রোহ ও প্রেমের কবি নজরুলের বিভিন্ন কবিতা, গান ও রচনায় রয়েছে অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর সৃষ্টির আলো ও উত্তাপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষকে পথ দেখিয়েছে, জুগিয়েছে অনুপ্রেরণা। যে-কোনো লড়াইয়েই কবি নজরুল সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়, আমাদের চেতনার অফুরন্ত উৎস।

জনতা যখনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তখনই বিদ্রোহী কবির লেখনীই যেন হয়ে উঠেছে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র আর অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর বিপ্লবী চেতনা ছিল আপোশহীন। সেই আপোশহীনতা বার বার তাঁর লেখায় ও জীবনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতা থেকে বোঝা যায় কবির সেই বিপ্লবী সত্তার গভীরতা।

১৮৯৯ সালে জন্ম নেওয়া কবি কাজী নজরুল ইসলাম ২০২৪ সালে এসেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। আগামী দিনেও কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবকে শানিত করবে। ১১ই জ্যৈষ্ঠ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মবার্ষিকীতে জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

২০২৪-এর ছাত্র গণ-আন্দোলনে তরুণ শিক্ষার্থীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিজয় হয় অকুতোভয় ছাত্র-জনতার। তারুণ্যের গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটে। জয় হয় আপামর জনতার। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেট বিভাগের তরুণরাও এ আন্দোলনে ছিল দুর্বার, দুর্দম, অনড়, আপোশহীন ও অকুতোভয়। মৃত্যুকে তারা ভয় করেনি। সিলেটের সংগ্রামী অদম্য তরুণদের দুর্বার আন্দোলন আর গৌরবগাথা তুলে ধরবে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ*।

*সচিত্র বাংলাদেশ* মে ২০২৫ বিশেষ সংখ্যাটি 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন: সিলেট বিভাগ' নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, সকলের ভালো লাগবে।

# সূচিপত্র

## নিবন্ধ/সংবাদ প্রতিবেদন/শহিদ স্মরণ


কাজী নজরুল ইসলাম: জুলাই অভ্যুত্থানের পূর্বাপার
ড. তুহিন ওয়াদুদ ৪

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে সিলেটের অবিস্মরণীয় ভূমিকা
আলী হাসান ৭

কোটা সংস্কার আন্দোলনের কয়েকজন শহিদের কথা ১২

ফিরে দেখা কোটা আন্দোলন: উত্তাল সিলেটের কয়েকদিন ২৩

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সিলেট: ১৮-২৩শে জুলাইয়ের ঘটনাপ্রবাহ ২৭

চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শাবিপ্রবিতে বিক্ষোভ ৩১

সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের, দীর্ঘ যানজট ৩২

গেজেট থেকে সিলেট বিভাগের শহিদদের তালিকা ৩৩

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকা ৩৬

গেজেট থেকে শহিদদের তালিকা (বিবিধাংশ) ৪৩

হবিগঞ্জে কোটা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ৪৫

বৃষ্টি উপেক্ষা করে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ ৪৬

মৌলভীবাজারে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ৪৭

শাবিপ্রবিতে শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল ৪৮

শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ ৪৯

হবিগঞ্জে পুলিশকে হটিয়ে সড়কের দখল শিক্ষার্থীদের ৫০

শাবিপ্রবির মূল ফটককে 'শহিদ রুদ্র তোরণ' নাম দিলেন আন্দোলনকারীরা ৫১

দেয়াল লিখন-গ্রাফিতিতে শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ ৫২

অভিভাবকদের নিয়ে সড়কে নামলেন শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা ৫৩

শোক প্রত্যাখ্যান করে হবিগঞ্জে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ ৫৪

শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইলেন শাবিপ্রবি শিক্ষকরা ৫৫

কোটা আন্দোলনে হত্যা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সুনামগঞ্জে সাংস্কৃতিক সমাবেশ ৫৬

হবিগঞ্জে মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ৫৭

চুনারুঘাট থানা চত্বরে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ ৫৮

সিলেট নগরজুড়ে বিজয়ের উল্লাস ছাত্র-জনতার মিষ্টি বিতরণ ৫৯

সরকারের পদত্যাগে কমলগঞ্জে সর্বস্তরে বিজয়ের উল্লাস ৬০

হবিগঞ্জে হাজারও ছাত্র-জনতার বিজয় উল্লাস ৬১

ছুটির দিনেও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা ৬২

গ্রাফিতির দেয়ালে প্রজন্মের বার্তা ৬৩

সুনামগঞ্জ শহরে শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান ৬৪

'পুলিশ কেন আমার ছেলেকে মারল'
সিলেটে নিহত সাংবাদিক তুরাবের মায়ের কান্না থামছে না ৭৩


## গল্প


চারপাশে নীল হলুদ সবুজ মানুষ
ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ ৬৫

জুলাই অভ্যুত্থান ও তুরাবের গল্প
জসীম আল ফাহিম ৭৪


## কবিতাগুচ্ছ ৭৭-৭৯


এখলাসুর রাহমান, মুসলিমা খাতুন (শান্তি), চন্দনকৃষ্ণ পাল, মুহিত চৌধুরী, কামাল হোসাইন, ইমরুল ইউসুফ, সৈয়দ রনো, ইশরাক জাহান জেলী, জাহাঙ্গীর হোসাইন, ধীরেন্দ্র কুমার দেবনাথ শ্যামল


## শ্রদ্ধাঞ্জলি


চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত লোকসংগীতশিল্পী সুষমা দাশ ৮০

# কাজী নজরুল ইসলাম: জুলাই অভ্যুত্থানের পূর্বাপার

**ড. তুহিন ওয়াদুদ**

কাজী নজরুল ইসলাম উন্নত মানবিক সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে লেখার জগতে প্রবেশ করেছিলেন। শিল্পের জন্য শিল্প– এই বোধজাত তার লেখকদর্শন নয়। সামাজিক দায়জাত তার লেখা। আঙ্গিকের পরিবর্তে তাই তার বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। তার উচ্চকিত কবিস্বভাবের মূলসূত্র লেখকদর্শনে নিহিত। সমাজের যাবতীয় অসংলগ্নতার বিপরীতে তিনি অবস্থান নিয়েছিলেন। নিছক আবেগ নয় বরং আবেগের সাথে বুদ্ধির যোগসাধন সাপেক্ষে তিনি গড়ে তুলেছেন তার নিজস্ব বলয়।

আমাদের সমাজে তথা জাতীয় জীবনে যখনই কোনো সংকট দেখা দেয় তখনি নজরুল সাহিত্য-সংগীত আমাদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে অনিবার্য হয়ে ওঠে। শাসক যখন শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন কাজী নজরুল ইসলামের লেখাগুলো আমাদের প্রতিবাদী এবং উজ্জীবিত করে। যখন বর্ণবৈষম্য কিংবা জাতিভেদ আমাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে চায় তখন নজরুল এসে আমাদের মাঝে সম্মিলনের পথ দেখান। বিত্তজনিত বিভেদ রেখা দূর করতেও নজরুল ইসলাম আমাদের পথের দিশারি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে ভারতবর্ষে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই করলে বন্দি করা হতো, শাস্তি দেওয়া হতো। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম নিজেও কারাবন্দি হয়েছিলেন। সময় বদলেছে কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে কারাবাস দেওয়ার ধারাবাহিকতা অটুট ছিল। ফলে তার লেখা কবিতা শোষকের তথা বিপ্লবীদের শক্তি জুগিয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে লেখা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা-গান। আঁকা হয়েছে গ্রাফিতি। তার কবিতা এবং গান জুলাই আন্দোলনের মাঠে ঝংকৃত হয়েছে বারংবার– 'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল/ এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবে রে বিকল ॥' কিংবা– 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট/ রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।' আন্দোলনে বারংবার বেজে উঠেছে– 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম/ মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল,/ মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়/ মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল॥' তরুণ প্রজন্মকে কাজী নজরুল ইসলাম যে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম কখনো আক্ষরিকভাবে উচ্চারিত হন, কখনো তার অর্থদ্যোতকতা জাগিয়ে তোলে। প্রতিবাদী প্রজন্ম গড়ে ওঠায় কাজী নজরুল ইসলামের কিছু কিছু অবদান তাই স্বীকার্য।

সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচারা দিয়ে উঠলে আমরা কাজী নজরুল ইসলামের কাছে ফিরে আসি। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনো জন? কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।' সাম্প্রদায়িক শক্তি বেড়ে গেলে 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধ পাঠ আমাদের সেসব থেকে মুক্ত হতে সহায়তা করে।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য তার জীবনকাল অতিক্রম করছে। তার মৃত্যুর প্রায় অর্ধশত বছর পরেও তার সাহিত্যাবেদন সামান্যতম কমেনি। বরং চিরায়ত সাহিত্য যে স্থান এবং কালকে অতিক্রম করে তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম পাঠকের মনে ও মননে স্থান করে নিয়েছে।

যে সমাজ পরিবর্তন করার জন্য কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন সেই সমাজ বাস্তবতার বহিরাঙ্গন বদলালেও অন্তরাঙ্গনে আছে পূর্ববর্তী জীবনের ছায়া। কাজী নজরুল ইসলামের কাঙ্ক্ষিত সমাজে পৌঁছতে এখনো অনেক পথ বাকি। সেই পথে আমরা হাঁটছি কি না সেটিও ভাবনার।

জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে আরও প্রাসঙ্গিক সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ পর্বে লিখিত নজরুল রচনার প্রধানতম দিক বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের মূলোৎপাটন ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

আমাদের সমাজ থেকে ব্রিটিশ পর্বের অবসান হয়েছে। পাকিস্তানি শোষণ-পর্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে। দেশ প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাধিক বছর হয়েছে। কিন্তু আজও কুলি-মজুররা মার খেয়ে চলছে। আজও পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা যে সামান্য বেতন পান তার জন্যে রাজপথে লড়াই-সংগ্রাম করে চলেছেন। জুলাই পরবর্তী এটি আমাদের কাম্য নয়। কাজী নজরুল ইসলাম সেই সময়ে লিখেছেন– 'দেখিনু সেদিন রেলে,/ কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে!/ চোখ ফেটে এলো জল।/ এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?'

২০২৪-এর আন্দোলন ধর্মতাত্ত্বিক ছিল না। সবাই মিলে এই আন্দোলন। তাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ধর্মের বাতাবরণে যদি সাম্প্রদায়িকতার চারা বেড়ে ওঠে তাহলে সেটি ঐতিহাসিকভাবে দুঃখজনক হবে। কাজী নজরুল ইসলাম দাঁড়ি এবং টিকির দূরত্ব ঘুচিয়ে যে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন সেটিও পরাহত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম যে দর্শন মানুষের কাছে হাজির করেছেন তা কোনো ধর্মের সাথেও সাংঘর্ষিক নয়। তিনি ধর্মগুলোর মধ্যে সুসম্পর্কের কথা তার লেখায় তুলে ধরেছেন বার বার। তিনি চেয়েছেন ধর্মে-ধর্মে সৌহার্দ্যবোধ। তিনি বিভেদ চাননি। এই বিষয়ে তার লেখা – 'গাহি সাম্যের গান–/, যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান/ যেখানে মিশছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।' ধর্ম নিয়ে সমাজে প্রচলিত যত অসাড় ভাবনা আছে সেগুলোর মূলোৎপাটন করতে চেয়েছে তিনি। কেবল অপর ধর্মের সাথে বিরোধ দূরীকরণ নয়; তিনি নিজ নিজ ধর্মের মানুষদেরও সংস্কার করতে চেয়েছেন।

জুলাই আন্দোলনে আমাদের নারীরাও সমানভাবে অংশ নিয়েছিল। আন্দোলনের পরই নারীদের

অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কালে কালে দেশে দেশে নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখার ইতিহাস সুদূরের নয়। এখনো সমাজে তার ব্যত্যয় ঘটছে না। পূর্বাপর নারীর অবস্থান সমাজে অভিন্ন থাকতে পারে না। কাজী নজরুল ইসলাম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেভাবে কলম ধরেছেন এতে নারীবাদী চরিত্রের গভীরতর রূপ উন্মোচিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন– 'সেদিন সুদূর নয়– যেদিন ধরণী পুরুষে সাথে গাহিবে ওদের জয়।' আরও অনেকবার তিনি নারীদের পক্ষে লিখেছেন।

নজরুল যুগে পুরুষ-নারীদের সামাজিক মর্যাদা সমপর্যায়ে ছিল না। সে কারণে কাজী নজরুল ইসলাম নারীদের পক্ষ নিয়ে অনেক আলাপ করে গেছেন। জুলাই-অভ্যুত্থান-উত্তর তাই নারীদের সম্মানের সাথে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আমরা জুলাই-উত্তর সময়ে নারীদের নিজেদের মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন করতে দেখছি। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গোটা বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষ কাজ করে গেছেন। নারীরাও অবরুদ্ধ জীবন থেকে অনেকটাই বেরিয়ে এসেছেন। জনকল্যাণকামী সমাজ বিনির্মাণে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। জুলাই অভ্যুত্থানে যে ধারাবাহিক কর্মসূচি সেখানে নারীরা কোনো অংশে কম ভূমিকা পালন করেননি। নারীদের পূর্ণমর্যাদা পাওয়া তাদের অধিকার।

কালে কালে আমাদের সমাজে শ্রমিকরা উপেক্ষিত হয়েছেন। তারা তাদের শ্রমের ন্যায্য অধিকার পাননি। জুলাই অভ্যুত্থান-উত্তর সমাজে যদি শ্রমিকেরা ন্যায়ভিত্তিক শ্রমবাজার পেত তাহলে আমরা কাজী নজরুল ইসলামেরও কাঙ্ক্ষিত সমাজ দেখতে পেতাম।

লেখক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন না। দর্শন সৃষ্টি করেন। লেখনী দ্বারা সমাজকে আলোকিত করার পথ দেখান। এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সেই রাষ্ট্র যদি জনস্বার্থপন্থি রাষ্ট্র না হয় তাহলে লেখকগণ যত আলোকসম্ভাবী লেখাই লিখুন না কেন সমাজ বদলাবে না। কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের দেশে প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির পাঠক্রমভুক্ত। এই গুরুত্বটুকু তাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার লেখকদর্শন বাস্তবায়নের কার্যত চেষ্টা কখনোই হয়নি।

২০২৪-এর জুলাই-অভ্যুত্থানে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের বিদ্রোহী-বিপ্লবী-অকুতোভয় হতে রসদ জুগিয়েছেন। যুদ্ধে-লড়াইয়ে তিনি প্রেরণা। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে জাতীয় স্বার্থের জন্য নিবেদিত হওয়ার দৃষ্টান্ত কবি নিজেই। আবার তার গান-কবিতা কিংবা প্রবন্ধও আমাদের শক্তির উৎস।

ব্রিটিশ শাসনামলে কাজী নজরুল ইসলামকে শত্রু ভাবা হয়েছিল। পাকিস্তান পর্বে কাজী নজরুল ইসলামের চেতনা বাস্তবায়নের পথরচনা করা হয়নি। স্বাধীন দেশে কাজী নজরুল ইসলামের রচনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হলেও তার চেতনাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কোনো তৎপরতা ছিল না।

জুলাই-অভ্যুত্থান-উত্তর সমাজে কাজী নজরুল ইসলামের দেখানো পথে হাঁটা সম্ভব। এ পথে রাষ্ট্রকাঠামো হবে আদর্শ রাষ্ট্রকাঠামো। রাষ্ট্রে, ধর্ম, নারী, বিত্তহীন মানুষ থাকবে নিরাপদ। এতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাবে।

---

*ড. তুহিন ওয়াদুদ: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, wadudtuhin@brur.ac.bd*

# বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে সিলেটের অবিস্মরণীয় ভূমিকা

**আলী হাসান**

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের ব্যানারে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মতো একটি নিরীহ আন্দোলন কী করে একটি সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয় এবং ছাত্র-জনতার মিলিত গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের দেড় দশকের সরকারের নিদারুণ পতন ঘটে তা বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই গণ-আন্দোলনে সারাদেশের সব বিভাগ-জেলা-উপজেলার মিলিত ছাত্র-জনতাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে একটি স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু এই গণ-আন্দোলনে রাজধানী ঢাকার পরে যে সমস্ত জেলা ও বিভাগীয় শহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সিলেট তার মধ্যে অন্যতম নিশ্চয়ই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহবাগ চত্বরে যখন এই বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলনটি শুরু হয় তখন তা দাবানলের মতো দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় সিলেটেও এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের উত্তেজনায় দারুণভাবে ফুঁসে ওঠে। দেখা যায়, বিভাগীয় কেন্দ্র থেকে শুরু করে সিলেটের বিভিন্ন জেলা শহরগুলোও একটা সময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সিলেটে আন্দোলনের প্রথম পর্যায় থেকেই পুলিশ এই আন্দোলনকে দমন করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এর সঙ্গে সরকার পক্ষীয় ছাত্র সংগঠনগুলোও সমানতালে এই আন্দোলন দমন করতে অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু দেখা যায়, পুলিশ ও আওয়ামী লীগ যতই এই আন্দোলন দমাতে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই গণ-আন্দোলন যেন আরো বেশি বড়ো হয়ে গণ-বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠতে দেখা যায়। এক সময় সারাদেশে এই আন্দোলন এতটাই বৃহৎ ও ব্যাপক আকার ধারণ করে যে তা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে পরিণত হয়।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মতো একটি অতি নিরীহ আন্দোলনও শক্তিশালী একটি সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে কীভাবে রূপ নিলো তা যে-কোনো মানুষের জন্যই ভাবার বিষয়। সারাদেশে ছড়িয়ে

পড়া এই আন্দোলন যেন কোনোভাবেই আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা। পুলিশের গুলিতে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশেই তখন অসংখ্য মানুষ অকাতরে প্রাণ দিতে থাকে। সিলেটে যে গণ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সেখানেও একের পর এক আন্দোলনকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী বৈষম্যবিরোধী জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের প্রথম ধাপের খসড়া তালিকা অনুযায়ী সিলেট বিভাগের ৩১ শহিদের নাম প্রকাশিত হতে দেখা যায়। শহিদদের তালিকায় সিলেট বিভাগের ৩১ জনের মধ্যে সিলেট জেলার ১৩ জন, হবিগঞ্জের ১৫ জন ও সুনামগঞ্জের ৩ জন শহিদের নাম রয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শহিদদের যে তালিকা সম্পর্কে জানা যায়, তারা হলেন: সিলেট জেলার সানি আহমেদ, মো. নাজমুল ইসলাম, হোসেন উদ্দিন, মিনহাজ আহমদ, মো. পাবেল আহমদ কামরুল, জয় আহমেদ, তারেক আহমদ, তাজ উদ্দিন, আবু তাহের মো. তুরাব, সুহেল আহমেদ, মো. মোস্তাক আহমেদ, ওয়াসিম ও মঈনুল ইসলাম। সুনামগঞ্জ জেলার মো. আয়াত উল্ল্যাহ, হৃদয় মিয়া ও সোহাগ মিয়া। হবিগঞ্জ জেলার হোসাইন মিয়া, মো. আশরাফুল আলম, মো. মোজাক্কির মিয়া, শেখ নয়ন হোসাইন, মো. তোফাজ্জল হোসাইন, মো. সাদিকুর রহমান, আকিনুর রহমান, সোহেল আকঞ্জী, আজমত আলী, শেখ মো. শফিকুল ইসলাম, মামুন আহমদ রাফসান, মুনাঈল আহমদ ইমরান, রিপন চন্দ্র শীল, করিমুল ইসলাম ও মো. আনাস মিয়া।

সরকারি চাকরিতে বৈষম্য দূর করতে শুরুতে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ' নামে আন্দোলন করছিল সাধারণ কিছু শিক্ষার্থী। কয়েকজন সমন্বয়কের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে পরে যুক্ত হয় ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি লাখ লাখ সাধারণ মানুষও। এরপর সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে সরকারবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০২৪-এর ৫ই জুন। কিন্তু এরও আগে এই আন্দোলনের একটি সুদূরপ্রসারী রেশ ছিল। কতিপয় মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল করে জারি করা প্রজ্ঞাপনের একটি অংশ (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) অবৈধ ঘোষণা করে। এর মাধ্যমে যেটা হয় তাহলো সরকারি

চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা ফিরে আসার আশঙ্কা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের আগে সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা বজায় ছিল। শিক্ষার্থীরা তখন কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল। তৎকালীন সরকারপ্রধান জেদের বশে পুরো কোটাই তখন বাতিল করে দেন।

বলা বাহুল্য যে, তৎকালীন সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে মানুষের ভেতরে সীমাহীন ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল অনেক আগেই। সেই ক্ষোভের ভেতরে স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা (২০২৪-এর ১৫ই জুলাই) এবং পুলিশের গুলিতে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের শহিদ হওয়া (১৬ই জুলাই)। আবু সাঈদকে গুলি করার ভিডিওচিত্র অনলাইনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের সাথে সাধারণ মানুষও রাস্তায় নেমে আসে।

এটা মোটেও বাড়িয়ে বলা হবে না যে, তৎকালীন সরকার মানুষকে দমন করতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ পেশিশক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু দেখা গেল তাতে ফল হয়েছে উলটো। মানুষ আন্দোলনের একটা পর্যায়ে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছে। অভূতপূর্ব এক স্লোগান এসময় তৈরি করে তারা– 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'। এই আন্দোলনে দেখা গেছে– সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সাধারণ মানুষ, সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন, সংস্কৃতিকর্মী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, সাংবাদিকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ। তাদের

সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার মিলিত এক দফা দাবির প্রতি একাত্ম হয়ে সকলে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে নিদারুণ পতন ত্বরান্বিত করে। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীও ছাত্র-জনতার মিলিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অস্বীকার করলে ২০২৪-এর ৫ই আগস্ট তৎকালীন সরকারপ্রধান পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমরা যদি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পেছনের দিকে একটু ফিরে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে অনেক আগে থেকেই। তবে

২০২৪ সালের জুলাই মাসে এসে তৎকালীন সরকার প্রধানের একগুয়েমি ও স্বৈরাচারমূলক মনোভাবের কারণে তার সরকারের পতন তুলনামূলক আরো বেশি আগেই ত্বরান্বিত হয়। লক্ষ্যণীয় যে, বিগত ২০০৮ সালের নির্বাচনে তৎকালীন সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর তারা এককভাবে এক স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এরপর তাদের রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায়ই পরপর আরও তিনটি জাতীয় নির্বাচনে জয় লাভ করে সরকার গঠন করে কারো কোনো মতামতকে তোয়াক্কা না করেই। এটা সকলেই জানে যে, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলোতে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। ২০১৮ সালের নির্বাচন ব্যতীত বাকি দুটো নির্বাচন বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল বয়কটও করেছিল। এই সময় তৎকালীন সরকার তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর ব্যাপক নির্যাতন ও ধরপাকড়ও চালায়, বিরোধী দলের শীর্ষ নেতাদের বিভিন্ন মামলায় সাজা দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে অনেকটা নেতৃত্বশূন্য করে ফেলা হয়। উল্লেখ্য, এই সময়ে বাংলাদেশের সব গণমাধ্যমে অবাধ তথ্যপ্রচারকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণও করা হয় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর মতো একটি বিতর্কিত আইনের মাধ্যমে কঠোরভাবে জনসাধারণের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়।

এই সময়ের মধ্যে অরাজনৈতিক আন্দোলনসহ অধিকাংশ আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে সরকার পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি দলের নিজস্ব অঙ্গসংগঠন বিশেষত ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্রলীগকে ব্যবহার করে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ড ও দমনপীড়নের অভিযোগ ওঠে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। এছাড়া উপরন্তু গত তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগের মাঠ পর্যায় থেকে

কেন্দ্রের উচ্চ স্তর পর্যন্ত বেশিরভাগ নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ ওঠে। দেখা যায়, গত দুই বছর ধরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি রেকর্ড ছুঁয়েছে। পাশাপাশি রিজার্ভের ঘাটতি, সরকারের সর্বস্তরে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার, দেশ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ পাচার, ব্যাংকিং খাতে হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ- অনিয়মের জন্য সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় সব শ্রেণির মানুষের জীবনযাপনকে অসহনীয় করে তুলছিল। বলার অপক্ষো রাখে না যে, এসব কারণে দেশের সাধারণ মানুষ সরকারের ওপর যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। দেশের সর্বস্তরের মানুষের এই ক্ষুব্ধ অবস্থাই সরকার পতনকে দারুণভাবে ত্বরান্বিত করেছে।

বাংলাদেশের যে-কোনো গণ-আন্দোলনে দেখতে পাওয়া যায় সিলেটের একটি অনন্য ভূমিকা। সব সময়ই তাৎপর্যপূর্ণভাবে গতিশীল থাকে সিলেট যে-কোনো স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। গত জুলাই আন্দোলনের ব্যাপক বিস্ফোরণে সিলেটের ছাত্র-জনতার ভূমিকাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখবার ফুরসত নেই। বলা বাহুল্য, এখানকার নারী আন্দোলনকারীদেরও রয়েছে প্রশংসনীয় ভূমিকা। সাধারণত বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক বিক্ষোভে তেমন একটা জড়াতে দেখা যায় না। কিন্তু এই ছাত্র আন্দোলনে নারীদের অস্বাভাবিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে, যা বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে বিরল।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সিলেটে যে ৩১ জন আন্দোলনকারী শহিদ হয়েছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। সারাদেশে দেড় সহস্রাধিক ছাত্র-জনতা শহিদের মধ্যে সিলেটে শহিদ হওয়া আন্দোলনকারীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সফল হয়েছে তা সমুন্নত ও তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে ধরে রাখতে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। তাহলেই কেবল এই বিরাট সংখ্যক শহিদ ও আহত আন্দোলনকারীর প্রতি যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে।

---

*আলী হাসান: কলাম লেখক, সংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী*

## আয়াতুল্লাহর নামে সেতুর নামফলক স্থাপন

ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের দিন গাজীপুরে বিজয় মিছিলে যোগ দিয়ে নিহত হন সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার যুবক আয়াতুল্লাহ। তার স্মৃতি ধরে রাখতে তার নামে স্থানীয় একটি সেতুর নামফলক স্থাপন করা হয়েছে।

স্থানীয় ছাত্র-জনতার উদ্যোগে ১৯শে আগস্ট সোমবার বিকেলে মধ্যনগরের উবদাখালী নদীর ওপর নির্মাণাধীন সেতুর নামফলক স্থাপন করা হয় শহিদ আয়াতুল্লাহ সেতু। নামফলক স্থাপনের কাজ উদ্বোধন করেন আয়াতুল্লাহর বাবা সিরাজুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অতীশ দর্শী চাকমা, মধ্যনগর থানার ওসি মোহাম্মদ ইমরান হোসেনসহ অন্যরা।

ইউএনও অতীশ চাকমা বলেন, শহিদ আয়াতুল্লাহর স্মরণে সেতুটির নামকরণ প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই নামেই যেন সেতুটির নামকরণ হয় তা নিশ্চিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। এর আগে ইউএনও অতীশ দর্শী চাকমা সকালে মধ্যনগর উপজেলার চামরদানি ইউনিয়নের জলুষা গ্রামে আয়াতুল্লাহর কবর জিয়ারত করেন ও তার পরিবারের প্রতি সমেবেদনা জানান তারা।

উল্লেখ্য, শহিদ আয়াতুল্লাহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। গত ৫ই আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর আনন্দ মিছিলে যোগদান করতে গিয়ে গাজীপুরের সফিপুরে আনসার ভিডিপি একাডেমির সামনে আনসার বাহিনীর গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিখোঁজ হয় সে। নিখোঁজের ১১ দিন পর রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে আয়াতুল্লাহর মরদেহটির সন্ধান পায় পরিবার।

**প্রতিবেদন: আশীষ দত্ত**

# কোটা সংস্কার আন্দোলনের কয়েকজন শহিদের কথা

কোটা সংস্কার আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে এই আন্দোলনে অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে। রংপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও খুলনা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অজস্র মানুষ শহিদ হন। শহিদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ফারুক, ওয়াসিম, ফয়সাল এবং অন্যান্যদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে তারা কোটা সংস্কারের জন্য তাদের নিরলস সংগ্রামের সাক্ষর রেখে গেছেন। এই লেখা সেই শহিদদের স্মরণে, যারা আন্দোলনের অংশ হিসেবে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তাদের অবদান ও সাহসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সংবাদপত্রের পাতা থেকে শহিদদের বৃত্তান্ত তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধরেছেন কল্লোল মোস্তফা।

**১৬ই জুলাই ২০২৪**

**শহিদ আবু সাঈদঃ** ১৬ই জুলাই ২০২৪ তারিখ দুপুরে রংপুর শহর থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) প্রধান ফটকের সামনে সমবেত হন। দুপুর ২টার দিকে শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটক দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তখন পুলিশ তাদের বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে পুলিশ অবস্থান নেয়। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা ছিলেন পার্ক মোড়ের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ (২২) ছিলেন শিক্ষার্থীদের মিছিলের একেবারে সামনের দিকে। আবু সাঈদ এসময় বুক চিতিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। এসময় বিপরীত দিকে থাকা পুলিশ সদস্যদের ছুড়তে থাকা বুলেটের আঘাতে একপর্যায়ে বসে পড়েন আবু সাঈদ। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। (সারাদেশে বিক্ষোভ-সংঘাত, নিহত ৬, *প্রথম আলো*, ১৭ই জুলাই ২০২৪; শিক্ষার্থী নিহতের পর বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য, *প্রথম আলো*, ১৭ই জুলাই ২০২৪)

**শহিদ ফারুক, ওয়াসিম, ফয়সালঃ** ১৬ই জুলাই ২০২৪ তারিখ চট্টগ্রাম নগরের ষোলশহর স্টেশনে বিক্ষোভ কর্মসূচি করার কথা ছিল কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের। বেলা সাড়ে ৩টায় এই কর্মসূচি শুরুর আগেই স্টেশনে অবস্থান নেয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরে আন্দোলনকারীরা খণ্ড খণ্ড জমায়েতে স্টেশনের দিকে আসতে থাকেন। ৩টার দিকে মুরাদপুর মোড়ে শুরু হয় সংঘর্ষ। চলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও পাথর নিক্ষেপ। এসময় অন্তত তিনজন অস্ত্রধারীকে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এসময় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের গুলি ও ককটেলের আঘাতে শহিদ হন ফারুক, ওয়াসিম ও ফয়সাল। এর মধ্যে মো. ফারুক (৩২) ছিলেন ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী, মো. ওয়াসিম (২২) চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ও কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও ফয়সাল আহমেদ (২০) ছিলেন ওমর গণি এমইএস কলেজের স্নাতকের শিক্ষার্থী। (চট্টগ্রামে তিন ঘণ্টার সংঘর্ষে নিহত ৩, আহত ৫০, *প্রথম আলো*, ১৭ই জুলাই ২০২৪)

**শহিদ শাহজাহান, সবুজঃ** ১৬ই জুলাই ২০২৪ দুপুরে ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের কয়েকশো শিক্ষার্থী সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে সায়েন্স ল্যাবের কাছে ঢাকা কলেজের সামনে অবস্থান নেন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের হাতে দেখা যায় রামদা, রড, লোহার পাইপ, বাঁশ-কাঠের লাঠি। শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে রাস্তায় অবস্থান করে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করছিলেন।

একপর্যায়ে সরকার সমর্থক নেতা-কর্মীরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। এসময় শহিদ হন মো. শাহজাহান (২৪) ও সবুজ আলী (২৫)। এর মধ্যে শাহজাহান ছিলেন একজন হকার, তিনি বলাকা সিনেমা হলের সামনে হকারি করতেন। আর সবুজ আলী ছিলেন ঢাকা কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৮-২০১৯ সেশনের শিক্ষার্থী। (6 killed as violence spreads, *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৭ই জুলাই ২০২৪; হামলা-সংঘর্ষে নিভল ৬ প্রাণ, *সমকাল*, ১৭ই জুলাই ২০২৪; ঢাকায় পথে পথে সংঘর্ষ-গুলি, নিহত ২, *প্রথম আলো*, ১৭ই জুলাই ২০২৪; রাজধানীতে নিহত আরেকজনের পরিচয় শনাক্ত, *সমকাল*, ১৭ই জুলাই ২০২৪)

**১৮ই জুলাই ২০২৪**

**শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধঃ** খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে স্নাতক শেষ করে ঢাকায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসে (বিইউপি) এমবিএ করছিলেন মুগ্ধ (২৬)। লেখাপড়ার পাশাপাশি ভালো খেলোয়াড়, গায়ক, সংগঠক হিসেবে সুপরিচিত। ১৮ই জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনে রাজধানীর উত্তরায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান মুগ্ধ। তার কপালে গুলি লেগে ডান কানের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর মাত্র ১৫ মিনিট আগে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন সড়কে ছোটাছুটি করছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে হাতে পানি ভর্তি ব্যাগ ও বিস্কুট নিয়ে ছুটছেন মুগ্ধ। ছাত্রদের ডেকে ডেকে বলছেন, 'পানি লাগবে কারও, পানি'? ভিডিওতে দেখা গেল, অনেকেই তার কাছ থেকে পানি পান করছেন। কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁজালো ধোঁয়ায় বেশ কয়েকবার চোখ মুছতে দেখা যায় মুগ্ধকে। তার ফেসবুকজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে লেখা অসংখ্য স্ট্যাটাস। তাতে বৈষম্য-বঞ্চনা থেকে তৈরি হওয়া ক্ষোভের 'আগুন'। মৃত্যুর আগের দিন সারাদেশে হামলা, রক্তাক্ত ছবি দেখে লিখেছিলেন– 'এই আহাজারি সইতে পারছেন তো'।

(মৃত্যুর ১৫ মিনিট আগেও ছাত্রদের ডেকে ডেকে পানি দিচ্ছিলেন মুগ্ধ, *সমকাল*, ২৭শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ ফারহান ফাইয়াজ রাতুল :** রাজধানী ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ফারহান ফাইয়াজ (রাতুল)। তার বয়স ১৮ বছরেরও কম। কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ফারহান ধানমন্ডি এলাকায় অবরোধ করছিল।

বছরের বড়ো এক ভাই আছেন যিনি প্রতিবন্ধী। সাইমন চট্টগ্রামে খালুর মুদি দোকানে কাজ করত। তার মা তাকে দেখতে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন এক সপ্তাহ আগে। সাইমনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল মৃত্যুর চার দিন আগে। কথা ছিল বেতন পেয়ে আবার মায়ের কাছে যাবেন। কিন্তু তার আগেই গুলিতে মৃত্যু হয়। (ছেলে সাইমনের লাশ নিয়ে ফিরলেন মা, *প্রথম আলো*, ২২শে জুলাই ২০২৪)

সেখানে পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু ঘটে। তার বুকে ও মুখে ছিল রাবার বুলেটের ক্ষতচিহ্ন। ফারহান তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নিজের সম্পর্কে লিখেছিল, 'একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবে এমন জীবন গড়ো, যাতে মৃত্যুর পর মানুষ তোমাকে মনে রাখে।' ফারহানের মৃত্যুর পর তার আত্মীয় নাজিয়া খান হাসিমাখা একটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'দিস ইজ মাই ফারহান ফাইয়াজ। হি ইজ ডেড নাও। আই ওয়ান্ট জাস্টিস।' (এই আমার ফারহান ফাইয়াজ। সে এখন মৃত। আমি ন্যায়বিচার চাই) কাশফিয়া আহমেদ নামের একজন লেখেন, 'বাক্‌রুদ্ধ! ভাষাহীন! এটা কোনো কথা! খুব সহজেই যার সমাধান হয়ে যেত, তার জন্য এত রক্তপাত! তা-ও আবার এমন তরুণ রক্ত! আর নিতে পারছি না সত্যি। দম বন্ধ হয়ে আসছে'। (এমন জীবন গড়ো, যাতে মৃত্যুর পর মানুষ মনে রাখে, *প্রথম আলো*, ১৯শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ সাইমন :** সাইমন চট্টগ্রাম নগরের বহদ্দারহাটের একটি মুদি দোকানে চাকরি করতেন। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার সময় সাইমন গুলিবিদ্ধ হন। অজ্ঞাতপরিচয় লাশ হিসেবে তিন দিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লাশঘরে পড়ে ছিল তার মরদেহ। পরে কয়েকজন আত্মীয় তাকে শনাক্ত করেন। সাইমনের গ্রামের বাড়ি সন্দ্বীপের হারামিয়া ইউনিয়নে। সেখানে জীর্ণশীর্ণ একটি ঘরে তার মায়ের বসবাস। সাইমনের বাবা নেই, তার দুই

**শহিদ আলী হায়দার :** পান-সিগারেট বিক্রেতা আলী হায়দার। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর উত্তরার একটি সড়কে গুলিবিদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু ঘটে। (আন্দোলন থেকে চিরনিদ্রায়, *সমকাল*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ মেহেদী হাসান :** অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা টাইমসের সাংবাদিক মেহেদী হাসান (৩১) ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তার ৩ বছর ও ৭ মাস বয়সি দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। (বুকের ধনটারে কে এমনে মারল, *প্রথম আলো*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ আবদুল কাইয়ুম :** ১৭ বছর বয়সি আবদুল কাইয়ুম আহাদ কোনো রাজনীতি করত না; পড়ত না কোনো স্কুল কিংবা মাদ্রাসায়। জীবিকার তাগিদে মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হওয়ার আগেই গ্রাম ছেড়ে রাজধানী ঢাকায় পাড়ি জমায় সে। যাত্রাবাড়ীতে সে রেফ্রিজারেটর ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি) মেরামতের কাজ শিখত। কিন্তু তার কাজ শেখা আর শেষ হলো না। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের পাশে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সময় গুলিতে ঝাঁজরা হয় তার শরীর। আবদুল কাইয়ুমের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার নরোত্তমপুর ইউনিয়নের নরোত্তমপুর গ্রামে। আবদুল কাইয়ুমের মা বিবি খোদেজার আক্ষেপ, 'আমার

ছেলের বুকে গুলি করা হয়েছে। মুখ, গলাসহ বুক গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেছে। ডান হাতের কনুই, বাঁ হাঁটু ও বুকের বাঁপাশে গুলি করা হয়েছে। গুলি করে ছেলেকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা হয়েছে। কী অপরাধ ছিল আমার ছেলের? কারা আমার বুকের মানিকেরে এভাবে মারল? আমি কী নিয়ে থাকব?'

(ঢাকায় মেকানিকের কাজ শিখতে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরল কিশোর কাইয়ুম, *প্রথম আলো অনলাইন*, ২৪শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ লিটন মাতুব্বরঃ** রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় টাইলস মিস্ত্রির কাজ করতেন বরগুনার বেতাগী উপজেলার হোসনাবাদ ইউনিয়নের সোনার বাংলা গ্রামের লিটন মাতুব্বর (৩৫)। ১৮ই জুলাই দুপুরে কোটা সংস্কারে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের সময় লিটন রাস্তা পার হয়ে কাজের উদ্দেশ্যে একটি বাসায় যাচ্ছিলেন। সেখানেই গুলিবিদ্ধ হন তিনি। এরপর ঢাকার কুর্মিটোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ছয় সদস্যের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন লিটন। লিটনের আয়ে চলত প্রতিবন্ধী বাবার চিকিৎসা। লিটনের মৃত্যুর পরও তার বাবা ছেলেকে মাঝে মধ্যে ডেকে বলেন, 'লিটন ও লিটন, বাবা তুমি কবে বাড়ি আবা?' (টিটু-লিটনের পরিবারে অমানিশা, *প্রথম আলো*, ২৭শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ জসিম উদ্দীন :** ঢাকার উত্তরায় একটি অটোমোবাইলস দোকানে চাকরি করতেন জসিম উদ্দীন (৩৫)। থাকতেন ওই দোকানের গ্যারেজেই। ১৮ই জুলাই মালিকের নির্দেশে তিনি ও অপর এক সহকর্মী উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টরে যান গাড়ির কিছু যন্ত্রাংশ কিনতে। যন্ত্রাংশ কিনে আসার পথে তিনি বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তার মুখমণ্ডল ও সারা শরীরে ছিল অসংখ্য রাবার বুলেটের ক্ষত। জসিমের বাড়ি বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার পূর্ব সালিয়াবাকপুর গ্রামে। দেড় বছর বয়সি ছেলে সাঈফ ও মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস (১০)কে নিয়ে গ্রামের ছোট্ট একটা টিনের ঘরে বসবাস করেন স্ত্রী সুমী আক্তার। বাবার মৃত্যুর খবরে মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিল, 'মা আমার লগে রাগারাগি করলে বাবারে ফোন দিতাম। বাবা বলত, তোমার আম্মুকে এবার বাড়িতে এসে অনেক বকে দেব। এখন আমি কার কাছে নালিশ দেব, বাবা!' (এখন আমি কার কাছে নালিশ দেব, বাবা, *প্রথম আলো*, ২৬শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ মাহমুদুল হাসান রিজভীঃ** লক্ষ্মীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রনিকস বিষয়ে পড়ালেখা শেষ করে জুলাই মাসে ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ শুরু করেন মাহমুদুল (২০)। তিন সহপাঠীসহ উত্তরা এলাকার একটি মেসে থাকতেন মাহমুদুল। তার সহপাঠীদের ভাষ্য অনুসারে, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ১৮ই জুলাই আনুমানিক ছয়টার দিকে তারা চার বন্ধু

নাশতা করার উদ্দেশে মেস থেকে বের হয়েছিলেন। উত্তরার রাজলক্ষ্মীর দিকে যেতেই মাথায় গুলিবিদ্ধ হয় মাহমুদুল। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মাহমুদুলের বাড়ি হাতিয়ায় হলেও তার পরিবার জেলা শহর মাইজদীর বার্লিংটন মোড় এলাকার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করে। মা ফরিদা ইয়াসমিন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমার ছেলের কী অপরাধ ছিল? আমাকে কেন সন্তানহারা হতে হলো? আমি ছেলে হত্যার বিচার চাই।' (আমার ছেলের কী অপরাধ ছিল, আমাকে কেন সন্তানহারা হতে হলো, *প্রথম আলো*, ২৬শে জুলাই ২০২৪)

**১৯শে জুলাই ২০২৪**

**শহিদ নাইম হোসেন :** নাইম হোসেন (১৭) রওশন আরা ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেমে ১৯শে জুলাই শুক্রবার বিকেলে যাত্রাবাড়ীর সানারপাড় এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে শহিদ হন। (নাইম আর ফিরবে না ঢাকায়, *সমকাল*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ আশিকুল ইসলাম আশিক:** ১৯শে জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহতদের একজন হলো আশিকুল ইসলাম আশিক (১৫)। ঢাকার বনশ্রী এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে বিকেল ৫টার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে শহিদ হয় আশিক। ওই সময় মাথায় গুলি লেগে বাসার সামনে একটি খাবারের দোকানের সামনে লুটিয়ে পড়ে আশিক। আশিক বনশ্রীর একটি মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। পাশাপাশি ফ্যাশন ডিজাইনে কাজ করত। তার স্বপ্ন ছিল সে বড়ো হয়ে ফ্যাশন ডিজাইনার হবে, ইতালিতে গিয়ে বড়ো চাকরি করবে। ('মা আমি মিছিল দেখে আসি' বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল আশিক, *প্রথম আলো*, ২১শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ আসিফ, মুত্তাকিন, রাজু:** মাগুড়ার এই তিন যুবক ১৯শে জুলাই শুক্রবার রাজধানী ঢাকায় পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। মো. আসিফ ইকবাল (২৯) ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ থেকে স্নাতক শেষ করে একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। মো. মুত্তাকিন বিল্লাহ (২৫) মিরপুর ১৪-তে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি করতেন। কাজ শেষে ফেরার পথে মিরপুর ১০ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। মুত্তাকিনের শ্বশুর শহিদুল ইসলাম বলেন, 'বিচার করবে কে? কার কাছে বিচার চাইব? বিচার থাকলে কী আর রাস্তায় এভাবে গুলি করে মেরে ফেলত?' রাজু মোল্লা মোহাম্মদপুরে একটি কুরিয়ার সার্ভিসে চাকরি করতেন। শুক্রবার কর্মস্থলের পাশেই গুলিবিদ্ধ হন। শহিদ রাজুর সহকর্মী নাঈম হোসেন জানান, পুলিশ ধাওয়া দিলে হাত উঁচু করে 'অফিসের স্টাফ' বলে তারা চিৎকার করতে থাকেন। এর মধ্যে রাজু গুলিবিদ্ধ হন। (কার কাছে বিচার চাইব, *প্রথম আলো*, ২২শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ মো. সোহাগ:** ভোলার চরফ্যাশনের চরফকিরা গ্রামের সোহাগ (১৬) মা-বাবার সঙ্গে ঢাকার রামপুরা নতুন বাজার এলাকায় বসবাস করত। তার বাবা সালাউদ্দিন স্বপন বিল্ডিং ভাঙার শ্রমিক। বাবার আয়ে সংসার চলে না দেখে বড়ো ছেলে সোহাগ এক ডিলারের অধীন খাদ্যপণ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করত। ১৯শে জুলাই শুক্রবার খাদ্যপণ্য পৌঁছে দিতে সাইকেলে করে বেরিয়েছিল সোহাগ। ফোনে কথা বলা অবস্থায় রামপুরা নতুন বাজারে তার মাথার পেছনে গুলি লাগে। ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মোবাইল ফোনে মাকে সে বলেছিল, বাসায় ফিরে ভাত খাবে। কিন্তু সেই ফেরা আর হয়নি। (পোলায় কইছিল বাসায় আইয়া ভাত খাইব, *সমকাল*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ ওমর ফারুক:** ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ওমর ফারুক ১৯শে জুলাই শুক্রবার বিকেলে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী কলেজের সামনের সড়কে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। (আন্দোলন থেকে চিরনিদ্রায়, *সমকাল*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ নাইমা সুলতানা:** ঢাকার উত্তরার ৫ নম্বর সড়কে এক ভাড়া বাসার চারতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় নাইমা সুলতানা (১৫)। নাইমা ঢাকার মাইলস্টোন স্কুলের দশম শ্রেণিতে পড়ত। (বুকের ধনটারে কে এমনে মারল, *প্রথম আলো*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ সাফকাত সামিরঃ** ১১ বছর বয়সি সাফকাত সামির একটি মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত। তার বাসা ঢাকার মিরপুরের কাফরুলে। ১৯শে জুলাই শুক্রবার কাফরুল থানার সামনের সড়কে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের দমনে পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া ঢুকছিল শিশু সামিরের ঘরে। জানালা বন্ধ করতে গেলে বাইরে থেকে গুলি এসে বিদ্ধ করে শিশুটিকে। গুলিটি তার চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘরে ছিলেন তার চাচা মশিউর রহমান (১৭)। তার কাঁধেও গুলি লাগে। (জানালায় দাঁড়াতেই গুলি এসে কেড়ে নিলো শিশুটিকে, *প্রথম আলো*, ২৪শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ মো. টিটুঃ** কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ১৯শে জুলাই রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন পেশায় অ্যাম্বুলেন্স চালক টিটু (৩৬)। তিনি ধানমন্ডিতে একটি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তার গ্রামের বাড়ি বরগুনার বেতাগী উপজেলার হোসনাবাদ ইউনিয়নের দক্ষিণ করুণা গ্রামে। তার পিতা আবদুর রহিম একজন রিকশা চালক। ঘটনার দিন দুপুরের খাবার খেয়ে বাসা থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ধানমন্ডি এলাকায় সংঘর্ষের মধ্যে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন টিটু। (টিটু-লিটনের পরিবারে অমানিশা, *প্রথম আলো*, ২৭শে জুলাই ২০২৪)

**রেদোয়ান হাসান সাগরঃ** ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষে চতুর্থ বর্ষে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন রেদোয়ান হাসান (২৪)। পড়ালেখার পাশাপাশি ময়মনসিংহ নগরে এমএম কম্পিউটার নামে একটি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকরি করতেন। রেদোয়ান পিতামাতা ও এক বোনের সাথে ময়মনসিংহ নগরের আকুয়া চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় থাকতেন। ১৯শে জুলাই শুক্রবার ময়মনসিংহ নগরের মিন্টু কলেজ এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন রেদোয়ান। সেদিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সমর্থক ও পুলিশের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন রেদোয়ান। রেদোয়ান ১৬ই জুলাই থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ঘটনাবলি নিজের ফেসবুকে শেয়ার করতেন। ১৭ই জুলাই নিজের ফেসবুকের প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন করে রংপুরে নিহত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আবু সাঈদের ছবি দেন তিনি। রেদোয়ানের পিতা আসাদুজ্জামান বলেন, 'আর কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয়। আমার ছেলের রক্তের বদলে দেশে শান্তি ফিরে আসুক।' (আমার ছেলের রক্তের বদলে দেশে শান্তি ফিরে আসুক, *প্রথম আলো*, ২৬শে জুলাই ২০২৪)

**ইমাম হোসেন তাঈমঃ** কলেজ শিক্ষার্থী ইমাম হোসেন তাঈম (১৭) থাকতেন রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায়। তার পিতা ময়নাল হোসেন রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের একজন উপপরিদর্শক। পিতার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৯শে জুলাই সকাল ১১ টার দিকে কোটা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিতে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। ঘণ্টাখানেক পরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ইমাম হোসেন। ঢাকা মেডিকেলের মর্গে তাঈমের মরদেহ খুঁজে পাওয়ার পর ফোনে পিতা ময়নালকে বলতে শোনা যায়, 'স্যার, আমার ছেলেটা মারা গেছে। বুলেটে ওর বুক ঝাঁজরা হয়ে গেছে। স্যার, আমার ছেলে আর নেই।' ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, 'একজনকে মারতে কতগুলো গুলি লাগে স্যার?' ('একজনকে মারতে কতগুলো গুলি লাগে, স্যার?, *ডেইলি স্টার অনলাইন বাংলা*, ২৪শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ ইমরান খলিফাঃ** গুলশান ২-এর চারুলতা নামের একটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন ইমরান খলিফা (৩৩)। তার বাড়ি বরিশালের গৌরনদী উপজেলার নলচিড়া ইউনিয়নের কালনা গ্রামে। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে ইমরান খলিফা শাহজাদপুর খিলবাড়িটেক নামক স্থানে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ১৯শে জুলাই শুক্রবার তার অফিসে যাওয়ার কথা ছিল সকাল ৮টায়। কিন্তু স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে অফিসে দায়িত্ব পালনের সময় পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন সন্ধ্যা ৭টায়। অফিস যাওয়ার আগে বাইরের পরিস্থিতি দেখতে ও স্ত্রীর ওষুধ কিনতে গিয়ে সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে শাহজাদপুর বাজারে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন ইমরান। তার বাঁ পাঁজর দিয়ে গুলি ঢুকে ডান পাঁজর দিয়ে নাড়িভুঁড়িসহ বের হয়ে যায়। ইমরানের স্ত্রী

*তথ্যসূত্র: ১লা আগস্ট ২০২৪, সমকাল*

*তথ্যসূত্র: ২রা আগস্ট ২০২৪, সমকাল*

শান্তা আক্তার বলেন, 'আমার স্বামী গরিব মানুষ, সে রাজনীতি বোঝে না, আমি স্বামী হত্যার বিচার চাই।' (স্ত্রীর ওষুধ কিনতে বাইরে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান ইমরান, *প্রথম আলো*, ২৬শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ তাহির জামান প্রিয়:** কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন চলাকালে ১৯শে জুলাই ঢাকার গ্রিন রোডে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তরুণ আলোকচিত্রী তাহির জামান প্রিয় (২৭)। পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট থেকে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি (পেশাদার আলোকচিত্র) কোর্সের ওপর ডিপ্লোমা অধ্যয়ন করেন তিনি। তার মা সামসি আরা জামান লিখেছেন, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও নাকি এক বন্ধুর মাথা ফেটে গেছে বলে ডাক্তার দেখিয়ে তাকে বাসায় রেখে এসেছিল। ২০১৩ সালে রংপুর গণজাগরণ মঞ্চের সে ছিল সংগঠকদের একজন। শুনেছি, ঢাকার গ্রিন রোডে যখন সে তিন বন্ধুসহ দাঁড়িয়ে ছিল, তখন সে গুলিবিদ্ধ হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজে তার লাশ যখন পাওয়া যায়, তখন ওর এক পায়ে লেখা ছিল ৫২ নম্বর সিরিয়াল, আরেক পায়ে লেখা ছিল 'অজ্ঞাতনামা'। কেন এমন হলো? (আমার মানিক আর নেই, *প্রথম আলো*, ২৭শে জুলাই ২০২৪)

**২০শে জুলাই ২০২৪**

**শহিদ মোবারক:** ১৯শে জুলাই শুক্রবার রাজধানীর গ্রিন রোডে মাথায় গুলিবিদ্ধ মোবারক (১৩) মারা যায় ২০শে জুলাই শনিবার। কিশোর মোবারক বাবা-মা ও ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার পান্থপথ বক্স কালভার্ট বস্তিতে থাকত। তাদের চারটি গাভি আছে। দুধ বিক্রি করেই তাদের সংসার চলে। ঘটনার দিন মোবারক গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। এসময় সে গুলিবিদ্ধ হয়। (কিশোর মোবারকের লাশ এলো পরিবারে, *প্রথম আলো*, ২২শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ মিনহাজুল ইসলাম :** ২০শে জুলাই শনিবার গাজীপুরের বড়বাড়ি জয়বাংলা সড়কে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন পোশাক শ্রমিক মিনহাজ (১৭)। নিহত মিনহাজ জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার উত্তর রামশালা গ্রামের বাসিন্দা। মিনহাজের বাবা মালয়েশিয়া প্রবাসী আর মা মানসিক রোগী। তিনি ঢাকার গাজীপুরে বড়বাড়ি এলাকায় খালুর কাছে থাকতেন। (কার কাছে বিচার চাইব, *প্রথম আলো*, ২২শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ রবিউল ইসলাম:** ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম (২৬) ২০শে জুলাই শনিবার এক গ্রাহকের বাসায় ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি পৌঁছে দিতে গিয়ে শনির আখড়ায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। রবিউল তার দোকানের কর্মচারীসহ একটি অটোরিকশায় শনির আখড়া মোড়ের রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় অটোরিকশায় থাকাবস্থায় রবিউলের বুকে একটি গুলি লাগে। এইচএসসি পাসের পর জীবিকার সন্ধানে আট বছর আগে ঢাকায় আসেন বরিশালের যুবক রবিউল। রাজধানীর গেণ্ডারিয়ার এক ইলেকট্রিক দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করে তিল তিল করে জমানো টাকায় তিন বছর আগে নিজেই ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির ব্যাবসা শুরু করেন। তার স্ত্রীর গর্ভে সাত মাসের সন্তান। সন্তানের মুখ দেখার আগেই রবিউলকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। (সন্তানের মুখ দেখা হলো না রবিউলের, *সমকাল*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ জামাল হোসেন সিকদার:** প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে সৌদি আরব যাবেন বলে বরিশাল গৌরনদী উপজেলার জামাল (৩৮) ১৯শে জুলাই শুক্রবার শনির আখড়ায় এক আত্মীয়ের বাসায় ওঠেন। পরদিন ২০শে জুলাই শনিবার কাপড় কিনতে বেরিয়ে ঢাকার চিটাগং রোডে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। সবেমাত্র একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয় জামালের মেয়ে নুজহাত হোসেন জিতু। তার কলেজে ভর্তির মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় পিতার মৃত্যু তার জীবনের বাঁক পুরোপুরি বদলে দিলো। (বাবাহীন জীবন কঠিন হয়ে গেল জিতুর, *সমকাল*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ আবদুল আহাদ:** রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগ এলাকায় বাবা-মা'র সাথে ১১ তলা একটি বাড়ির আটতলায় থাকত শিশু আহাদ (৪)। ১৯শে জুলাই বিকেল চারটার দিকে বাসার নীচে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষের মধ্যে বাসার বারান্দায় দাঁড়ানো আহাদের ডান চোখে গুলি লাগে। পরের দিন ২০শে জুলাই শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আহাদের মৃত্যু হয়। আহাদের পিতা আয়কর বিভাগের উচ্চমান সহকারী আবুল হাসান। তাদের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার মানিকদহ ইউনিয়নের পুখুরিয়া গ্রামে। (বারান্দায় দাঁড়ানো আহাদের ডান চোখে লাগে গুলি, *প্রথম আলো*, ২৬শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ ইফাত হোসেন:** রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ীর এ কে হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ইফাত হোসেন (১৬)। ২০শে জুলাই শনিবার রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে সংঘর্ষের সময় বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন ইফাত। সেদিন সকালে বাড়ি থেকে একটু আসি বলে বের হয়েছিল সে। ইফাতের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের মনপুরা গ্রামে। ছেলের গুলিবিদ্ধ ছবি দেখিয়ে মা কামরুন নাহার বলেন, 'আমার ছেলে কোনো অপরাধ করেনি। সে একজন পড়ে থাকা আহত মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন। কোনো রাজনীতি সে করত না। তবু তার বুকে গুলি করা হলো।' (১৬ বছরের ইফাতের বুকের বাঁ পাশে ছিল গুলির চিহ্ন, *প্রথম আলো*, ২৫শে জুলাই ২০২৪)

**শহিদ শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন:** ঈশ্বরগঞ্জ পৌর এলাকার আইডিয়াল কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন শাহরিয়ার। বাবার চাকরির সুবাদে অনেক সময় ঢাকার কুড়িলে থাকতেন শাহরিয়ার। কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে পরীক্ষা বন্ধ হওয়ায় ১০ই জুলাই ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন তিনি। মিরপুর ২ নম্বরে খালার বাসায় বেড়াতে গিয়ে খালাতো ভাই বাদলের সঙ্গে কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সংর্ঘষের মধ্যে মিরপুর ১০ নম্বরের গোলচত্বরের কাছে গুলিবিদ্ধ হয় শাহরিয়ার, খালাতো ভাই বাদলও সেসময় গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। শাহরিয়ারের ডান চোখের পাশ দিয়ে গুলি ঢুকে তার মস্তিষ্ক ছেদ হয়ে যায়। পরে ২০শে জুলাই শনিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে থাকা ছেলেকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পিতা আবদুল মতিন বলেন, 'ছোটো একটা গুলি আমার ছেলেটারে শেষ করে দিলো! ছেলে হত্যার বিচার চাই। কিন্তু কার কাছে বিচার চাইব?' (আন্দোলন আমার বুকের ধন কেড়ে নিলো, *প্রথম আলো*, ২৭শে জুলাই ২০২৪)

**২১শে জুলাই ২০২৪**

**শহিদ মো. আমিন:** পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ভরিপাশা গ্রামের কিশোর আমিন (১৬) ঢাকায় শ্রমিকের কাজ করত। ২১শে জুলাই রোববার সন্ধ্যায় ঢাকার দনিয়া এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। (বুকের ধনটারে কে এমনে মারল, *প্রথম আলো*, ২৩শে জুলাই ২০২৪)

**২৩শে জুলাই ২০২৪**

**শহিদ শাহরিয়ার শুভ:** কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন চলাকালে ১৯শে জুলাই ঢাকার মিরপুর এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন প্রকৌশলী শাহরিয়ার শুভ। ঢাকায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার (২৩শে জুলাই) সন্ধ্যায় মারা যান তিনি। তার বাড়ি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র গ্রামে। হাসপাতাল থেকে দেওয়া মৃত্যুসনদে বন্দুকের গুলিতে আহত, গুলির আঘাতে মাথার খুলি চুরমার ও মস্তিষ্কে ক্ষতের বর্ণনা দেওয়া হয়। তিনি যশোরের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তড়িৎ প্রকৌশলে ডিপ্লোমা শেষে ঢাকায় লিফট নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা ও সাত মাস বয়সি ছেলেসন্তান মোহাম্মদ মুহিনকে নিয়ে ঢাকার মিরপুর ১ নম্বর এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। ১৮ই জুলাই বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শাহরিয়ার ছোটো ভাই ও ছেলের জন্য খাবার কিনতে বাইরে বের হন। বাসা থেকে বের হয়ে কিডনি ফাউন্ডেশনের সামনে আন্দোলনকারী ও পুলিশের সংঘর্ষের মাঝখানে পড়ে যান। এসময় বসে আত্মরক্ষা করার সময় একটি গুলি এসে শাহরিয়ারের মাথায় আঘাত করে।

(সন্তানের খাবার কিনতে বের হয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন শাহরিয়ার, চুয়াডাঙ্গায় মাতম, *প্রথম আলো অনলাইন*, ২৪শে জুলাই ২০২৪)

**২৪শে জুলাই ২০২৪**

**শহিদ রিয়া গোপ:** সাড়ে ছয় বছর বয়সি রিয়া গোপ মা-বাবার সঙ্গে থাকত নারায়ণগঞ্জ সদরের নয়ামাটি এলাকায়। চারতলা বাড়ির উপরের তলায় থাকত ওরা। ১৯শে জুলাই শুক্রবার দুপুরে খাওয়ার পর ছাদে খেলতে গিয়েছিল মেয়েটি। খানিক পরেই রাস্তায় সংঘর্ষ বাধে। বাসার সামনে হইহল্লা শুনে বাবা ছুটে যান ছাদ থেকে মেয়েকে ঘরে আনতে। মেয়েকে কোলে নিতেই একটি বুলেট এসে বিদ্ধ হয় মাথায়। মুহূর্তেই ছোট্ট দেহটি ঢলে পড়ে বাবার কোলে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪শে জুলাই সকালে তার মৃত্যু হয়। (বাসার ছাদে বাবার কোলে ঢলে পড়ে ছোট্ট মেয়েটি, *প্রথম আলো*, ২৫শে জুলাই ২০২৪)

---

*[সূত্র: ঢাকা বার্তা, ১০ই আগস্ট ২০২৪]*

## ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের পরিবারের পাশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম, বীর প্রতীক ৩রা এপ্রিল চট্টগ্রাম মহানগরীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত বরিশাল বাজার, মৌলভী পুকুর পাড়, চান্দগাঁও-এর শহিদ মো. শহিদুল ইসলাম, লালখান বাজার খুলশীর শহিদ মো. ফারুক, পাহাড়তলীর শহিদ মোহাম্মদ আলম, সিদ্দিক ম্যানসন, লালখান বাজারের শহিদ মো. ফয়সাল আহমেদ শান্ত এবং হাটহাজারী উপজেলার পশ্চিম ধলই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের টেন্ডল বাড়ির বাসিন্দা শহিদ ইউসুফ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অটোরিকশা চালক শহিদ জামাল মোল্লার বাড়িতে যান এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেন ও সকল শহিদ পরিবারকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানান এবং ঈদ উপহার ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করেন। উপদেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

এসময় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক, হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাটহাজারী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), ওসি (তদন্ত), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও), বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের স্থানীয় প্রতিনিধিগণ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ৬ই এপ্রিল তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) থেকে প্রকাশিত এক তথ্যবিবরণী থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

**প্রতিবেদন: জুয়েল মোমিন**

# ফিরে দেখা কোটা আন্দোলন: উত্তাল সিলেটের কয়েকদিন

কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে উত্তাল একটি সপ্তাহ পার করেছে সিলেট। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ফটক থেকে সূচিত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো সিলেটজুড়ে। ইন্টারনেটবিহীন এই সময়গুলোতে সর্বত্র বিরাজ করেছিল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। নগরীর বিভিন্ন স্থানে টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড, শর্টগানের গুলি ও ইটপাটকেল নিয়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, হামলা-মামলা, সংঘাত-সংঘর্ষে প্রাণ গেছে সাংবাদিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর। আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছেন শত শত মানুষ। এখনো চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের বেডে কাতরাচ্ছেন কেউ কেউ। গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে থাকায় অনেকেই নিতে পারছেন না প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা।

সাম্প্রতিক কোটা আন্দোলন নিয়ে সারাদেশের ন্যায় উত্তাল হয়ে পড়ে সিলেট। গত বৃহস্পতিবার (১৮ই জুলাই) ও শুক্রবার (১৯শে জুলাই) সিলেটের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শামিল হয়ে পড়েন স্থানীয় জনতা। ফলে বাড়তে থাকে সংঘাত-সংঘর্ষ।

শুক্রবার (১৯শে জুলাই) রাত ১২টা থেকে প্রথম ধাপে কারফিউ জারি করা হয়। এদিন সকাল থেকে দিনভর সংঘাতময় ছিল সিলেট। নগরীর বন্দরবাজার, সিটি পয়েন্ট, কোর্ট পয়েন্ট, জিন্দাবাজার, আখালিয়া, শাবিপ্রবি ফটকে পৃথক পৃথক সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এছাড়া নগরীর দক্ষিণ সুরমা, কদমতলী এলাকায়ও সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ চলাকালে এসব এলাকায় কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

গত বৃহস্পতিবার কমপ্লিট শাটডাউন চলাকালে দুপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশি বাধায় ঢুকতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয় ফটকের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে রাখে তারা। বেলা ১টার দিকে পুলিশের সাথে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিছু সময় পর বিশ্ববিদ্যালয় ফটক থেকে নগরের মদীনা মার্কেট পর্যন্ত ২ কিলোমিটার এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এতে পুলিশসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঐদিন বিকেলে নগরীর আখালিয়া এলাকায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ-ছাত্রলীগের

যৌথ হামলার ঘটনা ঘটে। এসময় ত্রিমুখী সংঘর্ষে গুলিতে ৭ পুলিশ, ৬ সাংবাদিক ছাড়াও অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ ও ইটপাটকেলের আঘাতে আহত হন। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে নগরীর সুরমা গেইট এলাকায় ছাত্রলীগ ও পুলিশের যৌথ ধাওয়া খেয়ে আন্দোলনকারী ৪ শিক্ষার্থী পানিতে পড়ে যান। এসময় ৩ জন সাঁতার কেটে উঠতে সক্ষম হলেও রুদ্র সেন (২২) নামে এক শিক্ষার্থী মারা যান। শহিদ রুদ্র সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২১-২০২২ সেশনের শিক্ষার্থী। তার গ্রামের বাড়ি দিনাজপুর জেলায়। শিক্ষার্থীদের অনেকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রক্তাক্ত অবস্থায় ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। এসময় পৃথক ঘটনায় পুলিশ ৬ জনকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ কমিশনার (উত্তর) আজবাহার আলী শেখ জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় পুলিশ আন্দোলনকারীদের ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়নি। কিন্তু তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। যে কারণে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও শর্টগানের গুলি ছুড়ে।

এদিকে, বৃহস্পতিবারের সংঘাত-সংঘর্ষের পর শুক্রবার (১৯শে জুলাই) আন্দোলনের রেশ নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে। ঐদিন জুমার নামাজের পর কোটা আন্দোলন ইস্যুতে নগরের কোর্টপয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। মিছিলটি জিন্দাবাজার অভিমুখে যাওয়ার পথে পুলিশের সাথে বিএনপি নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। তখন এসএমপির সহকারী কমিশনার গোলাম মোহাম্মদ দস্তগীরের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা পেছন থেকে মিছিলে টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়ে। এসময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের ছররা গুলিতে গুরুতর আহত হন *দৈনিক জালালাবাদ*-এর স্টাফ রিপোর্টার ও *দৈনিক নয়া দিগন্ত* পত্রিকার সিলেট প্রতিনিধি সাংবাদিক এটিএম তুরাব। গুরুতর অবস্থায় সহকর্মীরা তাকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শুক্রবার থাকায় চিকিৎসকের পরিবর্তে নার্সরা চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ফলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। ফলে সহকর্মীরা তাকে দ্রুত নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে আইসিইউতে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে সন্ধ্যা ৬টা ৪৪ মিনিটের সময় তাকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

ঐদিন রাতেই তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়। পরদিন শনিবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে তার মরদেহ পরিবার ও সহকর্মীদের কাছে হস্তান্তর করা হলে বেলা ২টায় নগরীর মানিকপীর (র.) মাজার সংলগ্ন এলাকায় তার প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি বিয়ানীবাজার পৌর এলাকার ফতেহপুরে নেওয়া হয়। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাজার পূর্বে নিহতের ভাই আবুল হাসান মো. আজরফ (জাবুর আহমদ) এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন।

শুক্রবার (১৯শে জুলাই) জুমার নামাজের পর ঘটিত সংঘর্ষের পর রাতেও নগরীর আখালিয়া, মদীনা মার্কেট, পাঠানটুলা, জিন্দাবাজার, কোর্টপয়েন্ট, বন্দরবাজার এলাকায় দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় আন্দোলনকারীদের।

অপরদিকে, দেশজুড়ে সংঘাত ছড়িয়ে নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে সেনা মোতায়েন ও কারফিউ ঘোষণা করা

হয়। প্রথম দফায় শনিবার সকাল ১২টা পর্যন্ত কারফিউ ছিল। পরে ২ ঘণ্টা বিরতি দিয়ে বেলা ২টা থেকে দ্বিতীয় দফায় এবং রবিবার বিকাল ৩টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়।

কারফিউ চলাকালে শনিবার সিলেটের কোথাও কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা রাস্তায় নামেননি। নগরীর রাস্তাঘাটে মানুষের চলাচল ছিল সীমিত। দোকানপাট, বিপণিবিতান, মার্কেট, অফিস-আদালত বন্ধ রাখা হয়। কেবল জরুরি সেবার আওতায় থাকা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ফার্মেসি, অ্যাম্বুলেন্স, বিদেশি যাত্রীবাহী যানবাহন, গণমাধ্যমকর্মীদের ব্যবহৃত যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে।

এর বাইরেও নগরীতে সিএনজি চালিত অটোরিকশা, ব্যাটারি ও প্যাডেল চালিত রিকশা ছাড়াও হালকা যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে। নগরীর বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর টহল টিম চষে বেড়িয়েছে। সেই সঙ্গে পুলিশ, বিজিবি, আনসার সদস্যরা এখনো মোতায়েন রয়েছে।

এরপর দফায় দফায় কারফিউ-এর মেয়াদ বৃদ্ধি হলেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সিলেটের কোথাও কোনো সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। হল বন্ধ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

*[সূত্র: দৈনিক জালালাবাদ, ২৬শে জুলাই ২০২৪]*

## বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে ১৬ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম বলেন, গণমাধ্যমে সরকারের হস্তক্ষেপ না থাকায় বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে এক বছরে ১৬ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২রা মে ঢাকায় 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস্'-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রসঙ্গে এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি একথা বলেন।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ দেশের সকল গণমাধ্যম এখন সরকারের প্রভাবমুক্ত। কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে টেলিফোন করে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। দেশের গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের ১৬ ধাপ উন্নতি প্রমাণ করে– সরকার দেশের গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে কাজ করছে।

মাহফুজ আলম বলেন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অতি শীঘ্রই বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। উপদেষ্টা আশাপ্রকাশ করে বলেন, আগামী বছরে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশ আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে এবং দেশের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্টদের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। উল্লেখ্য, বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে প্যারিসভিত্তিক সংগঠন 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস্'-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স, ২০২৫-এ ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে ১৪৯তম। ২০২৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬৫তম।

**প্রতিবেদন: আলেয়া রহমান**

# কোটা সংস্কার আন্দোলনে সিলেট: ১৮-২৩শে জুলাইয়ের ঘটনাপ্রবাহ

১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সৃষ্ট অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে ততক্ষণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গতি কমানো হয় মোবাইল ইন্টারনেটের।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় সেদিন রাতে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় সব ধরনের ইন্টারনেট সেবা। বিঘ্নিত হয় তথ্যপ্রবাহ, বন্ধ হয়ে যায় অনলাইনে সংবাদ পরিবেশন।

সেদিন সকাল থেকে গত ২৪শে জুলাই বুধবার ইন্টারনেট সেবা স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত সিলেট নগরীতে যা ঘটেছে, তা নিয়ে *দ্য ডেইলি স্টারের* সিলেট প্রতিনিধি দোহা চৌধুরী লিখেছেন রিপোর্টারের ডায়েরি।

**১৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার**

আগের দিন বন্ধ ঘোষিত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিকেল ৩টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও অনেক শিক্ষার্থী থেকে যান। তাদের অপসারণের জন্য সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে প্রতিটি হলে অভিযান চালিয়ে সকল শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দেয় পুলিশ।

দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক বন্ধ করে ভেতরে অবস্থান নেয় পুলিশ। সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিকরাও অবস্থান নেন ফটকের পাশে।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে চললেও ১টার দিকে পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয় সড়ক থেকে শিক্ষার্থীদের অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার আজবাহার আলী শেখের নির্দেশে ক্রিটিক্যাল রেসপন্স ইউনিটসহ বাকি ইউনিটগুলো গেটের সামনে এসে শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি অবস্থান নেয়।

কিছুক্ষণ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ ও অনুরোধ করে আরও ঘণ্টাখানেক অবস্থান ধরে রাখতে পুলিশের সহযোগিতা চায় শিক্ষার্থীরা। তবে পুলিশের অনড় অবস্থানের কারণে

বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের দিক থেকে ইটপাটকেল ও পাথর ছোড়া শুরু হয় পুলিশের দিকে। সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া দেখায় পুলিশ। সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট ও শটগানের শেল ছুড়ে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

সংঘর্ষের শুরুতে ফটকের একপাশে দাঁড়িয়ে ভিডিও ধারণ করার সময় একটি ঢিল এসে আমার বুকের বাঁ পাশে সজোড়ে আঘাত করলে লুটিয়ে পড়ে যাই। পরে কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের ভেতরে ঢুকে নিজেকে নিরাপদ করি।

প্রায় আধাঘণ্টা সংঘর্ষ চলার সময় পুলিশের শটগানের গুলিতে তিন জন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী এবং এক পথচারীকে আহত হতে দেখি। এছাড়াও একজন পুলিশ সদস্যও আহত হন শিক্ষার্থীদের ঢিলের আঘাতে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বহিরাগত একজনকে আটক করে।

যে অবরোধ কর্মসূচি ২টার মধ্যে শেষ করবে বল শিক্ষার্থীরা জানিয়েছিল, তা অপসারণে পুলিশি অ্যাকশনের সিদ্ধান্তের কারণে সেদিন রাত ১০টা পর্যন্ত আর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষের মধ্যেই বিকেল ৫টা থেকে শিক্ষার্থী নয় এমন বিপুল পরিমাণ মানুষও আখালিয়া এলাকায় সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে আখালিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ সড়ক থেকে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া করলে ঘটনাস্থল থেকে সরে যেতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি খালে ভেলায় চড়ে পাড় হতে গিয়ে পানিতে ডুবে শহিদ হন শাবিপ্রবির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রুদ্র সেন।

সে রাতে ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে পর্যায়ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা। ১০টার দিকে সিলেটে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হলে বিক্ষোভ কর্মসূচি সেদিনের মতো একেবারেই থেমে যায়।

রাতে ইন্টারনেট একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংবাদমাধ্যমের অনলাইন ভার্সনও বন্ধ হয়ে যায়। বাধাগ্রস্ত হয়ে যায় তথ্যপ্রবাহ। সঠিক সংবাদ জানার কোনো মাধ্যম না থাকায় গুজবে ভর করতে থাকেন সাধারণ মানুষ।

সেই রাতে ঢাকার রাস্তায় হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে হত্যা করে গুম করে ফেলা হয়েছে এমন গুজবও ছড়িয়ে পড়ে সিলেটে। কিন্তু গুজব প্রতিরোধে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি প্রশাসন কিংবা সরকারের।

**১৯শে জুলাই, শুক্রবার**

আগেরদিন সন্ধ্যায় শহিদ শাবিপ্রবি শিক্ষার্থী রুদ্র সেনের মরদেহের পোস্টমর্টেম শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সম্পন্ন হয়। এসময় মেডিকেল কলেজে

এসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন শাবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমদ।

শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের মুখে মেডিকেল কলেজের বিকল্প পথে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন উপাচার্য। তবে অন্যান্য শিক্ষকরা বেশ কিছুক্ষণ শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের মুখে থাকেন।

দুপুরে জুম্মার নামাজের পর ১টা ৫০ মিনিটের দিকে নগরীর বন্দরবাজার এলাকায় মিছিল বের করার প্রস্তুতি নেয় বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠন। রাজনৈতিক এই কর্মসূচি শুরুর আগেই বাধা দেয় পুলিশ, শুরু হয় সংঘর্ষ। সংঘাতের সংবাদ সংগ্রহে দায়িত্বরত অবস্থায় গুরুতর আহত হন সাংবাদিক এটিএম তুরাব। বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের অন্তত ৩৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেন দলটির নেতারা।

*দৈনিক নয়া দিগন্তের* সিলেট ব্যুরো প্রধান ও *দৈনিক জালালাবাদের* স্টাফ রিপোর্টার তুরাব সেদিন সন্ধ্যায় বেসরকারি একটি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ঘটনাস্থলে থাকা অন্যান্য সাংবাদিক সহকর্মীরা জানিয়েছেন পুলিশের শটগানের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন তুরাব।

এদিন দুপুর থেকেই সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের আখালিয়া এলাকায় অবরোধ সৃষ্টি করে রাখেন সাধারণ শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী। বিকেল ৪টা থেকে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ অবরোধকারীদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

তবে রাত ১০টার দিকে পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় অবরোধকারীদের। এসময় মুহুর্মুহু সাউন্ড গ্রেনেড, শটগান ও রাবার বুলেটের শব্দ পাওয়া যায় মদীনা মার্কেট থেকে আখালিয়া এলাকা পর্যন্ত।

রাত ১১টার দিকে খবর আসে সারাদেশে কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা মোতায়েনের ঘোষণাও দেওয়া হয়। একই সময়ে সিলেটে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হলে সংঘর্ষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

**২০শে জুলাই, শনিবার**

ইন্টারনেট বন্ধ থাকা, কারফিউ জারি এবং সেনা মোতায়েনের ফলে আগের রাতে গুজব ছড়াতে থাকে। তবে সকাল থেকেই সার্বিক পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

কারফিউ থাকলেও সকালে রাস্তায় সেনাবাহিনীর কোনো টহল ছিল না তাই পর্যাপ্ত দোকানপাট খোলা ছিল, লোক চলাচলও ছিল সড়কে। এর মধ্যে ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হলে প্রচুর লোকসমাগম দেখা যায় বিভিন্ন বাজারে।

সকালে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগেরদিন পুলিশের গুলিতে শহিদ সাংবাদিক এটিএম তুরাবের মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হয়। ময়নাতদন্ত শেষে দুপুরে মানিক পীর মাজার প্রাঙ্গণে জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

দুপুরে কারফিউ শিথিল থাকায় তুরাবের জানাজায় সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীসহ কয়েকশত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তারপর তার মরদেহ কিছুক্ষণের জন্য সিলেট প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে রাখা হয়। পরে দাফনের জন্য গ্রামের বাড়িতে রওনা হন তার পরিবার।

দুপুর ২টা থেকে আবারও কারফিউ শুরু হলে সেনাবাহিনীর সদস্যদের টহল দিতে দেখা যায়। এছাড়াও পুলিশও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টহল বজায় রাখে। বিকেলে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভের জন্য লোকসমাগমের চেষ্টা থাকলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহলের কারণে তা সম্ভব হয়নি। এদিন রাতে নগরীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারে দাবির আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টায় থাকায় অন্তত পাঁচ জন নেতাকে আটক করে পুলিশ।

**২১শে জুলাই, রবিবার**

কোটা বহাল রেখে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের আপিল শুনানির জন্য ধার্য্যকৃত দিন হওয়ায় সকাল থেকেই বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা ছিল। পরে দুপুরে সাত শতাংশ কোটা রেখে ৯৩ শতাংশ মেধায় নিয়োগে আপিল বিভাগের নির্দেশনার আদেশের খবর আসে।

আপিল বিভাগের এ সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে

মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জেলা কোটা ও নারী কোটা বাতিল হওয়ায় বৈষম্য আরও বাড়ল এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে আরও বেশি বৈষম্যের শিকার হবেন বলে সচেতন নাগরিকরা মন্তব্য করেন।

বিকেলে কারফিউ শিথিল থাকার সময় সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদমিনার প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সাতটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে তুরাব হত্যার প্রতিবাদে কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় তুরাবের মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানানো হয়।

আপিল বিভাগের নির্দেশনার পরও আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না জানিয়ে দেশব্যাপী শাটডাউন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কর্মসূচি পালন করেননি সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তিন শর্তে বহাল থেকে তারা কোটা সংস্কারে আপিল বিভাগের রায় প্রসঙ্গে কোনো প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে মসজিদে-মন্দিরে শহিদদের জন্য প্রার্থনার আহ্বান জানিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

**মামলা, আসামি ও আটক**

কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরুর পর গত ১৭ই জুলাই থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ৬টি থানার মধ্যে তিনটি থানায় মোট ১০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এর মধ্যে কোতোয়ালী থানায় ৫টি, জালালাবাদ থানায় ৪টি এবং দক্ষিণ সুরমা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ সকল মামলায় মোট ২৪৪

সিলেটে আন্দোলনের সমন্বয়ক আসাদুল্লাহ আল-গালিব জানান, ইন্টারনেট সেবা চালু করা, সড়ক থেকে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সেনাবাহিনীর অপসারণ এবং আটক সকল সাধারণ শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবি সরকার মেনে নিলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে সার্বিক বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে।

**২২ও ২৩শে জুলাই, সোমবার ও মঙ্গলবার**

কারফিউ চলমান থাকায় সিলেটে কোনো বিক্ষোভ

জন আসামির নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং অজ্ঞাতনামা আরও অন্তত ১২ হাজার ৮১০ থেকে ১৬ হাজার ১৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এ ১০টি মামলায় ২৩শে জুলাই রাত পর্যন্ত মোট ১০৭ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। তবে কোনো মামলায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি।

*[সূত্র: দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, ২৬শে জুলাই ২০২৪]*

# চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে শাবিপ্রবিতে বিক্ষোভ

কোটা ব্যবস্থার পুনর্বহালের প্রতিবাদে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। ৩রা জুলাই বুধবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে এই বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিলে– 'গর্জে উঠুক আরেকবার, একাত্তরের হাতিয়ার'; 'কোটা না মেধা? মেধা, মেধা'; 'আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই' প্রভৃতি স্লোগান দেন। মিছিল শেষে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

শিক্ষার্থী আসাদুল্লা আল গালিবের সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী ফয়সাল আহমেদ, সজীব হোসেন ও আজাদ শিকদার। শিক্ষার্থীরা বলেন, ২০১৮ সালে সারাদেশের শিক্ষার্থীরা চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছর ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেডে কোটা বাতিল করা হয়। কিন্তু হতাশার বিষয়, আদালতের রায়ে চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রহসন করা হচ্ছে বলে মনে করি। আমরা সারাদেশের শিক্ষার্থীদের চলমান কোটাবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করছি। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সিলেটের মুরারি চাঁদ কলেজসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষার্থীও অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেন।

*[সূত্র: সমকাল, ৩রা জুলাই ২০২৪]*

# সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের, দীর্ঘ যানজট

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। এতে যান চলাচল বন্ধ থাকে। ৬ই জুলাই শনিবার বিকেল সোয়া ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। পরে তারা মূল ফটকের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এতে অংশ নিয়েছেন প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী। এসময় বৃষ্টি হলে শিক্ষার্থীরা ভিজে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। এদিকে অবরোধের ফলে সড়কের দুপাশে লম্বা যানজট সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভরত বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী এহসানুল হক *সমকালকে* বলেন, বৈষম্যমূলক কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের এই কর্মসূচি। মেধার মাধ্যমে মূল্যায়ন না হলে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোথায় যাব। তবে কোটা ব্যবস্থা থাকলে সেটা শুধু প্রতিবন্ধী ও উপজাতিদের থাকা উচিত। শাবিপ্রবি প্রক্টর অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, আন্দোলনের সঙ্গে শৃঙ্খলার বিষয়টা মাথায় রাখা দরকার। আমি বিষয়টা জেনেছি এবং শিক্ষার্থীদের কাছে যাচ্ছি।

*[সূত্র: সমকাল, ৬ই জুলাই ২০২৪]*

# গেজেট থেকে সিলেট বিভাগের শহিদদের তালিকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**গেজেট অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে সিলেট বিভাগের শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

| গেজেট নং | মেডিক্যাল কেস আইডি | শহীদের নাম | পিতার নাম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | হাসাইন মিয়া | মোঃ ছানু মিয়া | ভাঙ্গার পাড়, যাত্রাপাশা, ওয়ার্ড নং ০৩, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | ভাঙ্গার পাড়, যাত্রাপাশা, ওয়ার্ড নং ০৩, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |
| ২ | ৬ | মোঃ আশরাফুল আলম | মোঃ আঃ নুর | জাতুকর্ণপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৩, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | জাতুকর্ণপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৩, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |
| ৩ | ৯ | মোঃ মোজাক্কির মিয়া | মৃত মোঃ শমসের উল্লা | পাড়াগাও, ওয়ার্ড নং ০৮ বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | পাড়াগাও, ওয়ার্ড নং ০৮ বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |
| ৪ | ১৩ | শেখ নয়ন হোসেন | মোঃ আলী হোসেন | কামালখানী, বানিয়াচং উত্তর পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | কামালখানী, বানিয়াচং উত্তর পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | ১৫ | মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন | আঃ রৌফ মিয়া | জাতুকর্ণপাড়া, বানিয়াচং দক্ষিণ পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | জাতুকর্ণপাড়া, বানিয়াচং দক্ষিণ পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |
| ৬ | ১৮ | মোঃ সাদিকুর রহমান | মোঃ ধলাই মিয়া | মীর মহল্লা পূর্ব, বানিয়াচং উত্তর পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | মীর মহল্লা পূর্ব, বানিয়াচং উত্তর পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |
| ৭ | ২৩ | সানি আহমদ | মোঃ কয়ছর আহমদ | শিলঘাট, পশ্চিম আমুড়া, গোলাপগঞ্জ, সিলেট | শিলঘাট, পশ্চিম আমুড়া, গোলাপগঞ্জ, সিলেট |
| ৮ | ২৭ | মোঃ নাজমুল ইসলাম | মোঃ তৈয়ব আলী | নিশ্চিন্ত লক্ষণাবন্দ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট | নিশ্চিন্ত লক্ষণাবন্দ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট |
| ১২ | ৪৭ | মোঃ আকিনুর রহমান | মৃত তাহের আলী | ৮ নং ওয়ার্ড, চানপুর বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | ৮ নং ওয়ার্ড, চানপুর বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |
| ১৩ | ৪৯ | গৌছ উদ্দিন | মবারক আলী | মবারকের বাড়ি, ঘোষগাও উত্তর, ওয়ার্ড নং-০৩, গোলাপগঞ্জ, সিলেট | মবারকের বাড়ি, ঘোষগাও উত্তর, ওয়ার্ড নং-০৩, গোলাপগঞ্জ, সিলেট |
| ১৪ | ৫১ | মিনহাজ আহমদ | আলা উদ্দিন | পশ্চিম দত্তরাইল, ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট | পশ্চিম দত্তরাইল, ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট |
| ৮২ | ৪৫৩০ | মো: আয়াতুল্লাহ | মো: সিরাজুল ইসলাম | গ্রাম: জলুশা, পো: আবিদনগর-২৪৫৬, ইউপি:চামরদানি, মোদ্দ্যনগর [ধর্মপাশা], জেলা:সুনামগঞ্জ | গ্রাম: জলুশা, পো: আবিদনগর-২৪৫৬, ইউপি:চামরদানি, মোদ্দ্যনগর [ধর্মপাশা], জেলা:সুনামগঞ্জ |
| ২৭৩ | ২১৪৪৪ | মোঃ পাবেল আহমদ কামরুল | মোঃ রফিক উদ্দিন | উত্তর কানিশাইল, ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট | উত্তর কানিশাইল, ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট |
| ২৭৪ | ২১৪৫৫ | জয় আহমদ | ছুরাই মিয়া | দক্ষিণ রায়গড় লেচুবাগান, ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট | দক্ষিণ রায়গড় লেচুবাগান, ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট |
| ৩১৪ | ২২২৫২ | মোঃ তারেক আহমদ | মোঃ রফিক উদ্দিন | নিদনপুর মোল্লাপুর, ওয়ার্ড নং-০৯, বিয়ানী বাজার, সিলেট, সিলেট | নিদনপুর মোল্লাপুর, ওয়ার্ড নং-০৯, বিয়ানী বাজার, সিলেট, সিলেট |
| ৩৩৪ | ২২৩০৫ | তাজউদ্দিন | মকবুল আলী | বারকোট, ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট। | বারকোট, ঢাকা দক্ষিণ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট |
| ৪৩০ | ২২৪৭৮ | আবু তাহের মোঃ তুরাব | মোঃ আব্দুর রহীম | ৭০, ফতেহপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, বিয়ানী বাজার পৌরসভা, সিলেট | ৭০, ফতেহপুর, ওয়ার্ড নং-০৬, বিয়ানী বাজার পৌরসভা, সিলেট |
| ৪৪২ | ২২৪৯৫ | সোহেল আহমদ | তখলিছুর রহমান | ৩৩৫৩, কাকুরা, কাকুরা, চারখাই, বিয়ানী বাজার, সিলেট, | ৩৩৫৩, কাকুরা, কাকুরা, চারখাই, বিয়ানী বাজার, সিলেট |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৫৭ | ২২৫১৪ | মোঃ মোস্তাক আহমদ | মোঃ আব্দুল কাদির | গৌরীপুর, ঘোপাল, টুকের বাজার, সিলেট সদর, সিলেট | গৌরীপুর, ঘোপাল, ওয়ার্ড নং-৩৯, সিলেট সদর, সিলেট |
| ৪৫৮ | ২২৫১৫ | ওয়াসিম | কনর আলি | এনাতাবাদ, ৯ নং ওয়ার্ড, কান্দিগাঁও, সিলেট সদর, সিলেট | এনাতাবাদ, ৯ নং ওয়ার্ড, কান্দিগাঁও, সিলেট সদর, সিলেট |
| ৪৭৪ | ২২৫৩৫ | সোহেল আখঞ্জী | মোশাহিদ আখঞ্জী | সাগরদিঘীর পূর্বপাড়, বানিয়াচং দক্ষিণ পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | সাগরদিঘীর পূর্বপাড়, বানিয়াচং দক্ষিণ পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |
| ৪৭৬ | ২২৫৩৮ | আজমত আলী | মজর আলী | হরিপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট | হরিপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট |
| ৪৮১ | ২২৫৪৪ | শেখ মোঃ সফিকুল ইসলাম | শেখ লাল মিয়া | শিমুলঘর, শিমুলঘর, ছাতিয়াইন, মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট | শিমুলঘর, শিমুলঘর, মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট |
| ৪৮৯ | ২২৫৫৬ | মামুন আহমেদ রাফসান | মোঃ ছালেক মিয়া | তেঘরিয়া, মুড়িয়াউক, লাখাই, হবিগঞ্জ। | তেঘরিয়া, মুড়িয়াউক, লাখাই, হবিগঞ্জ। |
| ৪৯৫ | ২২৫৬৮ | রিপন চন্দ্র শীল | রতন চন্দ্র শীল | অনন্তপুর আবাসিক এলাকা, হবিগঞ্জ পৌরসভা হবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ | অনন্তপুর আবাসিক এলাকা, হবিগঞ্জ পৌরসভা হবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ |
| ৫৩০ | ২২৬১২ | হৃদয় মিয়া | মো: ছফেদ আলী | দুর্গাপুর, জয়শ্রী, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ | দুর্গাপুর, জয়শ্রী, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ |
| ৫৫২ | ২২৬৩৬ | সোহাগ মিয়া | মোঃ আবুল কালাম | গ্রামঃ গোলামীপুর, ডাকঘরঃ সাচনা-৩০২০, ইউনিয়নঃ ভীমখালি, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ। | গ্রামঃ গোলামীপুর, ডাকঘরঃ সাচনা-৩০২০, ইউনিয়নঃ ভীমখালি, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ। |
| ৬৭৬ | ২২৮১৫ | মোঃ নাহিদুল ইসলাম | আব্দুল আজিজ | দুয়ারীপাড়া, রূপনগর, মিরপুর সাড়ে এগারো, ঢাকা | মুরিয়াউক, লাখাই, হবিগঞ্জ |
| ৭১৮ | ২৪৫৪৫ | কারিমুল ইসলাম | মোঃ শাহাব উদ্দিন | পশ্চিম রুহিতনসী, পশ্চিম রুহিতনসী, লাখাই, হবিগঞ্জ | পশ্চিম রুহিতনসী, পশ্চিম রুহিতনসী, লাখাই, হবিগঞ্জ |
| ৭৪৪ | ২৪৭০২ | মোঃ আনাছ মিয়া | মোঃ আবুল হোসেন | খন্দকার মহল্লা, বানিয়াচং উত্তর পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ | খন্দকার মহল্লা, বানিয়াচং উত্তর পূর্ব, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ |

# গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**গেজেট অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে ঢাকা বিভাগের (শেষাংশ) শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

| গেজেট নং | মেডিক্যাল কেস আইডি | শহীদের নাম | পিতার নাম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬০৪ | ২২৭১০ | নাসিব হাসান রিয়ান | মোঃ গোলাম রাজ্জাক | বাড়ি-২৭/৩, রোড-৩, বিসমিল্লাহ টাওয়ার, শ্যামলী, ঢাকা | বাড়ি-২৭/৩, রোড-৩, বিসমিল্লাহ টাওয়ার, শ্যামলী, ঢাকা |
| ৬২৭ | ২২৭৪৫ | রুমান বেপারী | আমর আলী বেপারী | ভদ্রাখোলা, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর | ভদ্রাখোলা, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর |
| ৬৩২ | ২২৭৫২ | মো: জুনায়েত হোসেন | মোঃ শাহআলম ফরাজী | বিলদেওনিয়া, রাজনগর মাদ্রাসা, নড়িয়া, শরীয়তপুর | বিলদেওনিয়া, রাজনগর মাদ্রাসা, নড়িয়া, শরীয়তপুর |
| ৬৩৩ | ২২৭৫৩ | সুমন মিয়া | মৃত হাসেন আলী | গ্রাম-খনমর্দি, পো-মাধবদী, ইউনিয়ন/পৌরসভা-মাধবদী পৌরসভা থানা-মাধবদী উপজেলা-নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী | গ্রাম-বথুয়াদি, পো-বালুসাইর, ইউনিয়ন-মহিষাশুড়া থানা-মাধবদী উপজেলা-নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৬৩৭ | ২২৭৬০ | মোঃ রাকিব হোসেন | মোঃ চান মিয়া | গ্রামঃ কাচাবালিয়া, ১ নং গাভারামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি | বেপারী বাড়ি, হলদিয়া, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ |
| ৬৫৪ | ২২৭৮১ | মোঃ নুরু | আলী উল্যাহ | মোতাহারের বাড়ি, বাগান বাড়ি বাগিচা, ওয়ার্ড নং-৫৮ (পার্ট), শ্যামপুর, ঢাকা | কুলকড়ি, ডামুড্যা, শরিয়তপুর |
| ৬৬৩ | ২২৭৯৪ | আজিজুল | মো: আলমাছ | গ্রাম-বাদুয়ারচর, পো-গাবতলী, ইউনিয়ন-হাজীপুর থানা-নরসিংদী মডেল থানা উপজেলা-নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী | গ্রাম-বাদুয়ারচর, পো-গাবতলী, ইউনিয়ন-হাজীপুর থানা-নরসিংদী মডেল থানা উপজেলা-নরসিংদী সদর, জেলা-নরসিংদী |
| ৬৬৪ | ২২৭৯৫ | মোহাম্মদ মাহামুদুর রহমান খান | মোঃ লুৎফর রহমান খান | ৬০৫, ৪৩৮/৫, সেনপাড়া পর্বতা, ওয়ার্ড নং-১৪(পার্ট), কাফরুল, ঢাকা | ত্রিশকাইনিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ |
| ৬৭০ | ২২৮০৩ | ইয়ামিন চৌধুরী | রতন চৌধুরী | গ্রাম-কাঞ্চনপুর, কেওয়ারজোড়, থানা-মিঠামইন, জেলা-কিশোরগঞ্জ | গ্রাম-কাঞ্চনপুর, কেওয়ারজোড়, থানা-মিঠামইন, জেলা-কিশোরগঞ্জ |
| ৬৮০ | ২৩২৭৯ | মোঃ আক্কাস আলী | মোঃ সোনা মিয়া | ৪১৬/৫, হাজী লাল মিয়া সরকার রোড, উঃ মুরাদপুর, ওয়ার্ড নং-৫২, কদমতলী, ঢাকা | সালামতী, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ |
| ৬৮৩ | ২৩৮৭৩ | মোঃ লাল মিয়া | মোঃ জুলহাস মিয়া | মাঝিরা, মাঝিরা, গোলাবাড়ী, মধুপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা | মাঝিরা, মাঝিরা, মধুপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা |
| ৬৮৫ | ২৩৮৮৮ | মোঃ ইসমাইল মোল্লা | মোঃ জয়েন মোল্লা | পলাশবাড়ী, পলাশবাড়ী, ধামসোনা, সাভার, ঢাকা | মাইঝাইল পাইকাইল, নাগরপুর, টাঙ্গাইল |
| ৬৮৬ | ২৩৮৯২ | মোঃ ফিরোজ তালুকদার | মোঃ সোহরাব আলী তালুকদার | ঘাটান্দি, ঘাটান্দি, ওয়ার্ড নং-০৯, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল | ঘাটান্দি, ঘাটান্দি, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল |
| ৬৮৭ | ২৩৯৫১ | মোঃ বিপ্লব | আব্দুল খালেক | কদমতলী, বীরতারা, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল | কদমতলী, বীরতারা, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল |
| ৬৮৮ | ২৩৯৫২ | মোঃ ইকরামুল হক | মোঃ জিয়াউল হক | ৫৩০, উত্তর কাফরুল, উত্তর কাফরুল, ওয়ার্ড নং-১৬, কাফরুল, ঢাকা | মিয়া হাজী বাড়ি, বিলকুকরী, বিলকুকরী, বীর কদমতলী, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল |
| ৬৮৯ | ২৪০৬৯ | তাহমিদ ভূইয়া | রফিকুল ইসলাম | চিনিশপুর, ওয়ার্ড নং-৩, নরসিংদী সদর, নরসিংদী | চিনিশপুর, ওয়ার্ড নং-৩, নরসিংদী সদর, নরসিংদী |
| ৬৯৩ | ২৪২৫৬ | মোঃ রুবেল | মোঃ দীন ইসলাম | গোবিন্দপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। | গোবিন্দপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। |
| ৬৯৫ | ২৪২৮৬ | তানজীর খান মুন্না | মোঃ রাজা খান | এ-১৫/২, আনন্দপুর, ওয়ার্ড নং-০৯, সাভার, ঢাকা, ঢাকা | এ-১৫/২, আনন্দপুর, ওয়ার্ড নং-০৯, সাভার, ঢাকা, ঢাকা |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭০১ | ২৪৪৩৫ | মোঃ ইব্রাহিম | মোঃ হানিফ | কাশেম সাহেবপুর, ডগাইর ওয়েস্ট পৰ, সারুলিয়া - ১৩৬১ | বরাব বাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ |
| ৭০৫ | ২৪৫২৮ | সানজিদ হোসেন মৃধা | মোঃ কবির হোসেন মৃধা | এরশাদ নগর, টংগী, গাজীপুর মহানগর, গাজীপুর | এরশাদ নগর, টংগী, গাজীপুর মহানগর, গাজীপুর |
| ৭০৯ | ২৪৫৩২ | আবদুল্লাহ বিন জাহিদ | জাহিদুল ইসলাম | গ্রাম:বর্শিকুড়া, পোস্ট অফিস:শাহেদুল, হোসাইনপুর, কিশোরগঞ্জ | গ্রাম:বর্শিকুড়া, পোস্ট অফিস:শাহেদুল, হোসাইনপুর, কিশোরগঞ্জ |
| ৭২০ | ২৪৫৪৮ | মোঃ ইমন হোসেন আকাশ | মোঃ মতিউর রহমান | ০৩, লাইন-০৩, ওয়ার্ড নং-০৫, পল্লবী, ঢাকা | চর সখিপুর, সখিপুর, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর |
| ৭২৫ | ২৪৫৭৭ | মোঃ রোমান | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৮ নং ওয়ার্ড, চনপাড়া, কায়েতপাড়া, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। | ৮ নং ওয়ার্ড, চনপাড়া, কায়েতপাড়া, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। |
| ৭৩২ | ২৪৬১৯ | আবু বকর রিফাত | মোঃ আওলাদ হোসেন | ১২৩০, পূর্ব কদমতলী, পূর্ব কদমতলী, ওয়ার্ড নং-৫৯, কদমতলী, ঢাকা | ১২৩০, পূর্ব কদমতলী, পূর্ব কদমতলী, ওয়ার্ড নং-৫৯, কদমতলী, ঢাকা |
| ৭৩৫ | ২৪৬৩০ | মোঃ আল আমিন | হাজী মোঃ দিলু মিয়া | ৮৩, উলন, উলন রোড, ওয়ার্ড নং-২২, খিলগাঁও, ঢাকা | ৮৩, উলন, উলন রোড, ওয়ার্ড নং-২২ (পার্ট), হাতিরঝিল, ঢাকা |
| ৭৩৮ | ২৪৬৪০ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | কদ্দুস সিকদার | ৭০/১, হাজারীবাগ রোড, ওয়ার্ড নং-২২, হাজারীবাগ, ঢাকা | ৭০/১, হাজারীবাগ রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা |
| ৭৪০ | ২৪৬৪৪ | শেখ মাহাদী হাসান জুনায়েদ | শেখ জামাল হাসান | ৬০/এ ডিস্ট্রিলারী রোড গেন্ডারিয়া, ধোপাখালা, পুকুরপাড়, ওয়ার্ড-৪৫, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। | ৬০/এম ডিস্ট্রিলারী রোড গেন্ডারিয়া, ধোপাখালা, পুকুরপাড়, ওয়ার্ড-৪৫, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। |
| ৭৪১ | ২৪৬৪৮ | আব্দুল্লাহ সিদ্দিক | মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক | ৬৩ নাসির উদ্দিন সরদার ল্যান্ড লেন, ওয়ারী, সূত্রাবাদ, ঢাকা-১১০০ | ৬৩ নাসির উদ্দিন সরদার ল্যান্ড লেন, ওয়ারী, সূত্রাবাদ, ঢাকা-১১০০ |
| ৭৪২ | ২৪৬৪৯ | মোঃ রেজাউল করিম | মোঃ আল আমিন মীর | ৩৯ মিরহাজারীবাগ, ফরিদাবাদ, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪ | ৩৯ মিরহাজারীবাগ, ফরিদাবাদ, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭৪৫ | ২৪৭২১ | মোঃ শামীম আহসান ভুইয়া | মোঃ আফতাব উদ্দিন ভুইয়া | ১০৩৩, মালিবাগ ১ম লেন, খিলগাও, ওয়ার্ড নং-২৩, খিলগাঁও, ঢাকা | ১০৩৩, মালিবাগ ১ম লেন, খিলগাও, খিলগাঁও, ঢাকা |
| ৭৪৮ | ২৪৭৭৭ | মহিউদ্দিন মোল্লা | মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা | লোকেশন :কৌড়ী উওর মেরুনডী সৌরবিদুৎ প্রজেক্ট এর সমনে, গ্রাম:কৌড়ী, থানা:হরিরামপুর, ইউনিয়ন:গালা, জেলা: মানিকগঞ্জ | লোকেশন :কৌড়ী উওর মেরুনডী সৌরবিদুৎ প্রজেক্ট এর সমনে, গ্রাম:কৌড়ী, থানা:হরিরামপুর, ইউনিয়ন:গালা, জেলা: মানিকগঞ্জ |
| ৭৫০ | ২৪৭৯৭ | মিরাজ হোসেন | মোঃ আব্দুর রব | মধুবাগ, পাড়াডগার, ওয়ার্ড নং-৬৫ (পার্ট), ডেমরা, ঢাকা | মধুবাগ, পাড়াডগার, ওয়ার্ড নং-৬৫ (পার্ট), ডেমরা, ঢাকা |
| ৭৫২ | ২৪৮২৪ | এম এম হোসেন | মন্তাজ উদ্দিন মোল্লাহ | উত্তর গাজির চট, ধামসোনা, সাভার, ঢাকা | আন্তাবর, কাপাসিয়া, গাজীপুর |
| ৭৫৩ | ২৪৮২৫ | মোঃ আব্দুর হান্নান | আব্দুর সোরাব | ৬০/৪৩-১ ধলপুর, ওয়ার্ড নং-৪৯, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা | শেখদী, ডেমরা, ঢাকা |
| ৭৫৪ | ২৪৮৫১ | আফিকুল ইসলাম সাদ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ডি-৮৫, পূর্ব কায়েতপাড়া, কায়েতপাড়া, ওয়ার্ড নং-০২, ধামরাই, ঢাকা | দরাগ্রাম, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ। |
| ৭৫৫ | ২৪৮৬০ | মায়া ইসলাম | মোনতাজ আলী | ১৯/২, কে পি ঘোষ স্ট্রীট, ওয়ার্ড নং-৩২(পার্ট), বংশাল, ঢাকা | ১৯/২, কে পি ঘোষ স্ট্রীট, কোতয়ালী, ঢাকা |
| ৭৫৬ | ২৪৮৬৯ | মোঃ আলী | ইদ্রিস চকিদার | এমারত মিয়ার বাড়ী ১৫, রোড নং ২ ওয়ার্ড নং-৫৬, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা | বড়কান্দি, জাজিরা, শরিয়তপুর |
| ৭৫৮ | ২৪৯০০ | মোঃ জসিম | মোঃ জহির | যাত্রাবাড়ী শনিরআখরা ধনিয়াবাজার -৫৭৭, ঢাকা। | যাত্রাবাড়ী শনিরআখরা ধনিয়াবাজার -৫৭৭, ঢাকা। |
| ৭৬২ | ২৪৯৭৬ | মজিবুর রহমান সরকার | আব্দুল মান্নান সরকার | তুষারধারা, ওয়ার্ড নং-৬৫ (পার্ট), কদমতলী, ঢাকা | তুষারধারা, ওয়ার্ড নং-৬৫ (পার্ট), কদমতলী, ঢাকা |
| ৭৬৪ | ২৪৯৮৬ | মমিনুল ইসলাম রিদয় | বিপ্লব হোসেন | বাড়ী-১/১, রোড-২৭, ব্লক-ডি, সেকশন-১১, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা। | বাড়ী-১/১, রোড-২৭, ব্লক-ডি, সেকশন-১১, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭৬৬ | ২৫০১০ | মোঃ রনি | মোঃ দিলবর আলী | উত্তর রাজাসন, সাভার, ঢাকা | উত্তর রাজাসন, সাভার, ঢাকা |
| ৭৭০ | ২৫১৭৭ | মোঃ শাকিল হোসেন | মোঃ বেলায়েত হোসেন | ৩৪, হোসেন মার্কেট মহিউদ্দিন বাচ্চু, দত্তপাড়া, ওয়ার্ড নং-৪৮, টঙ্গী, গাজীপুর | ৩৪, হোসেন মার্কেট মহিউদ্দিন বাচ্চু, দত্তপাড়া, ওয়ার্ড নং-৪৮, টঙ্গী, গাজীপুর |
| ৭৭১ | ২৫১৮১ | মোঃ সোহাগ | গোলাম মোহাম্মদ | ১৮, বংশাল লেন, ওয়ার্ড নং-৩৫(পার্ট), বংশাল, ঢাকা | ১৮, বংশাল লেন, কোতয়ালী, ঢাকা |
| ৭৭৩ | ২৫১৯৫ | কবির | বাচ্চু মিয়া | মধ্যেরচর পূর্ব, মধ্যেরচর, শিমুলকান্দি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ | মধ্যেরচর পূর্ব, মধ্যেরচর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
| ৭৭৪ | ২৫১৯৭ | গঙ্গা চরন রাজ বংশী | কালুলাল রাজবংশী | কৃষি ব্যাংক রোড, সোনাকাটরা, ওয়ার্ড নং-৩৭, বাড্ডা, ঢাকা | কৃষি ব্যাংক রোড, সোনাকাটরা, বাড্ডা, ঢাকা |
| ৭৭৬ | ২৫২৪৭ | মোঃ আল্ আমিন ভূইঁয়া | মোঃ সামছুদ্দিন ভূইয়া | কান্দাপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৩ (তারাব পৌরসভা), রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ | ২ নং, এ, কে, সেন লেন, নীচ তলা, ওয়ারী, সুত্রাপুর, ঢাকা |
| ৭৭৭ | ২৫২৭৬ | মোঃ হাসিবুর রহমান | দেলোয়ার হোসেন | গ্রাম: উত্তরকানাইপুর, ইউনিয়ন: আলিনগর, উপজেলা: কালকিনি, জেলা: মাদারীপুর। | গ্রাম: উত্তরকানাইপুর, ইউনিয়ন: আলিনগর, উপজেলা: কালকিনি, জেলা: মাদারীপুর। |
| ৭৭৯ | ২৫৩১৯ | রানা তালুকদার | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | উত্তরা আজমপুর, কাচাবাজার ডাইনের জামতলা, ঢাকা | উত্তরা আজমপুর, কাচাবাজার ডাইনের জামতলা, ঢাকা |
| ৭৮০ | ২৫৩৪২ | রমিজ উদ্দিন আহম্মেদ | এ কে এম রকিবুল আহমেদ | ৩৮, লোলিত মোহন লেন, শিবপুর, ওয়ার্ড নং-২৩, লালবাগ, ঢাকা | বাসা ৭৭, নীলাম্বর সাহা রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা |
| ৭৮১ | ২৫৩৪৪ | মোঃ সাগর | আব্দুল সাত্তার | ২৭/১৫ মৌলভীরটেক, খিলগাঁও, রামপুরা, ঢাকা | ২৭/১৫ মৌলভীরটেক, খিলগাঁও, রামপুরা, ঢাকা |
| ৭৮৫ | ২৫৯০৬ | মোঃ রাসেল গাজী | মোঃ বেলায়েত গাজী | গাজীরচাট, মধ্যপাড়া, উত্তর গাজীর চাট, ১৩৪৯, ধামসোনা, সাভার, ঢাকা। | গাজীরচাট, মধ্যপাড়া, উত্তর গাজীর চাট, ১৩৪৯, ধামসোনা, সাভার, ঢাকা। |
| ৭৮৬ | ২৫৯১৪ | মোঃ শ্রাবন গাজী | মোঃ মান্নান গাজী | সন্দীপ ডেইরী ফার্ম, ১৩৪১, পাথালিয়া, সাভার, ঢাকা | সন্দীপ ডেইরী ফার্ম, ১৩৪১, পাথালিয়া, সাভার, ঢাকা |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭৮৭ | ২৫৯৩২ | হৃদয় হোসেন | শাহ আলম | রাজারচর, আজগর হাওলাদার কান্দি, শিবচর, মাদারীপুর | রাজারচর, আজগর হাওলাদার কান্দি, শিবচর, মাদারীপুর |
| ৭৮৯ | ২৬০৮০ | মোঃ জোনায়েদ | আনোয়ার হোসেন | মিল্ক ভিটা, সেকঃ ১০, ব্লক-ডি, সেনপাড়া পর্বতা, ওয়ার্ড নং-০৩(পার্ট), পল্লবী, ঢাকা | দক্ষিন মির্জা নগর, আমীরগঞ্জ, রায়পুরা, নরসিংদী |
| ৭৯০ | ২৬১২৫ | লিটন হাসান | মোঃ হাফিজ | সেকশন ১২, ব্লক ডি, লেন-১১, বাসা-৫০, মিরপুর, ঢাকা। | সেকশন ১২, ব্লক ডি, লেন-১১, বাসা-৫০, মিরপুর, ঢাকা। |
| ৭৯২ | ২৬১৫৬ | শাহারিয়ার খান আনাস | শাহরিয়ার খান পলাশ | ৮৮/১ দিনোনাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা। | ৮৮/১ দিনোনাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা। |
| ৭৯৩ | ২৬১৫৯ | নাদিমুল হাসান এলেম | শাহ আলম | চর কালিগঞ্জ, রউফ নগর, শুভাঢ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা | চর কালিগঞ্জ, রউফ নগর, শুভাঢ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা |
| ৭৯৯ | ২৬২০৩ | মোঃ মনসুর মিয়া | একলাল কোং | ২৩/২, বছিলা, ওয়ার্ড নং-৩৩(পার্ট), হাজারীবাগ, ঢাকা | ২৩/২, বছিলা, কাটাসুর, হাজারীবাগ, ঢাকা |
| ৮০০ | ২৬২৪৭ | শাফাকাত রাহমান | মোঃ সাকিবুর রহমান চৌধুরী | গুরিপুর, আশুলিয়া, ঢাকা। | গুরিপুর, আশুলিয়া, ঢাকা। |
| ৮০৬ | ২৮৪৬৩ | মোঃ রায়হান | সালাউদ্দিন | পূর্ব চড়াইল, কালিন্দী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। | কলতা বাজার, কোতয়ালী, ঢাকা। |
| ৮০৮ | ৩০১৯০ | শাহ মাসুদুর রাহমান জনি | মোঃ জাবাল হোসাইন | ২৬৯ কোনপাড়া, ডাকঘর-পোড়াগ, ১৩২৬, ডেমরা, ওয়ার্ড-৬৪, জোন-৯, ঢাকা। | ২৬৯ কোনপাড়া, ডাকঘর-পোড়াগ, ১৩২৬, ডেমরা, ওয়ার্ড-৬৪, জোন-৯, ঢাকা। |
| ৮০৯ | ৩০১৯১ | এস. এম. সারফুদ্দিন | শরিফ মিয়া | এইচ-৩৫, হাজী আব্দুল্লাহ শোরকার লেন, বংশাল, ঢাকা। | এইচ-৪৫, আজিজলেন, ডাকঘর: ১২১১, লালবাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। |
| ৮১০ | ৩০১৯৭ | মোঃ সানি | মোঃ শাহিদ | নবদা হাউজিং, লোহারগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। | তালাব ক্যাম্প, লেন-১৪, এভিনিউ-০৩, ব্লক-বি, সেকশন-১১, মিরপুর-১২৬, ওয়ার্ড নং-০৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, পল্লবী, ঢাকা। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮১২ | ৩০২১২ | মোঃ সাকিব হাসান | মর্তুজা আলম | ৫৪/২, কাজলারপাড়, মাতুয়াইল, ওয়ার্ড নং-৬৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা | ৫৪/২, কাজলারপাড়, মাতুয়াইল, ওয়ার্ড নং-৬৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা |
| ৮১৩ | ৩১৫৯৩ | সাইফুল ইসলাম শান্ত | মোঃ আব্দুল মতিন | ১১৩, ১১৩ নং মীর হাজীর বাগ, ওয়ার্ড নং-৫১ (পার্ট), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। | ১১৩, ১১৩ নং মীর হাজীর বাগ, ওয়ার্ড নং-৫১ (পার্ট), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। |
| ৮১৪ | ৩১৭৯০ | মোঃ নাদিম | শেখ সামসুল হক | ২৫, এভিনিউ-৩, সেকশন-১, ব্লক-জি, ওয়ার্ড নং-০৮, শাহ্ আলী, ঢাকা। | ২৫, এভিনিউ-৩, সেকশন-১, ব্লক-জি, ওয়ার্ড নং-০৮, শাহ্ আলী, ঢাকা। |
| ৮১৬ | ৩১৮০৮ | মোঃ মাহাদী হাসান পান্থ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | বেপারী বাড়ি, কুমারভুগ, কুমারভুগ কুমারভোগ, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ। | বেপারী বাড়ি, কুমারভুগ, কুমারভুগ কুমারভোগ, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ। |
| ৮১৮ | ৩২৯৫৪ | তাওহিদুল আলম জিসান | আলমগীর মোল্লা | ৮৪৫ মিঠাব মাছুমাবাদ, ভূলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। | ৮৪৫ মিঠাব মাছুমাবাদ, ভূলতা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। |
| ৮২১ | ৩৩৫৩৯ | মোঃ ইসমাইল | জসিম | নবীনগর ৩ নং রোড, হকের সামনে, ঢাকা উদ্দ্যান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। | জগন্নাথপুর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
| ৮২৬ | ৩৪৬৮১ | মোঃ আরাফাত হসাইন | মোঃ শহীদুল ইসলাম | পাকুরিয়া, বাইলজুরী, বাদালদি-১২৩০, তুরাগ, ওয়ার্ড-৫২, অঞ্চল-০৬, ঢাকা | পাকুরিয়া, বাইলজুরী, বাদালদি-১২৩০, তুরাগ, ওয়ার্ড-৫২, অঞ্চল-০৬, ঢাকা |
| ৮২৭ | ৩৪৭৪৭ | সাইফ আরাফাত শরীফ | মোঃ কবির হোসেন | মদিনা মসজিদের গলি, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা | কদমির চর, কালাপাহাড়িয়া, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ |
| ৮২৮ | ৩৪৯৩০ | মোঃ তাইজুল ইসলাম | মোঃ আকবর আলী | আলী নূর রিয়েল এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | আলী নূর রিয়েল এস্টেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা |
| ৮২৯ | ৩৪৯৭৫ | রাসেল মিয়া | আবুল কাসেম | ধোলাইপাড় কবর স্থান, ২৮৫/৬, দক্ষিন যাত্রাবাড়ি, ঢাকা | ধোলাইপাড় কবর স্থান, ২৮৫/৬, দক্ষিন যাত্রাবাড়ি, ঢাকা |
| ৮৩০ | ৩৫১৭০ | মোঃ রেজাউল করিম | মোঃ ইমাম আলী | বাড়ি নং-১৯২, রাস্তা: ওয়াবদা রোড়, পশ্চিম রামপুরা, খিলগাঁও, ঢাকা | বাড়ি নং-১৯২, রাস্তা: ওয়াবদা রোড়, পশ্চিম রামপুরা, খিলগাঁও, ঢাকা |
| ৮৩২ | ৩৫৪৪৮ | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | আব্দুল সাত্তার | ভাদাইল, গণকবাড়ী, ধামসোনা-১৩৪৯, সাভার, ঢাকা | ভাদাইল, গণকবাড়ী, ধামসোনা-১৩৪৯, সাভার, ঢাকা |
| ৮৩৩ | ৩৫৫৬২ | আশরাফুল ইসলাম অন্তর | মিজানুর রহমান | ডেমরা বাশের পুল, সালামবাগ, ঢাকা | বানিয়াল, আশলিরচর, মুন্সিগঞ্জ |
| ৮৩৪ | ৩৫৮১০ | মোঃ জসিম | ফাইজ উদ্দিন | মনসুর আলীর বাড়ি, মফিজ কমিশনার রোড, আরিচপুর, মন্ননগর-১৭১০, গাজীপুর সদর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর | মনসুর আলীর বাড়ি, মফিজ কমিশনার রোড, আরিচপুর, মন্ননগর-১৭১০, গাজীপুর সদর, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর |

# গেজেট থেকে শহিদদের তালিকা (বিবিধাংশ)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

**গেজেট অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩**—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে যেসব শহিদদের স্থায়ী ঠিকানায় জেলা-উপজেলার উল্লেখ নেই, সেইসব শহিদদের নামের তালিকা বিবিধাংশে তুলে ধরা হলো:

| গেজেট নং | মেডিক্যাল কেস আইডি | শহীদের নাম | পিতার নাম | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪৮২ | ২২৫৪৭ | মোঃ জাকির হোসেন রানা | মোঃ জামাল উদ্দিন | মাওনা কপাটিয়া পাড়া | মাওনা কপাটিয়া পাড়া |
| ৪৯১ | ২২৫৫৮ | বদিউজ্জামান | মোঃ আব্দুল কাইয়ুম | ভূতছড়া, মাঝাপাড়া, কাউনিয়া | ভূতছড়া, মাঝাপাড়া, কাউনিয়া |
| ৫২৭ | ২২৬০৮ | মোঃ আরাফাত হোসেন আকাশ | মোঃ আকরাম | নুরুজ্জামান মার্চেন্ট বাড়ি, ওয়াসেকপুর, অম্বরনগর ইউনিয়ন | নুরুজ্জামান মার্চেন্ট বাড়ি, ওয়াসেকপুর, অম্বরনগর ইউনিয়ন |
| ৫৩৬ | ২২৬১৮ | মোহাম্মদ সজিব | মো সালা উদ্দিন | আলিম উদ্দিন বাড়ি, লাউতলা, রসুলপুর ইউনিয়ন | আলিম উদ্দিন বাড়ি, লাউতলা, রসুলপুর ইউনিয়ন |
| ৫৪৪ | ২২৬২৮ | তানভীর হোসেন মাহমুদ | মাওলানা গিয়াসউদ্দিন | গিয়াসউদ্দিনের বাড়ি, হোসেনপুর, ৪ নং বারগাও ইউনিয়ন | গিয়াসউদ্দিনের বাড়ি, হোসেনপুর, ৪ নং বারগাও ইউনিয়ন |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৪৮ | ২২৬৩২ | মাঈন উদ্দিন প্রকাশ ইয়াসীন | মৃত আব্দুর রাজ্জাক | রফিক মাস্টারের বাড়ি, শিমুলিয়া | রফিক মাস্টারের বাড়ি, শিমুলিয়া |
| ৫৫১ | ২২৬৩৫ | মোঃ আহম্মেদ আব্দুল্লাহ | মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান | হক টাওয়ার, আলমদিনা রোড, গোবিন্দপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২৩৬ | দৌলতপুর, রসুলপুর, মিঠাপুকুর |
| ৫৫৭ | ২২৬৪১ | ফারুক হোসেন | আব্দুল হাই | রামানন্দি, ৬ নং ওয়ার্ড, চরমটুয়া ইউনিয়ন | রামানন্দি, ৬ নং ওয়ার্ড, চরমটুয়া ইউনিয়ন |
| ৫৬০ | ২২৬৪৪ | নূর হোসেন পিয়াস | বাবর মিয়া | জালাল মেম্বার বাড়ি, রতনপুর, নোয়ান্নই, ইউনিয়ন | জালাল মেম্বার বাড়ি, রতনপুর, নোয়ান্নই ইউনিয়ন |
| ৫৭৩ | ২২৬৬৪ | ইয়াছিন | লালু মিয়া | সাং-দেউলা, ৫ নং ওয়ার্ড | সাং-দেউলা, ৫ নং ওয়ার্ড |
| ৬২৫ | ২২৭৪৩ | আব্দুল কাইয়ুম আহাদ | মোঃ আলা উদ্দিন | মোরশেদ আলম চেয়ারম্যান বাড়ি, ৩ নং ওয়ার্ড, নরোত্তমপুর ইউনিয়ন | মোরশেদ আলম চেয়ারম্যান বাড়ি, ৩ নং ওয়ার্ড, নরোত্তমপুর ইউনিয়ন |
| ৬৩০ | ২২৭৫০ | মোঃ রুবেল | মোঃ সেলিম | সদরবাড়ি, ৬ নং ওয়ার্ড মীরওয়ারিশপুর | সদরবাড়ি, ৬ নং ওয়ার্ড মীরওয়ারিশপুর |
| ৬৩৯ | ২২৭৬৫ | ইফাত হাসান খন্দকার | রবিউল আমিন খন্দকার | আলমপুর খন্দকার বাড়ি, ৬ নং ওয়ার্ড, রাজগঞ্জ ইউনিয়ন | আলমপুর খন্দকার বাড়ি, ৬ নং ওয়ার্ড, রাজগঞ্জ ইউনিয়ন |
| ৬৫৫ | ২২৭৮২ | মোঃ ওসমান গণী পাটওয়ারী | মোঃ আবদুর রহমান | গ্রাম-দক্ষিণ রায়পুর, পোঃ দক্ষিণ রায়পুর, মহরম পাটওয়ারী বাড়ী। | গ্রাম-দক্ষিণ রায়পুর, পোঃ দক্ষিণ রায়পুর, মহরম পাটওয়ারী বাড়ী। |
| ৬৫৬ | ২২৭৮৩ | আব্দুল মোতালেব | আব্দুল মতিন | বড় নেওয়াজপুর, ৫ নং ওয়ার্ড, আলাইয়ারপুর ইউনিয়ন | বড় নেওয়াজপুর, ৫ নং ওয়ার্ড, আলাইয়ারপুর ইউনিয়ন |
| ৮২৩ | ৩৪৩৭৪ | বশির সরদার | সেকান্দার সরদার | খলিশাখালী, বদরপুর, ওয়ার্ড-৬ | খলিশাখালী, বদরপুর, ওয়ার্ড-৬ |

# হবিগঞ্জে কোটা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবিতে হবিগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থীরা। ৯ই জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১১টায় শহরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে এ বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিক্ষোভ মিছিলটি শহর প্রদক্ষিণ শেষে বৃন্দাবন সরকারি কলেজে গিয়ে শেষ হয়। সজীব মিয়ার সভাপতিত্বে ও হবিগঞ্জ জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ মোহাম্মদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য দেন হবিগঞ্জ জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক আনাছ মোহাম্মদ, সুশান্ত দাস গুপ্ত, ধীরেন্দ্র মল্লিক, নাঈম আহমেদ ও ফয়সল মিয়া প্রমুখ।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে কোটা বাতিলের দাবি জানান। অন্যথায় সারাদেশে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। পরে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এসময় শিক্ষার্থীরা 'মেধা না কোটা? মেধা মেধা'; 'এই বাংলায় হবে না, বৈষম্যের ঠিকানা'; 'সংবিধানের মূল কথা, সুযোগের সমতা'; '৭১-এর বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে'; 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে'; 'সংগ্রাম না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ'; 'আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন'; 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার'; 'মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার, গর্জে ওঠো আরেকবার'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

*[সূত্র: দৈনিক কালবেলা, ৯ই জুলাই ২০২৪]*

# বৃষ্টি উপেক্ষা করে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ

সরকারি চাকরিসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্যমূলক কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। ১০ই জুলাই বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনের সড়ক অবরোধ করে রাখে তারা। এসময় বৃষ্টি শুরু হলেও কর্মসূচি স্থল ছাড়েনি শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এ সড়ক অবরোধের কারণে রাস্তার দু'পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। দুপুর আড়াইটায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলমান রয়েছে। এর আগে সকাল সাড়ে দশটার দিকে ক্যাম্পাসের গোলচত্বরে অবস্থান নেয় শাবি শিক্ষার্থীরা। পরে ক্যাম্পাস ও আবাসিক হল এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে তারা। একপর্যায়ে মিছিলটি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে এসে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে। এসময় শিক্ষার্থীদের 'দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ'; 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার'; 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'মুক্তিযুদ্ধের মূল কথা, সুযোগের সমতা'; 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে'; 'কোটা না মেধা, মেধা মেধা' প্রভৃতি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক শাবিপ্রবির রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী আসাদুল্লাহ গালিব বলেন, সাধারণ মানুষ যেভাবে আমাদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বাংলা ব্লকেড কর্মসূচির অংশ হিসেবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ থাকবে। তবে জরুরি পরিষেবা এবং অ্যাম্বুলেন্সকে আওতায় বাহিরে রাখা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি সেবার পরিবহণগুলো চলাচল করতে পারছে। তিনি আরও বলেন, নির্বাহী বিভাগ থেকে যতদিন পর্যন্ত দাবি মানার ঘোষণা না আসবে, ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাব।

[সূত্র: *সমকাল*, ১০ই জুলাই ২০২৪]

# মৌলভীবাজারে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

চলমান কোটা সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্দোলনকে সমর্থন করে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই জুলাই বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের প্রধান ফটকের সামনে সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী নাজির ইমরানের সভাপতিত্বে এবং রাজিব সূত্রধরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখবেন বিশ্বজিৎ নন্দী, রিয়াজুল আহমেদ, হিরন আহমেদ, সঞ্জীব দেব, মো. সালাউদ্দীন।

শিক্ষার্থীরা চরম বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি জানান। পাশাপাশি পিএসসি'র প্রশ্নফাঁসসহ সকল প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার এবং চাকরিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানান।

*[সূত্র: মৌলভীবাজার২৪.কম, ১০ই জুলাই ২০২৪]*

# শাবিপ্রবিতে শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

দেশের বিভিন্ন স্থানে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা মশাল মিছিল করেছেন। ১২ই জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে এই মশাল মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। এতে প্রায় ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল চত্বরে অবস্থান নেন। পরে সেখান থেকে মশাল মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে এসে অবস্থান নেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন শিক্ষার্থী আসাদুল্লাহ আল গালিব, মাহবুবুর রহমান, ফয়সাল আহমেদ, সুইটি আক্তার, হাফিজুর রহমান ও নূর মো. বায়েজীদ।

শিক্ষার্থীরা বলেন, কয়েকদিন ধরে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং ঢাকাতে পুলিশ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এই মশাল মিছিলের মাধ্যমে তারা পুলিশ প্রশাসনকে সর্তক করে দিতে চান যে, এর পরে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হলে তারা আরও কঠোর অবস্থানে যেতে বাধ্য হবেন।

বক্তারা আরও বলেন, পুলিশি হামলায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মেরুদণ্ড ভাঙেনি বরং মেরুদণ্ড আরও শক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সাক্ষী, ছাত্র আন্দোলন কখনোই ব্যর্থ হয়নি। এবারও শিক্ষার্থীরা সফল না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাবে না।

সরকারি চাকরিতে নিয়োগসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্যমূলক কোটা বাতিলের দাবিতে গত চারদিন সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করেছেন শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা। ১১ই জুলাই বৃহস্পতিবার অবরোধের সময় পুলিশ বাধা দিলে শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে সড়ক অবরোধ করেন। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।

---

*[সূত্র: সমকাল, ১২ই জুলাই ২০২৪]*

# শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ

কোটা সংস্কারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার সাড়ে পাঁচটার দিকে আন্দোলনকারী সহস্রাধিক শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করেন। সন্ধ্যা ৬টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছিলেন।

এর আগে বিকেল চারটা থেকে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করতে থাকে। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে অবস্থান নিলেও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে এসে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীরা– 'দালালি না রাজপথ, রাজপথ, রাজপথ'; 'একাত্তরের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'কোটা না মেধা, মেধা মেধা' প্রভৃতি স্লোগান দেন।

সড়ক অবরোধকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং কোটা সংস্কারের দাবিতে তারা রাজপথে নেমেছেন। দাবি আদায় না হওয়ায় পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে তারা কর্মসূচি পালন করে যাবেন। কিন্তু কেউ যদি তাদের ওপর হামলা করে তাহলে এর জবাব দেওয়া হবে।

*[সূত্র: সমকাল, ১৬ই জুলাই ২০২৪]*

# হবিগঞ্জে পুলিশকে হটিয়ে সড়কের দখল শিক্ষার্থীদের

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হটিয়ে দিয়ে হবিগঞ্জের সড়কে অবস্থান নেয় কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার দিনভর আন্দোলন শেষে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তারা জেলা শহরের প্রধান সড়কে কোটা সংস্কারের দাবিতে মিছিল করে। এর আগে বেলা ১১টা থেকেই ছাত্রছাত্রীরা জেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিল। একই সময় মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড ও সরকার দলীয় কিছু নেতা-কর্মীও সড়কে অবস্থান নিতে যায়।

টাউন হল রোডে দুপক্ষ মুখোমুখি হলে পুলিশ সেখানে ব্যারিকেড দেয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা পুলিশকে হটিয়ে এগিয়ে যায়। এসময় মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা স্লোগান দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এদিকে, দুপুর ১২টার দিকে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে জেলা সদরের শায়েস্তানগর এলাকায় পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পরবর্তীতে দুপুর ১টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেধে যায়।

বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত থেমে থেমে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরাও ঘটনাস্থলে আসে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলাকালে শহরের প্রধান সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। কিছু সংখ্যক ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল করলেও সংঘর্ষের সময় আতঙ্কে তারা শহর ছেড়ে যায়। পুলিশ দাবি করছে, বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতি করেছে। এতে অন্তত ১৫ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অজয় চন্দ্র দেব *বাংলানিউজকে* বলেন, শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করতে থাকলে আমরা তাদের পাশেই ছিলাম। তারা শান্তিপূর্ণ মিছিল করছিল। কিন্তু বিএনপির নেতা-কর্মীরা এসে থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের পক্ষ থেকে এক হাজারের বেশি টিয়ারশেল এবং রাবার বুলেট নিক্ষেপ করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

*[সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৮ই জুলাই ২০২৪]*

# শাবিপ্রবির মূল ফটককে ‘শহিদ রুদ্র তোরণ’ নাম দিলেন আন্দোলনকারীরা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) মূল ফটককে ‘শহিদ রুদ্র তোরণ’ নামকরণের ঘোষণা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। ২৬শে জুলাই শুক্রবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে আন্দোলনকারীরা জমায়েত হয়ে এ ঘোষণা দেন। এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শাবিপ্রবি সমন্বয়ক আসাদুল্লাহ আল গালিবের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনের এলাকা, দোকান ও বাসাবাড়িতে আন্দোলন এবং দাবির পক্ষে গণসংযোগ করে লিফলেট বিতরণ করেন তারা।

রুদ্র সেন শাবিপ্রবির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স (সিইপি) বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। গত ১৮ই জুলাই দুপুরে রুদ্র কোটা সংস্কার আন্দোলনে যোগ দেন। এসময় তিনি আহত হন। পরে বন্ধুদের সঙ্গে মেসে যান।

এদিকে বিকেল থেকে সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। আতঙ্কে সন্ধ্যায় মেস ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যাবার সময় খাল পার হতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যান রুদ্র। পরে শিক্ষার্থীরা তাকে শহিদ হিসেবে ঘোষণা করেন।

দুপুর আড়াইটার দিকে ২০ থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী শাবিপ্রবির মূল গেটে ‘শহিদ রুদ্র তোরণ’ লেখা সংবলিত একটি প্ল্যাকার্ড বেঁধে দেন। এরপর সেখানে কয়েকজন বক্তব্য দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন, সমাজকর্ম বিভাগের আজাদ শিকদার, গণিত বিভাগের হাফিজুল ইসলামসহ আরও অনেক শিক্ষার্থী।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শাবিপ্রবি সমন্বয়ক আসাদুল্লাহ আল গালিব *সমকালকে* বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে রুদ্র সেন শহিদ হয়েছেন। আমরা তার নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের নামকরণ ঘোষণা করছি। কাগজের এই লেখা কেউ ছিঁড়ে ফেললে আমরা আবারও রক্ত দিয়ে লিখে রেখে আসব একই নাম। রুদ্র মরে গিয়েও আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে চিরকাল। সারাদেশের শহিদদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেব না। যদি ছাত্রসমাজের নয় দফা দাবি মেনে নেওয়া না হয়, আমরাও শহিদদের রক্তের ওপর দিয়ে কোনো সংলাপে যাব না।

*[সূত্র: সমকাল, ২৬শে জুলাই ২০২৪]*

# দেয়াল লিখন-গ্রাফিতিতে শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

*নুরলদীনের সারাজীবন* বইয়ে সৈয়দ শামসুল হক লিখেছিলেন, 'হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই। /এক নুরলদীন চলি যায়, হাজার নুরলদীন আসিবে বাংলায়। /এক নুরলদীন যদি মিশি যায়, /অযুত নুরলদীন য্যান আসি যায়, /নিযুত নুরলদীন য্যান বাঁচি রয়।'

কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। এরপর দেশব্যাপী ছাত্রদের জাগরণ ইতিহাসের সেই নুরলদীনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সারাদেশের শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকারের দাবিতে রাজপথে নেমেছিল। সেই আবু সাঈদের হাত উঁচিয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়ার গ্রাফিতি এঁকে তার পাশে শিক্ষার্থীরা লিখেছেন, 'বুকের মাঝে অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর।'

২৮শে জুলাই রবিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) মূল ফটকের দেয়ালে এই গ্রাফিতি এঁকেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দেয়াল লিখন এবং গ্রাফিতিতে স্থান পেয়েছে ছাদে গিয়ে গুলিতে নিহত ছোট্ট রিয়ার কথাও। অনেকগুলো বেলুন হাতে রিয়ার গ্রাফিতির পাশে লেখা– 'দেশ স্বাধীন হলে আমরা আবার ছাদে উঠবো।' এসব গ্রাফিতিতে যেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিবাদ আর ক্ষতের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে। গ্রাফিতি ছাড়াও তারা দেয়াল লিখন লিখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনের দেয়ালে আবু সাঈদের মায়ের সেই আর্তনাদ– 'হামার বেটাক মারলু ক্যা?' লেখার পাশেই শিক্ষার্থীদের দাবি– 'বিচার চাই, বিচার চাই' লেখা।

এদিকে ফটকের দুই পাশের দেয়ালে শিক্ষার্থীরা লিখেছেন– 'রক্ত দেখলে বাড়ছে সাহস'; 'ছাত্র যদি ভয় পাইতো বন্দুকের গুলি, উর্দু থাকতো রাষ্ট্রভাষা, উর্দু থাকতো বুলি'। শুধু দেয়াল নয়, তারা শাবিপ্রবির গেটের রাস্তায় পিচের উপরে লিখেছেন– 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাষ্ট্র কারো বাপের না'; 'তুমি কে? আমি কে? বিকল্প, বিকল্প।'

শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা অন্যায় নিয়ে কথা বলতে গেলেই এক শ্রেণির মানুষ বলে বিকল্প দেখান। তাদের জবাব দেওয়ার জন্যই আমাদের সেই স্লোগানটা এখানে লেখা। এছাড়াও আমাদের প্রতিটি দেয়াল লিখন এবং গ্রাফিতি আমাদের প্রতিবাদের প্রতিচ্ছবি।

এদিকে শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আঁকাআঁকিতে অংশ নিয়েছেন এবারের এইচএসসি পরীক্ষার্থী আল আমিন হামজা এবং মোস্তাকিম। হামজা বলেন, আমার স্কুলের বন্ধু সুহার্ত ঢাকায় পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। এখন এই দিনগুলোতে ঘরে বসে থাকতে নিজের কাছে লজ্জা লাগছিল, তাই ভাইদের সঙ্গে গ্রাফিতি আঁকছি।

মোস্তাকিম আরও বলেন, রংপুরে আবু সাঈদ ভাইকে গুলি করে হত্যা করল, সব জায়গায় হামলা চালালো। শেষে ছাত্রদের দমাতে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিলো। এভাবে কখনোই ছাত্র আন্দোলন দমানো যায় না। আমরা আমাদের ভাই হত্যার বিচার চাই।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শাবিপ্রবি শাখার সমন্বয়ক আসাদুল্লাহ আল গালিব *সমকালকে* বলেন, এখন আমাদের সব মামলা তুলে নিতে হবে। আটক এবং গ্রেপ্তার সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। সরকারের সব পেটুয়া বাহিনী; যারা হত্যার সঙ্গে জড়িত, তাদের অব্যাহতি দিয়ে মামলা করে গ্রেপ্তার করতে হবে। আর আমাদের ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম চলে। এছাড়াও পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আমরা আজকে গ্রাফিতি এবং দেয়াল লিখন লিখছি।

*[সূত্র: সমকাল, ২৯শে জুলাই ২০২৪]*

# অভিভাবকদের নিয়ে সড়কে নামলেন শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীরা

সমন্বয়কদের 'জিম্মি' করে বিবৃতি আদায়ের প্রতিবাদ, দেশজুড়ে শিক্ষার্থীদের গুম ও গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং ছাত্র-জনতার হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। ২৯শে জুলাই সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক ও সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এসময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সিলেটের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরও কর্মসূচিতে যোগ দেন।

জানা গেছে, সোমবার বিকেল ৩টা ২০ মিনিটের দিকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি শাবিপ্রবির মূল ফটকের সামনের গিয়ে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে। এসময় শিক্ষার্থীদের হাতে 'শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি' লেখা সংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

বিক্ষোভকালে তারা 'ক্যাম্পাসে পুলিশ কেন? প্রশাসন জবাব দাও'; 'গুলি করে আন্দোলন, বন্ধ করা যাবে না'; 'আমার ভাই শহিদ কেন, প্রশাসন জবাব দাও'; 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার'; 'দালালি না রাজপথ? রাজপথ, রাজপথ'; 'খুনি তোদের রক্ষা নাই, খুন হয়েছে আমার ভাই' প্রভৃতি স্লোগান দেয়।

এদিকে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি ঘিরে আগে থেকে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয় এবং শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময় গেইটের ভেতরের দিকে পুলিশ, বিজিবি, ক্রাইসিস রেসপন্স টিমের (সিআরটি) সদস্যরা অবস্থান করছিল।

আন্দোলনরত শাবিপ্রবি শিক্ষার্থী ফয়সাল আহমেদ বলেন, আমরা খুনির কাছে খুনের বিচার চাওয়ার জন্য এখানে আসিনি। জহির রায়হান লিখেছিলেন– 'সাহেব কারাগার বড়ো করেন, আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।' সরকার তোমাকে বলি, সারা বাংলাদেশ কারাগার বানিয়ে ফেলো। নয়তো জায়গা দিতে পারবা না। তিনি আরও বলেন, দেশে গণহত্যার হিড়িক চলছে। নির্বিচারে গুলি করছে। আমাদের সমন্বয়কদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। যদি এগুলো বন্ধ না হয়, যদি ৯ দফা বাস্তবায়ন না হয়, তাহলে ছাত্রসমাজে এক দফা দিবে।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অভিভাবক শরীফা বেগম *সমকালকে* বলেন, বাচ্চারা আন্দোলন করছে। তাদের এভাবে দেখে ঘরে বসে থাকতে পারি না। তাই তাদের সঙ্গে একাত্মতা জানানোর জন্য আমি মিছিলে এসেছি। বাচ্চাদের পাখির মতো গুলি করে মারা হলো। এটা বেদনাদায়ক। সরকারের উচিত তাদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া এবং দেশ পরিচালনার জন্য ন্যায্য একটা ব্যবস্থা করা। মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিক্ষোভ করে তাদের কর্মসূচি সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এর আগে শিক্ষার্থীরা বক্তব্য দেন।

*[সূত্র: সমকাল, ২৯শে জুলাই ২০২৪]*

# শোক প্রত্যাখ্যান করে হবিগঞ্জে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ছাত্র হত্যা, নিপীড়ন ও হয়রানির ঘটনায় সরকার ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোক প্রকাশের ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করেন হবিগঞ্জের শিক্ষার্থীরা। তারা চোখে ও মুখে লাল কাপড় বেঁধে দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের হত্যা, গুলি চালিয়ে আহত করার প্রতিবাদ জানান। ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় শহরের বসন্ত কুমারী গোপাল চন্দ্র (বিকেজিসি) সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রীরা এ কর্মসূচি পালন করেন। কর্মসূচিতে বসন্ত কুমারী গোপাল চন্দ্র সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ছাড়াও হবিগঞ্জ সরকারি বৃন্দাবন কলেজ, হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, হবিগঞ্জ শচীন্দ্র কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা অংশ নেন।

এসময় তাদের হাতে 'মোর ছাওয়ালকে মারলু ক্যানে?'; 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয়'; 'অদ্য ধ্বংসের মুখোমুখী আমরা' লেখা সংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। তবে কর্মসূচিতে তাদের কোনো বক্তৃতা পর্ব ছিল না।

কর্মসূচিতে অংশ নেন হবিগঞ্জ সরকারি বৃন্দাবন কলেজ, হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, শচীন্দ্র ডিগ্রি কলেজসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও। তারা প্রায় ৩০ মিনিট অবস্থান নেন। এরপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তারা কর্মসূচি সমাপ্ত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

*[সূত্র: আরটিভি নিউজ, ৩০শে জুলাই ২০২৪]*

# শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইলেন শাবিপ্রবি শিক্ষকরা

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর সারাদেশে নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষকরা। এ লক্ষ্যে ৩১শে জুলাই বুধবার ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ র‍্যালি ও প্রধান ফটকে সংহতি সমাবেশ করে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষকরা।

জানা যায়, এদিন বেলা ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেতনা একাত্তর থেকে প্রতিবাদ র‍্যালি বের করেন শিক্ষকরা। র‍্যালিতে প্রায় ৬০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ নেন। প্রতিবাদী র‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিলো রোড হয়ে প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে সংহতি সমাবেশ করেন। শিক্ষকদের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেওয়ার আগে সেখানে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।

সমাবেশে অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, আমাদের ছাত্রদের এখন গবেষণায় মনোনিবেশ করার কথা। কিন্তু তারা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা কি স্মাগলার? তারা কি মানুষ খুনি? তারা কি সরকার পতনের আন্দোলন করেছে? তারা তাদের অধিকার চেয়েছে। সুতরাং এই দেশে বিচার স্ট্যাবলিশ করতে হবে। কেউ যদি অপরাধ করে থাকে তাদের দোষ স্বীকার করতেই হবে। না করা পর্যন্ত প্রতিবাদ চলবে। আমরা সংহতি জানাই ছাত্রদের সঙ্গে। এই দেশ আমরা নতুন করে গড়ব। অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত সমাবেশে বলেন, যে হত্যাকাণ্ড দেখলাম তারা কি সন্ত্রাস ছিল? সবাই কি আন্দোলনকারী ছিল? কেউ ছাদে খুন হয়েছে, ছোটো বাচ্চাটা ঘরে খুন হয়েছে— এটার বিচার না হলে এই দেশ কুরুক্ষেত্র হবে। কোনো আইনশৃঙ্খলা থাকবে না। আমরা এই হত্যার বিচার চাই।

সহযোগী অধ্যাপক রাজিক মিয়া বলেন, শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের স্পন্দন। এই স্পন্দনকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য আর একটা গুলিও ছুড়বেন না। শিক্ষার্থীদের ওপর যারা গুণ্ডা বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে, তাদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে। যদি বিচার করতে না পারেন তাহলে ওই কোলের শিশু, আবু সাঈদের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন।

তিনি আরও বলেন, কে ক্ষমতায় এল না এল তা আমাদের দেখার বিষয় না। আমরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে চাই, আমরা বিচার চাই, সরকারের ভেতরে থেকে যারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তাদের বিচার চাই, যারাই এই নাশকতার সাথে জড়িত তাদের সবার বিচার চাই। শেষে তিনি সকল শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান রেখে বলেন, সাঈদ এবং শিশু বাচ্চাদের রক্তের শপথ নিয়ে বলছি, ভাইয়েরা যখন যেই মুহূর্তে প্রয়োজন আপনারা সরকারের চিন্তা না করে, দলের চিন্তা না করে, দেশ এবং জাতির চিন্তা করে ঘর থেকে বের হয়ে আসবেন।

*[সূত্র: সমকাল, ৩১শে জুলাই ২০২৪]*

# কোটা আন্দোলনে হত্যা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সুনামগঞ্জে সাংস্কৃতিক সমাবেশ

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী শিক্ষার্থী-জনতা হত্যা, নির্বিচারে মামলা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়েছে সুনামগঞ্জের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলো। গানে, কবিতায় ও বক্তব্যে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশ করে তারা।

১লা আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে এই প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে সুনামগঞ্জের সর্বস্তরের সামাজিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা। পাশাপাশি সংহতি জানিয়ে যোগ দেন আইনজীবী, সাংবাদিক, সচেতন নাগরিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। গান আর কবিতার ফাঁকে ফাঁকে চলে প্রতিবাদী বক্তব্য।

বক্তারা বলেন, একটি স্বাধীন দেশে এত মৃত্যু দেখে কেউ চুপ করে থাকতে পারে না। চোখ বন্ধ করলেই লাশগুলো দেখতে পাই। রক্ত দিয়ে আনা স্বাধীন দেশে এমন মৃত্যু কাম্য নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে আর একটি নিরীহ প্রাণও যেন না ঝরে সেই দাবি জানান বক্তারা। একই সঙ্গে হত্যাকারীদের তদন্তের মাধ্যমে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। সমাবেশে আইনজীবী ও সচেতন নাগরিক খলিল রহমান, নাজমা খানম, শিক্ষক কানিজ সুলতানা, রাজু আহমেদসহ সুনামগঞ্জের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সংগঠক, কর্মী, শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

*[সূত্র: সমকাল, ১লা আগস্ট ২০২৪]*

# হবিগঞ্জে মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। ৩রা আগস্ট শনিবার দুপুরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউমদা বাজারে রাগীব-রাবেয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে আশপাশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

এসময় শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সরকারের পদত্যাগ চেয়ে নানা স্লোগান দেন। আন্দোলন চলাকালে নবীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন দেলোয়ার, নবীগঞ্জ থানার ওসি মো. মাসুক আলীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ অবস্থান নেয়।

অবরোধকালে সাড়ে ৩ ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। এতে উভয় পাশে সহস্রাধিক যানবাহন আটকা পড়ে। পরে আন্দোলনকারীরা সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পরে বিকাল ৩টায় সড়ক স্বাভাবিক হয়। নবীগঞ্জ থানার ওসি মাসুক আলী জানান, কিছু শিক্ষার্থী মহাসড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

*[সূত্র: দৈনিক কালবেলা, ৩রা আগস্ট ২০২৪]*

# চুনারুঘাট থানা চত্বরে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে চুনারুঘাট কলেজে জড়ো হন হাজারো শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান সড়ক উত্তর বাজার ও কাঁচাবাজার ঘুরে থানা ফটকে অবস্থান নেন। এসময় সরকারের পদত্যাগ দাবি করে স্লোগান দেন। এতে সড়কের উভয় পাশে তিন ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সরেজমিন দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা সরকারের পদত্যাগ দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। তারা ব্যানার-ফেস্টুন ভেঙে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। মিছিল নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী। শহরের বিভিন্ন স্থানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা গেছে।

এদিকে ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল ৪ঠা আগস্ট রোববার ২০২৪ থেকে আগস্টজুড়ে রাজপথে থাকার সিদ্ধান্ত ছিল আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীর। কিন্তু রাজপথে তাদের দেখা মেলেনি। চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিল্লোল রায় *সমকাল* প্রতিবেদককে জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সজাগ। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

*[সূত্র: সমকাল, ৪ঠা আগস্ট ২০২৪]*

## বাংলাদেশ এবং OFID-এর মধ্যকার চুক্তি

বাংলাদেশ এবং OPEC Fund for International Development (OFID)-এর মধ্যে 'Strengthening Economic Management and Governance Program'-এর জন্য ৯৬.১০ মিলিয়ন ইউরো সমপরিমাণ ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের চুক্তি ২২শে এপ্রিল ২০২৫ তারিখে ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী এবং OFID-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট ড. আব্দুল হামিদ আল খলিফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বাজেট সহায়তার আওতায় প্রাপ্ত এই অর্থ সামষ্টিক আর্থিক সংস্কার এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হবে। ঋণের বার্ষিক সুদের হার ৬ মাসের ইউরিবোর+১.২০%। ঋণ পরিশোধকাল ৩ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ বছর।

উল্লেখ্য, OFID বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার। এটি ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছর থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশেষ করে সড়ক পরিবহণ এবং বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে।

**প্রতিবেদন: শারমিন ইসলাম**

# সিলেট নগরজুড়ে বিজয়ের উল্লাস
# ছাত্র-জনতার মিষ্টি বিতরণ

বিগত সরকার প্রধানের পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার খবরে সিলেটের রাজপথে নামেন উচ্ছ্বসিত জনতা। ভারী বর্ষণেও জনতা সেনাবাহিনীর সামনে রাস্তায় নেমে আসে। ৫ই আগস্ট সোমবার বিকেল ৩টার দিকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর আসে ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগের। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জাতির উদ্দেশে ভাষণের আগে সিলেট নগরের বিভিন্ন স্থানে সড়কে নেমে আসেন বিভিন্ন বয়সি মানুষ।

নগরীর জিন্দাবাজার, বন্দরবাজার, চৌহাট্টা, আম্বরখানা, সুবিদবাজার, মদীনা মার্কেট, লামাবাজার, সোবহানীঘাট, উপশহরসহ বিভিন্ন স্থানে মানুষ মিছিল নিয়ে বের হন। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিলকারীরা রাস্তায় উচ্ছ্বাস করতে থাকেন। এছাড়া নগরের মিরের ময়দান এলাকায় এক নারীকে মিছিলকারীদের মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা যায়।

দোকানিরা জানিয়েছেন, একেতো অসহযোগ আন্দোলনের কারণে দোকান বন্ধ ছিল। যে কারণে মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে সীমিত। এ অবস্থায় সিলেটের বিভিন্ন দোকানে গিয়েও মিষ্টি না পেয়ে খালি হাতে ফিরছেন আন্দোলনকারীরা।

*[সূত্র: দৈনিক করতোয়া, ৫ই আগস্ট ২০২৪]*

# সরকারের পদত্যাগে কমলগঞ্জে সর্বস্তরে বিজয়ের উল্লাস

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফলে ৫ই আগস্ট সোমবার ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ ও দেশ ত্যাগে দুপুরের পর থেকে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের ছাত্র-জনতাসহ সর্বস্তরে মানুষ বিজয় উল্লাস শুরু করে। শুরু হয়েছে মিষ্টি বিতরণের হিড়িক।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা। কয়েকটি স্থানে ভাঙচুর, পৌরসভা কার্যালয়ে গিয়ে মোরাল ভাঙচুর, উপজেলা চৌমুহনায় ময়না চত্বর, মাধবপুর ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে, উপজেলা ছাত্রলীগ কার্যালয় ও মুক্তিযোদ্ধা ভবনে ভাঙচুর করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, ছাত্র-জনতার দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সোমবার দুপুরের পর শিক্ষার্থী ও উৎফুল্ল জনতার বিজয় উল্লাস দেখা দেয়। মিছিলে মিছিলে কমলগঞ্জ ও শমশেরনগরে সয়লাব হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মিষ্টি বিতরণ করতেও দেখা যায়। পরে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল নিয়ে উপজেলা চৌমুহনায় ময়না চত্বর, মাধবপুর ইউপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়, উপজেলা ছাত্রলীগ কার্যালয় ও মুক্তিযোদ্ধা ভবনে ভাঙচুর করে। শমশেরনগর পুলিশ ফাঁড়িতে কয়েক দফা হামলার চেষ্টা করেন উত্তেজিত জনতা।

স্থানীয় শিক্ষার্থী মাহবুবু, সামিহা সুলতানা, শিক্ষক জমশেদ আলীসহ ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা জানান, দীর্ঘদিনের পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। অন্যায়ভাবে প্রতিপক্ষকে নির্যাতন, নিপীড়ন, মামলা ও হামলার আতঙ্ক, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় সবাই দিন কেটেছেন। কেউ মুখ খুলে কথা বলতে পারেননি। এখন তারা মুক্ত হয়েছেন। তবে বিভিন্ন স্থানে হামলার বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসিদের মোবাইলে কথা বলার চেষ্টা করলেও কেউ ফোন রিসিভ করেননি।

*[সূত্র: সিলেটভিউ২৪ডটকম, ৫ই আগস্ট ২০২৪]*

# হবিগঞ্জে হাজারও ছাত্র-জনতার বিজয় উল্লাস

চলমান আন্দোলনের ফলে বিগত সরকার প্রধানের পদত্যাগের ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ার পরপরই হবিগঞ্জ শহরের প্রধান সড়কে বিজয় উল্লাস করেছে হাজারও ছাত্র-জনতা। ৫ই আগস্ট সোমবার দুপুর আড়াইটার থেকে শুরু হওয়া বিজয় উল্লাস বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এসময় দেশের জাতীয় পতাকা হাতে নানা ধরনের স্লোগান দেন ছাত্র-জনতা। শহরের থানার মোড় থেকে টাউন হল সড়ক পর্যন্ত কানায় কানায় পূর্ণ ছিল সাধারণ ছাত্র-জনতায়। টাউন হল প্রাঙ্গণ হাজারো ছাত্র-জনতার স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এছাড়াও জাতীয় পতাকা হাতে কেউবা রিকশাযোগে আবার কেউবা মোটরসাইকেল যোগে ঘুরে বেরিয়েছে পুরো শহর। এসময় সড়কের দুপাশে দাঁড়িয়ে ছাত্র-জনতার সাথে বিজয় উল্লাস প্রকাশ করে অনেক নারী ও বৃদ্ধরা।

*[সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ই আগস্ট ২০২৪]*

# ছুটির দিনেও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীরা

হবিগঞ্জ শহরে ছুটির দিনেও সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ৯ই আগস্ট শুক্রবার শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দেখা যায় সড়ক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ততা। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ট্রাফিক পুলিশের অনুপস্থিতিতে সড়কে শৃঙ্খলা ধরে রাখতে কাজ করছেন শিক্ষার্থীরা। তদের সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। রাস্তায় সিগন্যালের পাশাপাশি তারা ফুটপাতে হাঁটা, নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রী ওঠানামার নির্দেশনা দিচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা জানান, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তারা মানুষকে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একইসঙ্গে যানজট নিরসনে যান চলাচলে নজর রেখেছেন। এসময় স্থানীয় কয়েকজনকে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের জন্য পানি, কেকসহ শুকনা খাবার নিয়ে আসতে।

রাফি নামে এক শিক্ষার্থী জানান, নিজ দায়িত্ববোধ থেকেই সড়কে শৃঙ্খলার কাজ করছেন তারা। সাধারণ মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, সে জন্য তাদের এই চেষ্টা।

*[সূত্র: সমকাল, ৯ই আগস্ট ২০২৪]*

# গ্রাফিতির দেয়ালে প্রজন্মের বার্তা

শ্রাবণেই 'বসন্ত' নেমে এসেছে বাংলায়। তারুণ্যের রক্তে রাঙা বসন্তের ফুল ফুটেছে নতুন ইতিহাসের পরতে পরতে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ও ছাত্র-জনতার বিজয়ের সেই স্মৃতি ধারণ করছে হবিগঞ্জের শিক্ষার্থীদের আঁকা গ্রাফিতিগুলো।

আন্দোলনের সময় গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া আবু সাঈদ, মুগ্ধর পানি বিলিয়ে চলাসহ আলোচিত নানা স্লোগান আর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর আন্দোলন দমানোর কূটকৌশলের নানা দৃশ্য ফুটে উঠেছে এসব গ্রাফিতিতে। সেই সঙ্গে আগামীর নতুন বাংলাদেশ, সাম্য ও বৈষম্যহীনতার বার্তাও রয়েছে সেখানে। রং আর তুলির আঁচড়ে তা ফুটিয়ে তুলছেন দেশ কাঁপানো এই আন্দোলনে যুক্ত থাকা শিক্ষার্থীরা।

১৪ই আগস্ট বুধবার হবিগঞ্জ শহরের পুরাতন হাসপাতাল সড়ক, থানার মোড়, তিনকোণা পুকুর পাড়, বৃন্দাবন কলেজ রোড, কোর্ট স্টেশন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, কেউ দেয়াল ঘষে পরিষ্কার করছে, কেউবা সেখানে রঙের প্রলেপ দিচ্ছে। আবার অনেকে ব্যস্ত গ্রাফিতি আঁকায়। তারা সবাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এখন রাজনৈতিক পোস্টারের ভারে ক্লান্ত এলাকার দেয়ালগুলোতে নতুন জীবন দিচ্ছে তারা। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো ছোটো দল এই আঁকাআঁকির কাজ করছে। তাদের আঁকা দৃষ্টিনন্দন গ্রাফিতিতে চোখ জুড়াচ্ছে শহরবাসীর।

শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিতে আন্দোলনের দৃশ্য ফুটে উঠছে। রঙের কাজে ব্যস্ত শিক্ষার্থী রাজন জানান, দেয়ালে গ্রাফিতি আঁকা শিক্ষার্থীদের একটি সৃজনশীল এবং প্রতিবাদী কর্মকাণ্ড। এতে সমাজের নানা সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিবাদ সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা এবং শিল্পীসভার প্রকাশও হচ্ছে এতে। সবাই একটি সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে চাই। সেই বার্তাও রয়েছে গ্রাফিতিতে।

রিজু আহমেদ নামে আরেক শিক্ষার্থী জানান, সবাই মিলে এই আন্দোলন করেছে। সবাই মিলেই একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করতে হবে। গ্রাফিতির আঁকা ও লেখায় সেই বার্তাই সবাইকে দিতে চাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থী চাঁদনী আক্তার জানান, ছাত্র-জনতা প্রতিবাদের ভাষা জানে। তারা বাংলাদেশের জন্য নতুন করে স্বপ্ন দেখছে। সেই অর্জন ও স্বপ্নের কথাই তুলে ধরতে চায় শিক্ষার্থীরা।

*[সূত্র: সমকাল, ১৫ই আগস্ট ২০২৪]*

# সুনামগঞ্জ শহরে শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান

সুনামগঞ্জ পৌর শহরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেন শিক্ষার্থীরা। পরিচ্ছন্নতায় ৫০টি আরএফএল প্লাস্টিক বিন দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করেছেন পৌরসভার মেয়র নাদের বখত। ১৭ই আগস্ট শনিবার বিকেলে শিক্ষার্থীরা পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার আগে মেয়র নাদের বখতের সঙ্গে দেখা করেন। বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য তাৎক্ষণিক ৫০টি বিন দিয়ে শিক্ষার্থীদের মহতী কাজে শরিক হন পৌর মেয়র।

এসময় শিক্ষার্থীদের নানা কাজের প্রশংসা করে মেয়র নাদের বখত বলেন, দেশের সামগ্রিক পরিবর্তনে মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে। জনআকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এর ধারাবাহিকতায় সুনামগঞ্জ পৌর শহরে পরিচ্ছন্নতার কাজে সম্পৃক্ত হয়েছেন তারা। পৌরসভার পক্ষ থেকে তাদের ৫০টি আরএফএল প্লাস্টিক বিন দেওয়া হয়েছে। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাও সঙ্গে থাকবেন।

এ বিষয়ে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী নাহাত হাসান পৌলভী জানান, পৌরসভা হচ্ছে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান মানুষের ট্যাক্সের টাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ অন্যান্য কাজ করছে। তারা জানতে পেরেছেন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন নেই। এ বিষয়ে মেয়রের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছেন। তাদের ডাস্টবিন দিয়ে সহায়তা করেছেন মেয়র। শিক্ষার্থীরা বলেন, তিনি মেয়র হিসেবে সহায়তা করবেন। শহরটাকে পরিষ্কার করা হবে। যদি ডাস্টবিন না থাকে, তাহলে পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকবে না। এই ডাস্টবিনগুলো শহরের দোকানে দোকানে দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে, তারা যেন ডাস্টবিনগুলো দেখভাল করেন।

*[সূত্র: সমকাল, ১৮ই আগস্ট ২০২৪]*

## প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ভান্ডার সংরক্ষণের জন্য 'সার্ভার স্টেশন' উদ্বোধন

প্রাথমিক শিক্ষার নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশাল তথ্য ভাণ্ডারের সুষ্ঠু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, নিরাপদ সেবা প্রদান, অংশীজনদের জন্য অনলাইন সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, তথ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ ও ব্যাকআপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে 'সার্ভার স্টেশন' চালু করা হয়েছে। সার্ভার স্টেশনটিতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার এবং স্টোরেজ সিস্টেম; ক্লাউড সার্ভিস ও ভার্চুয়ালাইজেশন; ২৪/৭ বিদ্যুৎ ও টেকসই নেটওয়ার্ক সংযোগ; কুলিং সিস্টেম; ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম; উন্নত সাইবার সিকিউরিটি; ফিজিক্যাল সিকিউরিটি এবং কালিয়াকৈর-এ অবস্থিত ডাটা সেন্টারের ডিজাস্টার রিকোভারি সংযোগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামের আধুনিকায়ন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। সার্ভার স্টেশনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২৩ কোটি টাকা এবং অডিটরিয়ামটির আধুনিকায়নে ব্যয় হয়েছে ৯৭ লাখ টাকা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৩ই এপ্রিল ঢাকার মিরপুরস্থ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে এ দুটি কাজের উদ্বোধন করেন।

**প্রতিবেদন: রাসেল হোসেন**

# চারপাশে নীল হলুদ সবুজ মানুষ

## ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

এই গল্পের কুশীলব হলো চারপাশের মানুষ। গুলমোহর মধ্যমণি চরিত্র। আম্মা গুলবদনের নামের সঙ্গে মিলিয়ে প্রথমা মেয়েটির নাম আব্বা গুলমোহর রেখেছিলেন। বিয়ের পর স্বামী তাকে রিনা নামে ডাকে।

গুলমোহর আজ পতিগৃহে যাচ্ছে। ওকে নিয়েই গল্প। সন্ধ্যারাত থেকে শিহরিত এক ঘোরের মাঝে কাটছে গুলমোহরের। বাবার ঘর থেকে স্বামী ওমর তাকে কর্মস্থল ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছে। সারারাত ছুটছে 'উপবন' ট্রেনটি। এর ধাবত শব্দ কানে যেন ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা গুঞ্জনের মতো আঘাত হানছে।

দু'পাশের সবুজ বন-প্রান্তর রাতের কালি মেঘে আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। নিঝুম ঘরবাড়ি আর নিঃসীম আঁধারের মাঝে গুলমোহরের খোলস ছেড়ে রিনা নামের মেয়েটির জন্ম হচ্ছে।

বিয়ে নামক দু'অক্ষরের শব্দ গুলমোহরের মনটি অন্যরকম করে বদলে দিয়েছে। স্বামী হিসেবে পরিপূর্ণ এক যুবককে কাছে পেয়েছে রিনা। সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে সবে শাড়ি পরতে শিখেছে। বিয়ের আগে তাই হাতেগোনা শাড়ি ছিল। বিয়ের সময়কার উপহার পাওয়া শাড়িতে এখন স্যুটকেস উপচে উঠেছে। সমাজের চারপাশের মানুষগুলো বাস্তব সমস্যা একেবারেই বুঝতে চায় না। কিংবা বুঝেও না বোঝার ভান করে। হীনতা আর দীনতার কষ্টকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও রক্তাক্ত করে তোলে।

ব্যাংকের সাধারণ মানের চাকুরে ওমর, বেশি টাকা দিয়ে ঢাকায় বাড়ি ভাড়া করা তার পক্ষে কতটুকু সম্ভব, তা আর কেউ না বুঝুক মোহর তা বোঝে।

আত্মীয়স্বজন প্রশ্ন করত, কি গো মোহরের মা, জামাই চিঠিপত্র দেয় তো? এখনও সংসার হলো না ওদের। এই বয়সে দু'জন দু'জায়গায় থাকা ঠিক নয়।

গুলমোহর এসব কথা শুনে হেসেছে। ভেবেছে মুরুব্বিদের শুধু শুধু ভাবনা ওসব, আজ তো স্বামীর সঙ্গে সে নিজের সংসারে যাচ্ছে। এ ওর বিজয় বৈকি! আসার সময় মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে। দু'চোখ ছাপিয়ে কান্না নেমেছে। ছোটো ভাইদের ছেড়ে আসতে ভীষণ কষ্ট হয়েছে। তবু দুঃখের

পাশাপাশি এক ধরনের সুখ ওকে ভরিয়ে দিয়েছে।

হেমন্ত শেষের ভোরে শতদলের পাপড়ির মতো ফুটে ওঠা কমলাপুর রেলস্টেশনটি কলরোলে ভরে উঠেছে। গুলমোহর অবাক চোখে চারপাশে তাকায়। সাত সকালেই আনকোরা খবরের কাগজ নিয়ে ফেরিওয়ালা হাঁক দিচ্ছে।

ট্রেন থেকে নেমে রিকশা নেয় ওমর। মাথার ওপর স্নিগ্ধ নীল আকাশ, প্রভাতী হাওয়া ওদের ঘিরে রেখেছে। রাস্তার ওপর কাঁচাবাজার, টমেটো, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপিতে শিশির মাখা। যা কিছু দেখে তাই ভালো লাগে ওর।

মালিবাগ পার হয়ে এগিয়ে চলছে রিকশা। এখনও বাড়িতে বাড়িতে মানুষের কলরোল পুরোপুরি জাগেনি। কচি ছেলেমেয়েরা মা-বাবার হাত ধরে স্কুলে যাচ্ছে।

হিম হিম মিষ্টি হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে গুলমোহরকে। ওমর সংকোচের সুরে বলে, বাসাটা কিন্তু ছোটো রিনা। কি জানি-তোমার পছন্দ হয় কি না।

রিনা হাসে। গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে। 'নীড় ছোটো ক্ষতি নেই, আকাশ তো বড়ো।'

সব ভুলে গুলমোহরের হাতে আলতো চিমটি কাটে ওমর।

—ওরে দুষ্টু!

খুনসুটি আর গুনগুন গানের আওয়াজে রিকশাওয়ালা পেছন ফিরে তাকায়। উদাস ভঙ্গিতে বলে, আল্লায় রংবাজ সিনেমা আর কতই দেখাইব।

রিকশাওয়ালার নগ্ন কথায় দু'জনে কিছুটা মিইয়ে গেলেও পর মুহূর্তে গুলমোহর ওসব কথা ভুলে যায়। বলে, পথ যে শেষ হচ্ছে না। অনেক দূর বুঝি?

এই প্রভাতী আকাশ, সদ্য জেগে ওঠা শহরে পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে শিশুদের ছুটে যাওয়া—সবকিছু একাকার হয়ে ওর দু'চোখে এক স্বপ্নজগৎ তৈরি হয়। রেলগেট পার হবার পর ওমর বলে, এই তো এসে গেছি। ছয় তলায় দুটি কামরা। লাগোয়া বাথরুম, একপাশে রান্নাঘর।

বাড়িতে ঢুকে ওমর মনমরা হয়ে বলে, বাড়িটা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল তো?

—মোটেও নয়। এই তো বেশ!

—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সত্যি সত্যি সত্যি-তিন সত্যি।

উৎসাহে ওমর বলে, এদিকটাতে তাও বাসা ভাড়া কম। পুরানা পল্টন, সিদ্ধেশ্বরী, শান্তিনগর হলে-আরও টাকা গুনতে হতো।

গুলমোহর খুব খুশি, ছয় তলায় ছোট্ট দুটি ঘর। তাতে কি? মাথা গোঁজার ঠাঁই তো। নিজের স্বপ্নের সংসার। আব্বা শিখিয়েছেন, জীবনে অ্যাডজাস্টমেন্টটাই বড়ো কথা। আম্মা বলেছেন, সংসারের শান্তিতেই আসল সুখ। ওমরের জন্য এক এক সময় খুব কষ্ট হয়। ওকে আরামে-আয়াসে রাখতে পারছে না বলে এক ধরনের আক্ষেপ থাকে ওর কথায়। কোনো মানে হয়?

গুলমোহর গলায় খুশি মেখে বলে-বা রে! মানুষ তো আমরা দু'জন। সাতমহলা বাড়ির দরকারটা কি শুনি?

ওর খুশির তোড়ে ওমরের মনের দৈন্য, গ্লানি আর অপারগতার জ্বালা নিমেষে ধুয়েমুছে যায়। কাছের মেয়েটি যদি বরাভয় দেয়—তবে আর ভয় কি?

দিন চলে যায় মাদকতার ঘোরে। তবু শুধু হাসি গান আর শারীরিক সুখে ডুবে থাকলে তো চলে না। পেটে পাথর বেঁধে থাকা যায় না। ডেকচি, কড়াই, সসপ্যান, খুন্তি কেনাকাটা করে দু'জন মিলে। আনন্দের হৈ চৈ—এ সংসার বাসরঘর হয়ে ওঠে।

ওমর বলে, এবার বাকি রইল শুধু ননস্টিক প্যান।

—না না-ওসব কিনতে হবে না। ভীষণ দাম। ওমর বলে, না না ওটা তোমাকে দেবই আমি। বিবিকে পেয়ার করলে ননস্টিক প্যান কিনে দিতে হয়। সেদিন টিভিতে অ্যাড দেখনি?

—অ্যাড?

—হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাড-বিজ্ঞাপন।

গুলমোহর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, না না, আর কোনো খরচ নয়। অনেক হয়েছে।

মা গুলবদন বরাবর ডেকচিতে রেঁধেছেন। পাকা রাঁধুনি বলে শহরে তার খুব সুনাম। ননস্টিক প্যানে রাঁধেননি বলে তো রান্নার মান কমেনি।

ওমর অফিসে গেলে এলোমেলো ঘর গুছানো, দু'একটা শাড়ি-শার্ট কাচাকাচি, কিছু রান্না এইতো কাজ। কাছের বস্তি থেকে ঠিকে বুয়া আসে। ছ'টায়

এসে কড়া নাড়ে। বাসি বাসন-কোসন ধোয়, ঘর মোছে। এ সময়টাতেই একটু কাজের ঝামেলা। হট-ক্যারিয়ারে ওমরকে দুপুরের ভাত-তরকারি-ডাল গুছিয়ে দিতে হয়।

ওমর অফিসে চলে গেলে একেবারে একা হয়ে যায় সে। অফুরন্ত সময় বুকে বরফের চাঁই-এর মতো চেপে বসে। চারপাশে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে কাছের ফ্ল্যাটগুলোর আধুনিক জীবনযাপনের ভগ্নাংশ। এসব দেখেও ক্ষোভের কুয়াশা ওর বুকের ভেতরে এতটুকু জমে না। গুলমোহর আপনমনে উচ্চারণ করে, আমি সুখী, আমি সুখী।

যত্ন করে সে ওমরের জন্য রাঁধা-বাড়া করে। কিছুই নষ্ট করে না। লাউ-এর খোসা যত্ন করে ভাজা, ঝিরি ঝিরি করে কেটে লাউ ঘন্ট করে, বিচি দিয়ে ভাজি করে। তরুণী স্ত্রীর কর্মদক্ষতা দেখে ওমর হতবাক হয়ে যায়।

ওর দিনগুলোও এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও অফিস ছুটির পর ঘিঞ্জি মেসবাড়িতে ফেরার ইচ্ছে একেবারেই মরে যেত। এখন টেবিল স্তূপ করা জরুরি, অতি জরুরি ফাইল-যেগুলো উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে পাঠাতে হবে- সেসব কাজে ভালো করে মন বসাতে পারে না। ঘরে ফেরার চোরাটান অনুভব করে। মাঝেমধ্যে ওরা বেড়াতে যায়। একদিন যায় ওমরের অফিস বস আবেদ হোসেনের বাসায়। খুব স্নেহ করেন ওমরকে। প্রায়ই বলতেন, বউ নিয়ে বাড়িতে এসো।

রিনাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন আফসানা। প্রেসার কুকার, টোস্টার, ব্লেন্ডার, মিক্সি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন সাজানো ঝকঝকে ডাইনিং স্পেস। এ জায়গাটুকুও ওদের বাসার জায়গা থেকে অনেক বড়ো। তাতে কি? খুব ভালো আছি আমরা। মনে মনে বারবার এ কথাটি উচ্চারণ করে গুলমোহর। আফসানা জিজ্ঞেস করেন, নতুন সংসার কেমন লাগছে রিনা?

—ভালোই ভাবী।

গুলমোহরের মুখে আলোর আভা।

গল্প-কথায় বেশকিছু সময় কেটে যায়। গুলমোহর আফসানা ভাবীর কাছে সহজ হয়ে বলে, এখন তো গরম পড়েছে ভাবী। দুপুরে তরকারি, ভাত সেদিন রান্না করে রেখেছি-ওমা সন্ধ্যারাতেই সব নষ্ট হয়ে গেছে। তার চেয়ে বরং শীতের দিনগুলো অনেক ভালো। তাই না ভাবী!

আবেদ সাহেবের সঙ্গে অফিস পলিটিক্স নিয়ে গল্প বেশ জমে উঠেছে ওমরের। গুলমোহরের কথাগুলো কানে এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। ও এত সহজ-সরল হলো কেন? সবকিছু কি সবাইকে বলতে হয়? নিম্ন মধ্যবিত্ত আর অভাবী মানুষের ওপর প্রকৃতিও বড়ো নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। কতো কষ্ট, কতো অসুবিধে ওমরের সংসারে। আফসানা ভাবীর বাড়িতে বরফের হিম হিম শীতলতা ছড়ানো। সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়েস্টিং হাউজ ফ্রিজের ভেতর অগুনতি কোমল পানীয়। ঘরে ঘরে এয়ার কন্ডিশনার, কুলার। শীতল কোল্ড কফি ওমরের হাতে তুলে দিতে দিতে আফসানা হাসেন।

—আপনার বউ খুব সংসারী ওমর। দুপুরের ভাত, তরকারি এখন নাকি সন্ধ্যা রাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

আবেদ ঠা ঠা করে হাসেন।

—তাই নাকি ওমর? দুপুরের ভাত সন্ধ্যায় খারাপ হয়ে যায় নাকি আফসানা? দারুণ ইন্টারেস্টিং খবর তো। অ্যা ভেরি স্কুপ নিউজ।

আবেদ হোসেনের সঙ্গে ওমরের যে সস্নেহ সম্পর্ক তা মুছে গিয়ে অফিসের প্রাধান্যতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দু'জনের মুখেই করুণা আর তাচ্ছিল্য ঝিলিক দিয়ে যায়। লজ্জায় ওমরের মুখ লুকোতে ইচ্ছে করে।

গুলমোহর বিব্রত, ওমরের মুখে কালির ছোঁয়া। মাথা নিচু করে বসে থাকে গুলমোহর। কথায় কথায় হঠাৎ কি বলে ফেলেছে, এ যে মজাদার টপিক হয়ে যাবে তা সে একেবারেই বুঝতে পারেনি।

কোনরকমে বিদায় নিয়ে রিকশায় ওঠে ওরা। ওমর একেবারে চুপচাপ। গুলমোহর ওর কাঁধে মুখটি রেখে বলে-বা রে! কথা বলছো না কেন? রাগ করেছ?

—না করবো না। রান্নাঘর ছাড়া আর কোন কথা তুমি বলতে পারো না রিনা? মানুষের হাসির খোরাক হতে ভালো লাগে? অভিমানে গুলমোহরের চোখে পানি এসে যায়। আর কি বলবে সে? এসব কথা বলা কি খুব অপরাধের? খুব হাসির ব্যাপার? ও তো তা জানে না।

কিশোরী বয়স থেকে আম্মাকে সে ঘরের কাজে সাহায্য

করেছে, ঘর গুছিয়েছে, মেহমান এলে নাশতা বানিয়েছে-এই তো জানে। ঢাকায় দু'একবার খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। একটানা বসবাস বলতে যা বোঝায়-তা হয়নি। এখন ঢাকায় থাকবে সে। কোথায় কি বলতে হবে ধীরে ধীরে রপ্ত করে নেবে।

ওমরের খালাতো ভাই ইমরান একদিন ওদের বাড়ি আসে। এসেই অভিযোগের ঝাঁপি খুলে বসে।

—কি রে। আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নিতে হয় না? ঢাকায় এসেছিস। ঠিকানাও দিসনি। ব্যাংকে গিয়ে অ্যাড্রেস নিয়ে এলাম।

ওমর খুশি হয়ে বলে, মেজভাইয়া ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। অ্যাই রিনা, রিনা-শোনো, দেখে যাও কে এসেছে।

রিনা ছুটে আসে। কোনোদিন দেখেনি, তবুও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

—ইস-স্ ভাইয়া আপনি এসেছেন, কী মজা হবে! আজ কিন্তু খেয়ে যাবেন। না না, কোনো ওজর আপত্তি শুনব না। দু'জনের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মাঝে ইমরান যেন পানি ঢেলে দেয়।

—কি খুপড়ি ঘর নিয়েছিস ওমর। একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করবি না?

ছাদের ওপর ঘর নিয়েছিস, সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পা ভেঙে আসে। কেন, লিফট দেখে আসবি না? লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে রে বুদ্ধু। তুই বরাবরের বোকাই রয়ে গেলি।

ওমরের মুখের আলো দপ করে নিভে যায়। বলে, আমার সঙ্গে না হয় রিলেশন রেখ না মেজভাইয়া।

ইমরান মুখিয়ে ওঠে।

—এতে রাগ করার কি আছে? কি এমন খারাপ কথা বলেছি রিনা? চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে বিজনেস কর। ব্যাংকের লিমিটেড টাকায় কিছু হয়?

চাকরি করে অন্য কোনো অকুপেশন নেওয়া যায় না-এ কথা কি মেজভাইয়া জানে না? আমি নিয়মের পথেই চলব, কক্ষণো অনিয়ম করব না। মনে মনে বলে ওমর। হঠাৎ করে পিউ পিউ করে ইমরানের বুক পকেটে মোবাইল ফোন বেজে ওঠে।

এ যে অবাক করা কাণ্ড! হাসতে হাসতে গুলমোহরের চোখে পানি এসে যায়। হাতের পেয়ালা থেকে পিরিচে চা ছলকে পড়ে।

—আমি তো একেবারে কেঁপে উঠেছি মেজভাই।

একটু আগের অপমানের কথা কি বেমালুম ভুলে গেছে রিনা? কী সহজ হয়ে হাসছে, কথা বলছে।

ওমর চোখ বড়ো বড়ো করে রিনার দিকে তাকায়। এই সহজসরল মেয়েটিকে কি করতে যে ইচ্ছে করে।

তারপর কথা আর জমে না। স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে রিনা কুঁকড়ে যায়।

বাড়িতে আপনজন এলে খেয়ে যাবে, এই তো স্বাভাবিক। বড়োরা যদি দু'একটি কথা বলে তাতে কি হয়? এতো অভিমান থাকলে কি সংসারে চলা যায়? খুপড়ি রান্নাঘরে গুলমোহর যত্ন করে রাঁধে। লাউ ঝিরিঝিরি করে কুচিয়ে ঘণ্ট, খোসা কুচিকুচি করে তরকারি, বিচি আর বেসন মিশিয়ে ভাজি, মুরগির ঝোল।

ইমরান খেতে খেতে শাসনের সুরে বলে, এই সিস্টেমটা তুমি পাল্টাও রিনা। কেউ বাড়িতে এলে চা-নাশতা দাও, খানা দাও। এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কথা বলবে কখন?

খেয়ে দেয়ে ইমরান চলে গেলে ওমর রিনাকে নিয়ে বসে।

—সারাক্ষণ তো ঝুলিভরা উপদেশ দিয়ে গেল-ওকে এত কষ্ট করে রেঁধে খাওয়াবার কি দরকার ছিল রিনা? ও আমাদের ছোটো করে দেখল-তুমি তাকে যত্ন করে খাওয়ালে, কী অদ্ভুত চরিত্র তোমার!

ওমর কেমন মানুষ! হাসি এলে হাসবে না? আবেগ উচ্ছ্বাস ও যে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে-কে জানে?

গুলমোহর অপরাধীর মতো বলে, কি করব বলো তো। বাড়িতে এসে আমাদের বলেছে বলে আমরা কি মেহমানের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারি? যতই হোক আমাদের বাড়িতে এসেছে।

—হোয়াট রাবিশ! তুমি কি কিছুই বুঝবে না রিনা? মান-অপমান বোধটুকুও তোমার নেই? মোবাইল ফোন বাজল আর তুমি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লে, যেন খুব মজার ব্যাপার ঘটেছে। ওফ্ হোপলেস।

যারা নিজেদের উঁচু ভাবে, তাদের সামনে রিনা বুঝেশুনে চলবে না?

গুলমোহরের ফুফাতো বোন প্রিয়াংকা আপা গুলশানে থাকে। চিঠি লিখে ড্রাইভারকে দিয়ে খবর পাঠালো,

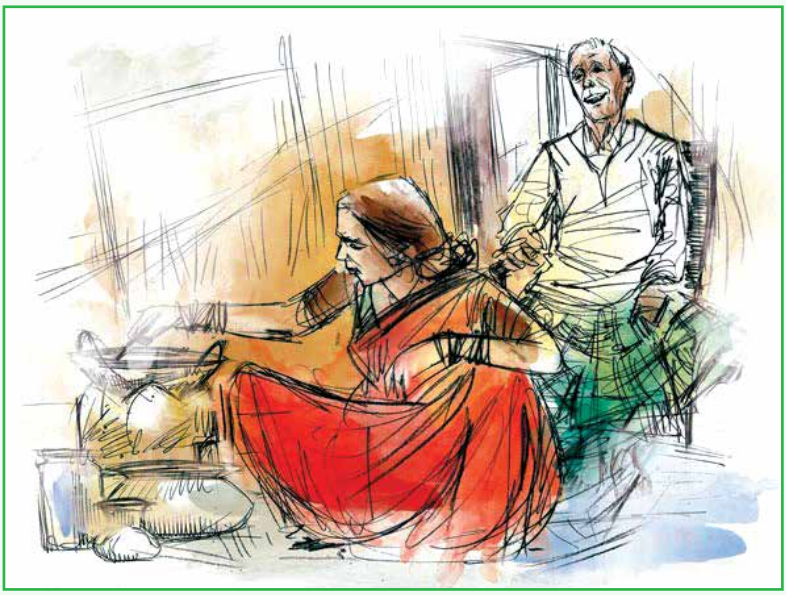

তোরা একদিনও এলি না আমার বাসায়। আমাকে দেখে যাবি কিন্তু।

ওদের বাড়ি যাবার আগে শাড়ির কুঁচি ঠিক করছে গুলমোহর।

ওমর বলল, খবরদার রিনা, আপন মনে করে সবার কাছে গল্পের ঝুলি আর খুলে বসো না।

রিনা ভুরু কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকায়।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা বলব না, বলব না, কিছুই বলব না। যা বলার তুমিই বলবে। আমি মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকব।

ওমর বলল, রাগ করলে? এই দ্যাখো তো তোমার নাম গুলমোহর বদলে রিনা রাখলাম। মোস্ট মডার্ন নাম। মেঘ কালো মুখে রিনা বলে, আমার গুলমোহর নামও কিন্তু পুরানা নয়। ফুলের নাম সব সময়ই সুন্দর।

ওদের বাড়িতে গিয়ে অল্প সময়ে স্বভাবজাত কারণে গুলমোহর প্রিয়াংকা আপার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

—আপা তোমার বাড়িতে কী আরাম! এত গাছগাছালি। ইস্-স্ মনে হয় বেহেশতে এসে গেছি।

—তুই তাহলে থেকে যা মোহর। তোর দুলাভাই আজ সিঙ্গাপুর থেকে ফিরবে, ওর সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। তুমি কি বলো ওমর?

ঘরে এসি চলছে, তারই মৃদু গুঞ্জন। পাহাড় থেকে স্নিগ্ধ শীতলতা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে প্রিয়াংকাপার ঘরে। বোনের সামনে প্রসারিত দুই হাত দেখিয়ে বলে,

—দ্যাখো না প্রিয়াংকাপু, হাতে কেমন ঘামাচি হয়েছে।

—তাইতো! ওমা আমি তো ভেবেছি র‍্যাশ।

ওমরের বুকের ভেতরে বিন্দু বিন্দু রাগ জমা হতে থাকে। ফুফাতো বোনের কাছে সবকিছু বলতে হবে? রিনার কি গোপন কথা বলে কিছু নেই?

ও বলছে, দ্যাখো না আপু-তিন চারটে হিট বয়েলও উঠেছে।

ওমরের মেজাজ আস্তে আস্তে তেতে ওঠে। এখন বৈশাখ মাস, গনগনে সূর্যের আলোয় আকাশ ইস্পাতের মতো সত্যি ঝলসে ওঠে। ওমরের বাড়ির পুরো ছাদটি আগুনের মতো গরম হয়ে যায়। পানির ট্যাংক থেকে কলে নেমে আসা পানি এত তপ্ত হয় যে হাত ছোঁয়ানো যায় না।

সবই ঠিক, কিন্তু তাই বলে কি সবার কাছে তা বলে বেড়াতে হবে? ওফ হরিবল!

রিনা এত ভালো, যা পায় তাতেই খুশি-তবু সে এসব বোঝে না কেন?

প্রিয়াংকা বলে, ঢাকায় গরম এমনিতেই বেশি রে। সিজলিং হট। বললাম তো দু'একদিন এখানে থাক। তুই কি আমার পর?

—না না, আপু। ঘরদোর এমনিতেই এলোমেলো রেখে এসেছি।

—বাব্বা! দু'দিনেই কী সংসারী হয়ে গেছিস। না হয় নাই থাকলি, ডিনার খেয়ে যা।

রান্না হবে তারপর খাওয়া, উফ সে তো অনেক দেরি। বাড়িতে কখন ফিরতে পারব বলো তো?

মাইক্রোওয়েভে আলু সেদ্ধ হয়ে যায় চোখের পলকে। ভেটকি মাছের ফিলে গ্রিল হয় ওভেনে। মিক্সিতে অনেক ধরনের মশলা নিমেষে মিহি হয়ে যায়। চটপটে বাবুর্চি ক্যারামেল করা পুডিং রাখে ডাইনিং টেবিলে। প্রিয়াংকা হেসে বলে, দেখলি তো—কেমন বায়োনিক ওম্যান হয়ে গেছি।

গুলমোহর নির্নিমেষ চোখে বহু চেনা আপুর দিকে তাকিয়ে থাকে। মাইক্রোওয়েভে কত ডিগ্রি ফারেনহাইটে কি রাঁধতে হবে এসব না জানলে যে কেউ মানুষ হিসেবে গণ্য করে না—বুঝতে পারে গুলমোহর।

ডিনার খাওয়ার মাঝে প্রিয়াংকার স্বামী শওকত ফিরে এল। সঙ্গে বিশাল দু-তিনটি স্যুটকেস। এর মাঝেই প্রিয়াংকাদের পরিচিত দু'তিনজন কাপল এলেন। শওকতের বিজনেস পার্টনাররাও রয়েছেন।

জমজমাট আসর বসে, কাঁটা চামচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফিলে ফ্রাই খায় ওরা।

সিঙ্গাপুর, কানাডা, ম্যানিলা আর আমেরিকার গল্পে মুখর হয়ে ওঠে প্রিয়াংকাপুর ডাইনিং স্পেস। ফিশ ফিলেতে কি কি মশলা মেখে ম্যারিনেট করতে হয় সেসব কৌশল নিপুণ জাদুকরের মতো শিখিয়ে দেয় প্রিয়াংকা।

ওমর মুড়িমুড়কির মতো মিইয়ে থাকে। অস্বস্তিতে বড়ো বিব্রত হয়ে পড়ে।

গুলমোহর অবাক চোখে তাকিয়ে বিত্ত-বৈভব জগতের সব মানুষ আর তাদের পাশে দাঁড়ানো নিখুঁত মোমের পুতুলদের দেখতে থাকে।

সন্ধ্যে রাত থেকে আকাশের ঈশান কোণে কালো মেঘ জমেছে। থমথমে হয়ে উঠেছে কাঁচা রাত। মৃদু বাতাস উতল আর উদাস বাউল হয়ে উঠেছে। মেঘে মেঘে ঘর্ষণে আকাশে জেগেছে সর্পিল বিদ্যুৎরেখা-সেসব প্রিয়াংকার জমজমাট আসরের মানুষরা কেউ টের পায়নি এতক্ষণ।

ওমর আর গুলমোহর এই অন্যরকম জগতে এসে যাবার কথা বলার আর ফুরসৎ পায় না। মনে হয়, ওদের যাবার কথায় যদি ছন্দপতন ঘটে যায় জলসাঘরের এই আসর। এক সময় শওকতের বিজনেস পার্টনার রায়হান বলে—মাই গড, সাড়ে বারোটা বাজে, এবার ফিরতে হবে।

বাইরে কালবোশেখি ঝড়। জানালার শার্সি থর থর করে লাজুকলতার মতো কেঁপে উঠছে। এত রাতে রিকশা-স্কুটার কিছুই পাওয়া যাবে না। এরপর রাত আরো বাড়লে, ঝড়ও যদি বাড়ে, বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে যায় যদি পথঘাট-তাহলে তো আরো বিপদ।

যাদের গাড়ি রয়েছে ওরা তড়িঘড়ি করে ছুটল। শওকতের ড্রাইভার গাড়ি বের করে। শওকত আর দু'জন কাপল ওদের গাড়িতে ওঠে।

প্রিয়াংকা বলে, তোরাও ওঠ। শওকত, ওদেরও নামিয়ে দিও।

শওকত বাদশাহী মেজাজে আছে। চোখ রক্তিম, মুখে মদির হাসি।

—এসো ডার্লিং, গুলমোহর, ওয়েলকাম ওয়েলকাম।

রংমশালের মতো বৃষ্টির পানি ছিটিয়ে শওকতের বিশাল কারটি ছুটতে থাকে।

গাড়ির ভেতর ওরা জমজমাট গল্পে মাতিয়ে তুলেছে। শওকত জিজ্ঞেস করেন, তোমার ডেরা কোথায় ওমর?

—খিলগাঁও, শওকত ভাই।

—খিলগাঁও? মাই গড। সে তো বহুত দূর। ওকে, নো প্রবলেম, আবু মিয়া আগে খিলগাঁও-এর রাস্তা ধরো।

রেলগেট পার হয়ে গলির মুখে এসে গাড়ি থামে। ওমর বলে—ডানের গলি দিয়ে ঢুকতে হবে।

—নো নো ওমর, এখানটাতেই নামতে হবে। গলিতে ঢোকালে গাড়ি আর ঘোরানো যাবে না।

পেছন থেকে রায়হান বলেন, যাবে কি করে! মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে যে।

আবু মিয়া বলে, এখানটাতে মাঠ আছে স্যার, গাড়ি ঘোরাতে অসুবিধে নেই।

কে যেন বলল, আহা-নেমে যাও না।

রাত বাড়ছে, শওকত ভারি গলায় বলেন, নামো নামো ওমর। মোহর জলদি করো, হারি আপ। দৌড় লাগাও না।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে। ছুটন্ত বৃষ্টির কণা ফুলের সুগন্ধ মেখে ঝাপটা দিচ্ছে গাড়ির ভেতরের মানুষগুলোকে।

শওকতের কথায় বিরক্তি ঝরে।

—আহ! তোমরা নামছ না কেন মোহর? এই বৃষ্টিতে ভিজলে এমন কিছু হবে না।

অঝোর বৃষ্টি ধারায় যাবে কি যাবে না এমনই দ্বিধান্বিত ছিল গুলমোহর, ওমর ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়।

—চলো বলছি।

বড়ো রাস্তায় গাড়ি আবার স্টার্ট নিয়েছে। ওমর পেছন ফিরে দেখে কারের রক্তচক্ষু বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কানাগলি দিয়ে হাঁটছে দু'জন। এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। গাঢ় অন্ধকারে বার বার বেপথুমনা হয়ে যায় গুলমোহর। গলিটি পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছতে সাত-আট মিনিটের মতো লাগে। আজ এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে-এ যেন অনন্ত পথ। রোদেলা সকালে, উজ্জ্বল বিকেলের নরম আলোয়, রাতের হলুদ বাতির আভায় কখনোই ওদের মনে হয়নি এ পথ বড়ো দীর্ঘ। ওমরের হাত শক্ত মুঠিতে ধরে গুলমোহর ছুটছে। মিছরির ধারালো দানার মতো বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছে দু'জনের শরীরে। শিলাবৃষ্টি হচ্ছে নাকি? শক্ত আর ঠান্ডা শিলা মাথায় মুখে ছিটকে পড়ছে।

বাড়ির গেটে হাঁফাতে হাঁফাতে পৌঁছে ওরা। কফি রঙের গেটে সজোরে ধাক্কা দেয় ওমর। জোরে আওয়াজ না করলে এই ঝড়ো রাতে দারোয়ানের গভীর ঘুম ভাঙবে না। চোখ রগড়াতে রগড়াতে দারোয়ান আনসার আলী আসে। রাজ্যের বিরক্তি আর তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ে ওর ঘুম জড়ানো কথায়।

—আরে মিয়া, এই তুফাইন্যা রাইতে কইথাইক্যা আইলেন! শালার ঘুমাইবারও পারি না। কোনহান থাইক্যা মরার ভাড়াইট্যা জোগাড় করছে।

পেছনে আছড়ে পড়ে কথাগুলো, ওমরের চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠে ফের নিভে যায়। যেন কেউ কিছু বলেনি, দরজা খুলে কেউ বিরক্ত হয়নি—এমনই ভাবলেশহীন মুখে অন্ধকারে একের পর এক সিঁড়ি ভাঙতে থাকে গুলমোহর। আগে আগে যাচ্ছে ওমর। মৃদু গলায় বলে—রিনা রেলিং ধরে ধরে এসো।

বাইরে পৃথিবী ভাসিয়ে দেওয়া শিলা বৃষ্টির করুণ গুঞ্জন। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করে ওমর। সিগারেট অল্পস্বল্প খায় বলে ওর পকেটে সবসময় দেশলাই থাকে। কাঠি জ্বালিয়ে ওমর বলে, আস্তে আস্তে এসো রিনা। দেখতে পাচ্ছ তো?

বৃষ্টিঝরা গভীর রাতে মৃদু আলোয় সিঁড়ি ভাঙা আর শেষ হয় না ওদের। ছয় তলায় উঠতে এভাবেই অনন্তকাল বুঝি পথ চলতে হবে।

এক সময় দু'কুঠুরি ঘরে ঢুকে পড়ে দু'জন। বাতি জ্বলে ওঠে চারপাশে।

ওমর ভেজা জামাকাপড় পাল্টায়। টাওয়েল দিয়ে ভেজা চুল মুছতে থাকে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, রিনা খোলা জানালার পাশে পোর্সেলিনের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির অজস্র কণা ভিজে দিচ্ছে ওর বিনুনি, পান পাতার মতো মুখ।

ওমর স্নেহের সুরে বলে, শাড়ি বদলে নাও রিনা। নাহলে ঠান্ডা লেগে যাবে।

রিনা চমকে উঠে ওমরের দিকে তাকায়। আসলেই তো এতক্ষণে ওর ভিজে কাপড় ছেড়ে ঘরোয়া ম্যাক্সি পরার কথা। ঠাণ্ডায় বরাবর এলার্জি ওর। একটু ঠান্ডা লাগলেই অনবরত হাঁচি আসে। নাকের ডগা, চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। গরম আদা-চা খেতে হয় বারবার।

শারীরিক অসুবিধের কথা বেমালুম সে ভুলে বসে আছে। ওর বৃষ্টিতে ভেজা জুঁইফুলের মতো পবিত্র মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকে ওমর। কপালে আলতো চুমু খেয়ে বলে, চিয়ার আপ রিনা, একটু হাসো।

স্বামীর একান্ত বাধ্য গুলমোহর আজ আর নড়ে না। কথার জবাব দেয় না। বোধশক্তি কি ওর হারিয়ে গেছে? না ওর মগ্নচৈতন্যে অপমানের আঘাত লেগে সুপ্তোত্থিত হয়ে উঠেছে ওর পঞ্চ ইন্দ্রিয়? মফস্বলের সহজ-সরল গুলমোহর আজ কি হয়ে উঠেছে পরিণত বুদ্ধির রমণী?

বৃষ্টির ধারাপাতে ভিজছে পাথুরে নগরী। পলকহীন চোখে তাই দেখতে থাকে রিনা। অসহায় শিশুর মতো ভিজছে ছাদের ওপরের ডিশ এন্টেনা। বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠছে বৈশাখি আকাশ। রাস্তার লাইট পোস্টে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে হলুদ-মলিন আলো।

ওর কাঁধে স্নেহের কোমল হাত রাখে ওমর। বলে, শওকত ভাই, মেজভাইয়া, আবেদ সাহেব, আফসানা ভাবী, তোমার প্রিয়াংকা আপু সবাই জটিল মনের মানুষ রিনা। তুমি যে সব কথা হেসে উড়িয়ে দাও-তা ঠিক নয়। আজকে কেমন ব্যবহার করল দেখলে

তো? সংসারে কেউ আপন নয় রিনা।

রিনার গলায় হাহাকার ঝরে, হ্যাঁ ওমর।

ভেজা কাপড় বদলে লাল গোলাপফুল ছাপ দেয়া ম্যাক্সি পরতে থাকে ও। বিনুনি খুলে চুলের গোছা আলগা করে টাওয়েল দিয়ে মুছতে থাকে। ওমর দেখে, ওর মুখের কমনীয়তা সবটুকু হারিয়ে গিয়ে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত এক কাঠিন্য।

ওমরের বুকের গভীর থেকে বেদনামাখা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

রিনা শিখুক, রুখুসুখু কঠিন মাটির ওপর দিয়ে কীভাবে পথ চলতে হয়। নিক্ষিপ্ত আঘাত আর বুকে বেঁধা অপমানকে হেসে উড়িয়ে দিতে নেই। এসব সূক্ষ্ম বেদনার অনুভূতিগুলো প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। মমতা-ভালোবাসা থেকে অপমান অসম্মানকে পৃথক করে দেখতে হয়।

এ পৃথিবীতে হাজারো নিয়ম-অনিয়মের খেলা, তুমি তা বুঝতে চেষ্টা করবে না রিনা? চিরটাকাল কি মফস্বলের নিতান্ত সাধারণ মেয়ে হয়েই থাকবে?

মাধুরীমাখা এক স্বপ্নের ঘোরে এতোটা দিন কাটিয়েছে গুলমোহর, কারণে-অকারণে মনের খুশিতে গাইতো—

'আমার স্বপ্নটাকে কিনতে পারে,

এমন আমীর কই'- গভীর রাতে গুলমোহর বৈশাখি বৃষ্টিকে মনে মনে অনুনয় করে, তুমি কি আমায় কিছু দেবে? ওগো অঝোর বৃষ্টি-তুমি কি দীন এই মেয়েটিকে উপহারে উপহারে ভরিয়ে দিতে পার না?

বাইরের পৃথিবীতে সাড়া জাগে। ছুটন্ত মৃগের মতো ধেয়ে আসা বৃষ্টি, গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের মতো মেঘের ডাক যেন বলে ওঠে, কি চাও? তুমি কি চাও গুলমোহর?

রিনার বুকের গভীরে হাহাকারের মতো উচ্চারিত হয়, হ্যাঁ আমি অনেক কিছু চাই। আফসানা ভাবী, প্রিয়াংকা আপু, লায়লা ভাবী, শওকত ভাই, আবেদ সাহেবের মতো অর্থ আর সৌভাগ্যের আলো চাই।

এতদিন ভেবেছি আমার লালিত স্বপ্ন কিনতে পারে, এমন আমীর কেউ নেই। কিন্তু কারা যেন আমার সব স্বপ্ন চুরি করে নিয়ে গেছে।

ফিকে হয়ে আসছে স্বপ্নের ছবিগুলো। আজ আরও তুমি আশা-আকাঙ্ক্ষার বৃষ্টি ঝরিয়ে দাও।

এক ধরনের অন্ধ ক্রোধে গুলমোহরের বুকের ভেতরটা মেঘলা হয়ে যায়। মেঘের অবিরত আঘাতে আঘাতে বুক ফেটে যেন চৌচির হয়ে যেতে থাকে।

এতদিন ফুলগন্ধ আর মিহি জ্যোৎস্নার মতো নরম-কোমল আলোয় ওর বুক ভরে থাকত। আজ তার বুকের জমিতে শুধু নুড়ি আর পাথরের এবড়ো খেবড়ো পথ।

চারপাশের মানুষগুলো বেলা-অবেলায় অবহেলার ছোবল দিয়েছে। সৌভাগ্যের রঙিন আলো ওদের ছুঁয়ে গেছে বলেই কি ওদের দাঁত-নখ এত হিংস্র?

কোনোদিন এসবে দুঃখ পায়নি গুলমোহর, আজ ঝড়ের রাতে বৃষ্টির তোড়ে ভাসা অন্ধকার রাস্তায় এদের নামিয়ে দেওয়ার জন্যই কি ওর শিরা-উপশিরায় তরল বিষ ফিনকি দিয়ে উঠেছে?

ওদের অবহেলা যেন বলেছে— তোরা মানুষ নামের কীট। তোরা পোকামাকড় বৈ আর কিছু নয়।

ওমর চুলোর রিং-এ কেতলি বসিয়েছে। বৃষ্টিভেজা রাতে গরম এক পেয়ালা চা খেলে দারুণ লাগবে। রিনা তো চায়ের নামে পাগল, চায়ের নেশা ওর।

কেতলির ফুটানো পানিতে দু'চামচ চা দেয় ওমর। সুগন্ধে ঘরটি ভুর ভুর করে। অন্যদিনের মতো চায়ের চমৎকার ফ্লেভারে রিনা এতটুকু মোহাচ্ছন্ন হয় না।

ওমর চা ছাঁকতে থাকে। ও দেখতে পেল না—রিনার বুকের ভেতর কান্নার অজস্র প্রপাত নামছে।

চারপাশের নীল-সবুজ-হলদে মানুষগুলো যেন বলছে, গলির ভেতর গাড়ি গেলে চাকায় পানি ঢুকবে। তোমরা নেমে যাও। হারি আপ।

হ্যাঁ, সত্যিই তো-চকচকে গাড়ির চাকার চেয়েও দীন মানুষ মূল্যহীন।

শ্রীমঙ্গল শহর থেকে আঁচলভরে কুড়িয়ে আনা শৈশবের সব কুসুমগন্ধ অন্যরকম জীবনযাপনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। জাগ্রত চৈতন্য দিয়ে তা অনুভব করতে থাকে গুলমোহর।

চারপাশের আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট, জ্যামিতিক নকশার বিশাল প্রাসাদপুরীর মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ওদের ঘরকে আজ বড়ো দীন মনে হয়।

এই প্রথম গুলমোহর উপলব্ধি করে-সে আর ওমর সবার চেয়ে ছোটো-ভীষণ ছোটো।

# ‘পুলিশ কেন আমার ছেলেকে মারল’ সিলেটে নিহত সাংবাদিক তুরাবের মায়ের কান্না থামছে না

‘আমার তুরাবকে এনে দাও। পুলিশ কেন আমার ছেলেকে মারল?’ গত পাঁচদিন ধরে এভাবেই কিছুক্ষণ পর পর বিলাপ করে কাঁদছেন আর সবার কাছে প্রশ্ন রাখছেন সিলেটে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহিদ সাংবাদিক এটিএম তুরাবের মা মমতাজ বেগম। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর নেই কারও কাছে। ২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেলে সিলেট নগরীর যতরপুর এলাকায় শহিদ তুরাবের বাসায় গিয়ে তার মায়ের আহাজারি শোনা যায়। পুরো বাড়ি ঘিরে এখন বিরাজ করছে নীরবতা। কাঁদতে কাঁদতে মমতাজ বেগমের চোখের জলও শুকিয়ে গেছে বলে জানান তুরাবের বড়ো ভাই আবুল আহসান। তিনি জানান, তার মা বার বার সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আকুতি জানাচ্ছেন আর হত্যাকারীর বিচার দাবি করছেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে গত ১৯শে জুলাই জুমার নামাজের পর নগরীর বন্দরবাজারে গুলিবিদ্ধ হন *দৈনিক নয়া দিগন্তের* জেলা প্রতিনিধি ও স্থানীয় *দৈনিক জালালাবাদের* স্টাফ রিপোর্টার এটিএম তুরাব। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ভেদ করে একটি গুলি ঢোকে তার শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে সোবহানীঘাট ইবনে সিনা হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় মারা যান তুরাব।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তুরাবের সহকর্মীরা জানান, ১৯শে জুলাই বন্দরবাজারের পুরান লেন এলাকায় সংঘর্ষ চলছিল পুলিশের সঙ্গে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীর। একপর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে তুরাব চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তুরাব নিহতের ঘটনায় গত বুধবার রাতে কোতোয়ালি থানায় অজ্ঞাত পুলিশ সদস্যদের আসামি করে মামলা করেছেন নিহতের ভাই জাবুর আহমদ। তবে পুলিশ মামলাটি আমলে নিলেও তাদের দায়ের করা নাশকতার মামলার সঙ্গে সমন্বয় করে এর তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার আজবাহার আলী শেখ। তিনি জানান, মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে। আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। পাশাপাশি গত ১৯শে জুলাই নাশকতার ঘটনায় পুলিশ যে মামলা করে তার সঙ্গে একীভূত করে তদন্ত করা হবে। ওই মামলাটি তদন্ত করা হবে হত্যা মামলা হিসেবেই।

তুরাবের বড়ো ভাই আবুল আহসান জানান, গত ১৩ই মে বিয়ে করেন তুরাব। বিয়ের এক মাসের মাথায় তার স্ত্রী তানিয়া ইসলাম লন্ডন চলে যান। স্বামীর মৃত্যুর পর সেখানে তানিয়া মুষড়ে পড়েছেন। তুরাবের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর শুনে ওইদিন তানিয়া ভিডিওকলে স্বামীকে একনজর দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট না থাকায় স্বামীকে শেষ দেখাটুকু দেখতে পারেননি।

তুরাবের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক ও সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শামসুল ইসলাম বলেন, নিহতের শরীরে ৯৮টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। গুলিতে তার লিভার ও ফুসফুস আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মাথায় ঢিলের আঘাতও ছিল। এ কারণেই তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে।

এদিকে সাংবাদিক তুরাব নিহতের ঘটনার তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এসএমপি কমিশনার জাকির হোসেন খান। গত বুধবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশ কমিশনার বলেন, কী কারণে এবং কীভাবে সাংবাদিক তুরাব নিহত হয়েছেন তার তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

*[সূত্র: সমকাল, ২৬শে জুলাই ২০২৪]*

# জুলাই অভ্যুত্থান ও তুরাবের গল্প

## জসীম আল ফাহিম

সারারাত পত্রিকা অফিসে ডিউটি করে ভোররাতে টলতে টলতে মেসে ফিরে মুখ-হাত ধোয়ার জন্য মুকুল যখন বেসিনের কল ঘুরালো, অমনি বিদ্যুৎ চলে গেল। বিদ্যুৎ আজকাল যখন তখনই যায়। একবার গেলে আর ফেরার নাম নেই। ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে বিকল্প হিসেবে মুকুল মোবাইলের লাইট অন করল। অমনি পুরো ঘর ঝলমল করে ওঠল। মোবাইলটা বেসিনের কাছে একটি প্লাস্টিকের রেকে বসিয়ে আপন মনে হাত মুখ ধুতে লাগল সে। ভালো করে ওর মুখ-হাত ধোয়াও হলো না, এমন সময় হঠাৎ কলের পানি পড়া থেমে গেল। ওয়াসার পানি সরবরাহেও যে-চরম গাফিলতি এটা তারই প্রমাণ। খাবার গরম করতে চুলা জ্বালাতে গেল সে। চুলায় গ্যাস নেই। কারণ সরকারবিরোধী প্রবল গণ-আন্দোলন। আন্দোলনের তীব্রতায় সরকারি সেবাযন্ত্র অচলপ্রায়। সরকারের সেবা ব্যবস্থার করুণ অবস্থা। কিন্তু সে যতই বিরক্ত হোক না কেন, বিদ্যুৎ আর এল না। পানি সমস্যার সমাধান হলো না। চুলায় গ্যাসও জ্বলল না। এসব সমস্যার চেয়ে বর্তমানে জাতির জন্য বড়ো সমস্যা হলো স্বৈরাচারী সরকার, ফ্যাসিস্ট সরকার। এই সরকার জনগণের মনের ভাষা বুঝে না। জোর করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে প্রায় সকল ক্ষেত্রে অরাজকতা ও বৈষম্য জিইয়ে রেখে দেশের বারোটা বাজিয়ে চলেছে।

বেশ কিছুদিন ধরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা ফ্যাসিস্ট সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং আর বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আসছে। কিন্তু সরকারের মতিগতির কোনো পরিবর্তন বুঝা যাচ্ছে না। বরং সরকার পেটোয়া বাহিনীকে ছাত্র-জনতার ন্যায্য আন্দোলন দমনপীড়নে ব্যবহার করে চলেছে। ইতিহাস বলে, ছাত্র-জনতার আন্দোলন কখনো বিফল হয়নি। এবারও যে হবে না— তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। বিছানায় শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে মুকুল ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গেল বুঝতেই পারল না।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন বেলা বারোটা। এরইমধ্যে বিদ্যুৎ চলে এসেছে। তবে ভোল্টেজ কম। পানি সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে। চুলাও জ্বলতে লাগল টিমটিম করে। মুকুল বাথরুমে শাওয়ার ছেড়ে আরামদায়ক একটা গোসল দিলো। তারপর হালকা নাশতা সেরে প্রতিদিনের মতোই ক্যামেরার ব্যাকপ্যাকটা পিঠে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। স্থানীয় একটা পত্রিকার ফটোসাংবাদিক সে। আজ তার ডিউটি মদিনা মার্কেট এলাকায়। ওটা সিলেট নগরীর উত্তর-পশ্চিম কোণে পড়েছে। ওখানে আনসার ক্যাম্প। আনসার ক্যাম্পের সামনে একটা পাকা কালভার্ট রয়েছে। কালভার্টের পশ্চিম পাশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা ব্যারিকেড দিয়েছে। এদিকে মদিনা মার্কেটে কয়েকশো পুলিশ রণসজ্জা সেজে তৈরি হয়ে আছে। তাদের হাতে পুলিশি ঢাল, আনলোড করা বন্দুক। সঙ্গে সাদা রঙের সাজোয়া যান।

মুকুল রিকাবি বাজার হয়ে ওসমানী মেডিকেলের সামনে দিয়ে মদিনা মার্কেটে পৌঁছল। গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, পায়ে কেডস, মাথায় প্রেস লেখা হেলমেটে ওকে দারুণ লাগছে! যানজটের কারণে তার মদিনা মার্কেট পৌঁছতে বেলা তিনটে বেজে গেল। পশ্চিম দিক থেকে ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে মদিনা মার্কেটের দিকে এগিয়ে আসছে। ছাত্রদের স্লোগানে কেঁপে কেঁপে উঠছে মাটি, আশপাশের পরিবেশ।

মুকুল ক্যামেরার ব্যাকপ্যাকটা খুলে ফটো স্যুটের জন্য তৈরি হয়ে গেল। দলবেঁধে মারমুখী হয়ে অগ্রসরমান পুলিশদের বেশ কিছু ছবি ধারণ করল সে। সে সময় কয়েকজন জোয়ান ছেলেকে মদিনা মার্কেটের কালিবাড়ি রোডের দিক থেকে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে সে সতর্ক হয়ে গেল। দেখা গেল তাদের একজনের হাত বেয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। তার মানে ছেলেটা গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

মুকুল জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী ভাই?

ছেলেটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আর সামনে বাড়াবেন না ভাই। জলদি কেটে পড়ুন। গোলাগুলি চলছে। ছাত্রদের লক্ষ্য করে পুলিশ অবিরাম গুলি ছুঁড়ছে।

ছেলেটির কথা শোনে মুকুল একটু নিরাপদ স্থানে সরে এল। ওখানে আরও একজন ফটোসাংবাদিকের সঙ্গে তার দেখা হলো। সে একজন প্রতিভাবান সাংবাদিক। নাম এটিএম তুরাব। অন্য একটি পত্রিকায় কাজ করে সে।

মুকুলকে দেখে তুরাব বলল, অবস্থা খুবই খারাপ। পুলিশি প্রটোকল নিয়ে সরকারি দলের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী মিছিল নিয়ে আনসার ক্যাম্পের দিকে ধাওয়া করতে গিয়েছিল। ছাত্র-জনতা ইটপাটকেল ছুড়ে পালটা ধাওয়া করে ওদের ভাগিয়ে দিয়েছে। সেই আক্রোশ মিটাতে পুলিশ বাহিনী এখন ছাত্র-জনতার ওপর হামলে পড়েছে।

মুকুল তার অবস্থান থেকে দৃশ্যাবলি ধারণ করে চলল। তুরাবও বসে নেই। ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসরদের কীর্তিকলাপ সেও ক্যামেরাবন্দি করে চলল। সেসময় দেখা গেল দুজন লোক বারো-তেরো বছরের গুলিবিদ্ধ একটি আহত কিশোরকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে চলেছে। ওরা এই দৃশ্যটাও ক্যামেরাবন্দি করল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পুলিশের গুলিতেই নিরপরাধ এই কিশোরটির শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছেলেটি গলা কাটা কবুতরের ন্যায় তড়পাচ্ছিল। এরপর দেখা গেল আরও কয়েকজন গুলিবিদ্ধ ছাত্রকে সহযোদ্ধারা রিকশায় তুলে নিজেরাই হাসপাতালের উদ্দেশে ছুটে চলেছে। সেদিনই আন্দোলনরত কয়েকশত ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

পরদিন মুকুলের ডিউটি ছিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেদিন তুরাবের ডিউটিও ছিল ওখানে। ইতোমধ্যে সরকারের মদদপুষ্ট ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস ছেড়ে উধাও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা টায়ার জ্বালিয়ে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। দুপুরের দিকে পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির অতর্কিত হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। ওরা বন্দুক থেকে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়ল। আর ছাত্র-জনতা ইটপাটকেল ছুঁড়েই এসবের জবাব দিচ্ছিল। কোনো কারণ ছাড়াই কয়েকজন পুলিশ একজন ছাত্রকে দৌড়িয়ে নিয়ে পাশের একটা ডোবায় ফেলে দিলো। ছাত্রটি সাঁতার জানত না। ওদের চোখের সামনেই ছাত্রটির সলিলসমাধি হলো। আহত হলো শ'খানেক ছাত্র। সেই সঙ্গে কয়েকশো ছাত্রকে ওরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর ছাত্র-জনতা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা নতুন উদ্যমে আন্দোলনে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এরইমধ্যে কেন্দ্র থেকে এক দফার ডাক এল। ছাত্র-জনতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসে অবস্থান নিল। ছাত্র-জনতার এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক, অভিভাবক ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ একাত্ম হলো। কেন্দ্রের নির্দেশ মতো ছাত্রদের একজন সমন্বয়ক ঘোষণা করল– এখন আর কোটার দাবি নয়। নিরপরাধ ছাত্রদের হত্যা করে সরকার ক্ষমতায় থাকার বৈধতা হারিয়েছে। কাজেই এখন আমাদের এক দফা, একটাই দাবি। স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন। ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন নিশ্চিত না করে আমরা কেউ ঘরে ফিরব না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের এ আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি উপজেলায়, প্রতিটি ইউনিয়নে, প্রতিটি গ্রামে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল। সিলেট নগরের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-জনতা ফ্যাসিস্ট সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। একমাত্র ছাত্রলীগ বাদে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের দাবিতে সকল ছাত্র সংগঠন একাত্ম হয়ে গেল। প্রতিদিনই চলতে লাগল ছাত্র-জনতার মিটিং, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন। প্রতিদিনই পুলিশের গুলিতে ছাত্র-জনতা রাজপথে জীবন উৎসর্গ করতে লাগল। মুকুল ও তুরাবের মতো দেশপ্রেমিক সাংবাদিকগণ ফ্যাসিস্ট সরকারের সকল অপকর্মের ফিরিস্তি ক্যামেরাবন্দি করে চলল।

দিনটি ছিল ১৯শে জুলাই, শুক্রবার, বাদ জোহর। ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে সেদিন সমাবেশ ডাকল। নামাজ শেষে সিলেটের বন্দরবাজারস্থ কোর্টপয়েন্টে সাদা রঙের যে-কালেক্টরেট মসজিদটি রয়েছে, তার সামনে জনসমুদ্র সৃষ্টি হলো। তুরাব, মুকুল, অরজিত, তরুণ ও আলালেরা তাদের ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। কয়েকটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক তাদের ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ওভারব্রিজের ওপর উঠে ফুটেজ ধারণ করে চলল। মধুবন সুপার মার্কেটের পেছনে পুরান লেন এলাকায় বিএনপির নেতা কর্মীগণ শক্ত অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগল।

সে সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ মিছিল লক্ষ্য করে পুলিশের পক্ষ থেকে মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণ শুরু হলো। ফটোসাংবাদিক তুরাবকে লক্ষ করে একঝাঁক বুলেট ছুঁড়ল পুলিশ। মুহূর্তেই তুরাবের বুকখানি ঝাঁঝরা হয়ে গেল। সহযোদ্ধারা তাকে ধরাধরি করে ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেল। পুলিশের গুলিতে আহত হবার কথা শোনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি নিতে অপারগতা প্রকাশ করল। ডাক্তার নেই অজুহাত দেখাল। পরে স্বজনরা হতাশমনে স্থানীয় একটা প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে তাকে ভর্তি করল। ওখানে ডাক্তারি চেক আপের পর জানা গেল– অনেক আগেই তুরাবের প্রাণপাখি মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। দেশপ্রেমিকেরা বুঝি এভাবেই ফুরিয়ে যায়। যুগে যুগে ফিরে ফিরে আসে। শাহাদতের জন্যই বুঝি তাদের আগমন, তাদের জন্ম। শাহাদতের মাধ্যমেই তাদের জীবন পূর্ণ হয়, জীবন সার্থক হয়।

———— ○ ————

## ইউক্যালিপটাস এবং আকাশমনি গাছের চারা রোপণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ইউক্যালিপটাস ও আকাশমনি গাছের চারা রোপণ, উত্তোলন ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। ১৫ই মে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বন-১ অধিশাখা হতে প্রজ্ঞাপন জারি করে এ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে এখন থেকে উক্ত আগ্রাসী প্রজাতির গাছের চারা রোপণের পরিবর্তে দেশীয় প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করে বনায়ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, উক্ত প্রজাতির গাছ মাটি থেকে অত্যধিক পানি শোষণ করে, ফলে মাটির আর্দ্রতা কমে যায় এবং শুষ্ক বা মৌসুমী জলবায়ু যুক্ত এলাকায় এটি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। এই গাছের পাতায় থাকা টক্সিন গোড়ায় পড়ে মাটিকে বিষাক্ত করে তোলে, যার ফলে উর্বরতা নষ্ট হয়। এগুলোর চারপাশে অন্য কোনো গাছ সহজে জন্মাতে পারে না। পরিবেশ সুরক্ষা এবং প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষায় সকল সংস্থা ও নাগরিককে দেশি প্রজাতির বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

**প্রতিবেদন: উষা রাণী রায়**

# জেগেছে বাংলাদেশ

## এখলাসুর রাহমান

জেগেছে বাংলাদেশ
জেগেছে বাংলাদেশ!

বুকে সাহস মুখে মিছিল
দেশের নিশান হাতে
জেগেছে দেশের আমজনতা
ছাত্র ঐক্যের সাথে
জেগেছি আমরা করবো দেশে
দুঃশাসনের শেষ!

কৃষক শ্রমিক মুটে মজুর
কামার কুমার কুলি
জেগেছে লেখক শিল্পী গায়ক
মুখে একই বুলি
প্রাণের দামে করবো এবার
স্বৈরাচারের শেষ!

পেশাজীবী বুদ্ধিজীবী
সাংবাদিক শিক্ষক
জেগেছে দেশের আইনজীবী সব
করবে আদায় হক
গড়ব আমরা সবাই মিলে
শান্তি-সুখের দেশ!

# মুগ্ধরা অমর

## মুসলিমা খাতুন (শান্তি)

মুগ্ধ তুমি যুদ্ধ করেছো
অস্ত্র নেওনি সাথে,
যুদ্ধক্ষেত্রে তুমিই যোদ্ধা
পিপাসার পানি নিয়ে ছিলে হাতে।

তোমাদের রক্তে রাজপথ ভেসেছে
স্বৈরশাসন হয়েছে শেষ,
তোমাদের ত্যাগেই স্বাধীনতা এসেছে
কেটে গেছে আধাঁরের রেশ।

তোমার মত অনেক বীর
দাবি আদায়ে দিয়েছে প্রাণ,
তোমরা চিরঞ্জীব তোমরা শহিদ
তোমরাই বাংলার সু-সন্তান।

# আড্ডাঘরের জীবন থেকে

## চন্দনকৃষ্ণ পাল

আড্ডাঘরের জীবন নিয়েই শুরু ছিলো একটা সকাল
সেই জীবনে আলো মাখা, কমলা রঙের বিকেল বেলার-
মধ্যে সারা দিনের ছবি, প্রখর রোদ আর গরম বাতাস
পাতার পরে পাতা দেখি শূন্যতারই ছবি আঁকা
তাও ভাবিনি, শূন্য নিয়ে পূর্ণতারই স্বপ্ন দেখি
আড্ডাপত্রে ফসল জমে, সোনার মতো চকচকে রং
কিছু হাসি শুভ্র ছিলো, কিছু ছিলো ক্লেদ মাখানো
আমি কি আর ওসব মাপি এগিয়ে যাই আলোর পথে।

পত্রগুচ্ছ জমিয়ে রেখে স্মৃতির ঝাঁপির ঢাকনা মেলি
পুরানো ঘ্রাণ হলদে পাতা, এটাই সত্যি, সবার জানা
বুকের ভেতর জমিয়ে রাখা বাতাস ছাড়ি ইচ্ছে মতো
সত্যি এখন আঁধার তো নেই সোনা রঙের আলো দেখি
ব্যর্থতারই আঙুল ধরে এগিয়ে এস আজ কে সফল?
নাও তুলে সব পাকা ফসল আমি দেখি গর্ব নিয়ে।

# প্রতিবাদের পঙ্‌ক্তিমালা

## মুহিত চৌধুরী

আমি জানতাম
একদিন তোমাদের কণ্ঠের হুংকার মিয়মাণ হবে নিস্তব্ধ রাতের মতো
চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হবে অহংকার আর পৈশাচিক দম্ভ
রক্তের প্রলয় স্রোতে ভেসে যাবে অভিশপ্ত সিংহাসনের প্রতিটি খুঁটি
ভেবেছিলে নত হবো তোমাদের ছলচাতুরিতে? অথবা কিনে নেবে
মাটির গভীরে পুঁতে রাখা আমাদের বিশ্বাসের স্পন্দন?
আমি জানতাম
বিজয় আমাদের হবে কারণ আমাদের আছে আবু সাঈদ, ওয়াসিম আকরাম
আর মীর মুগ্ধের মতো লক্ষ কোটি প্রতিরোধের সূর্য
যারা এই মানচিত্রের প্রতিটি শিরায় রক্ত ঢেলে দিতে
হয়ে উঠবে– এক একজন তিতুমীর।

আমি জানতাম
'আয়না ঘরের' প্রতিটি দেয়াল ভেঙে পথের ধূলি হয়ে আকাশে উড়বে
থেমে যাবে জঙ্গি নাটকের সিকুয়েন্সগুলো,
মজলুমের দীর্ঘশ্বাসে মহাপরাক্রমশালী খোদার আরশ
যেখানে কেঁপে ওঠে, সেখানে তোমরা...।

আমি পাঠ করেছি
স্বৈরশাসকদের নির্মম ইতিহাস, আমার স্মৃতিতে রয়েছে আঁকা
নাসের, সাদ্দাম, গাদ্দাফি আর আসাদের পতন দৃশ্য,
জেনে রেখো– হত্যা, গুম, জেলজুলুম কোনো আদর্শের ইতিরেখা টানতে পারে না
যে মাটি শহিদের রক্তে সিক্ত হয়, তার প্রতিটি ধূলিকণা হয়ে ওঠে
এক একটি পারমাণবিক বোমা।

# জুলাইয়ের সেই দিন

## কামাল হোসাইন

সকালটা সেদিন শুরু হয়েছিল খুব সাধারণভাবে।
সূর্য উঠেছিল, পাখি ডেকেছিল,
মায়ের হাতের গরম ভাত আর বাবার হালকা বকুনি–
সবই ছিল প্রতিদিনের মতো চেনা।

কিন্তু সেইদিন ছিল জুলাইয়ের একটা ক্ষণ।
তারিখটা কেউ ভুলবে না কোনোদিন,
কারণ সেদিন চেনা শহর বদলে গিয়েছিল;
অচেনা হয়ে গিয়েছিল সব, সবকিছু।

প্রথম স্লোগানটা উঠেছিল ধীরে, অতি ধীরে
তারপর হঠাৎ যেন শহরজুড়ে জেগে উঠল
এক ঝাঁক সাহসী কণ্ঠ–
নতুন দিনের, নতুন চেতনায়, নতুন দাবির ভাষায়।

আমরা হাঁটছিলাম, শুধু হাঁটছিলাম–
হাতে হাত, গলায় গর্জন, চোখে আগুনের হলকা।
আর রাস্তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ভয়, আতঙ্ক,
হেলমেট পরা আগন্তুক, হাতে হাতে অস্ত্র।

তাড়া খেয়ে কেউ পড়ে গিয়েছিল, কেউ দৌড় দিয়েছিল প্রাণভয়ে,
কেউ ছবি তুলেছিল, কেউ দিক হারিয়েছিল–
কিন্তু কেউ থামেনি, নিশ্চল হয়নি।

সেই একটা দিনে আমরা সবাই হঠাৎ বড়ো হয়ে গিয়েছিলাম;
বইয়ের পাতার ইতিহাস নয়,
আমরা নিজেরাই হয়ে উঠেছিলাম ইতিহাসের অংশ।

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেখি,
মায়ের চোখে একরাশ দুঃশ্চিন্তা,
অথচ বাবার চোখে গোপন গর্ব।
গণমাধ্যম ঠুঁটো জগন্নাথ, সামাজিক মাধ্যম গর্জে উঠছে–
আমাদের সেই একটি দিনের কথা বলছে ফলাও করে।

জুলাই– তুমি কেবল আর ক্যালেন্ডারের পাতা নও।
তুমি আমাদের জীবনের রক্তে লেখা,
নিঃশব্দ, কিন্তু সবচেয়ে উচ্চারণযোগ্য দিন।

# তারুণ্যের জোয়ারে

## ইমরুল ইউসুফ

আমাদের তরুণরা
আগমীদিনের সৈনিক
নতুন দেশ গড়বে
কাজ করে দৈনিক।
তরুণদের সামনে
খোলা কত দোর
কাজ শেষ করতে
হবে রাত ভোর।
তারুণ্যের শক্তি
ভাঙে শত বাধা
রুখে দেয় দুর্নীতি
অনিয়ম চাঁদা।
বাংলাদেশ জেগেছে
তারুণ্যের জোয়ারে
চারদিকে উন্নয়নের
লাগুক ছোঁয়ারে।

# ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান

## সৈয়দ রনো

আন্দোলনে শহিদ হলেন
ছাত্র যুবক বৃদ্ধ
ফ্যাসিববাদের পতন হওয়ায়
বাংলা হলো ঋদ্ধ।

অভ্যুত্থানের বীর সেনানী
আবু সাঈদ, মুগ্ধ
জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেলেন
নৈতিকতার যুদ্ধ।

জুলাই শহিদ ওয়াসিম আকরাম
বাংলাদেশের বীর
নারী শিশু জীবন দিলো
গড়তে সুখের নীড়।

ছাত্র-জনতা এককাতারে
শোষক যতই মারো
এক শহিদের রক্ত থেকে
জন্ম নিবে আরো।

বাঁচতে হলে লড়তে হবে
গড়তে হবে দেশ
বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে
সোনার বাংলাদেশ।

সিলেট বিভাগ আন্দোলনে
রাখছে দেশের মান
ভয় করেনি বুলেট বোমা
রাখতে দেশের মান।

# সাধারণের অসাধারণ ক্ষমতা

## ইশরাক জাহান জেলী

নিপীড়িত মানবতার হুংকারে গর্জে ওঠে
ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী, ডাক্তার,
আইনজীবী, অভিভাবক।
বিক্ষুব্ধ নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবার মিছিলে
এ কোন টগবগে বিপ্লব?

একটি শব্দ থেকে ক্ষোভের উদ্‌গীরিত লাভা
ছেয়ে যায় পুরো বাংলাদেশ।
চোখের সামনে একটি মৃত্যুই ইতিহাসের
কোটি কোটি প্রাণের রক্তক্ষরণ।

প্রতিটি ঘরে ঘরে ঘৃণার আগুনে পুড়ে স্বৈরাচারী ভয়।
অকাতরে ঝাঁঝরা করে দেয়া প্রিয় সন্তানের শরীর
লুটিয়ে পড়া নিথর দেহের মৃত্যু মৃত্যু খেলা
দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে আসে চৌকোনা ঘর।

রক্তমাখা দাঁতাল সড়কের আর্তনাদে
স্লোগানে, স্লোগানে বিক্ষোভে উত্তাল শহর, শহিদমিনার।

সাধারণের কি অসাধারণ ক্ষমতা
এখন আর মানুষ বাঁচাও! বাঁচাও!
বলে চিৎকার করে না
মরতে মরতে নিজেই ইতিহাস হয়ে যায়।

# রক্ত প্রপাত

## জাহাঙ্গীর হোসাইন

রক্ত প্রপাতের শব্দ শুনতে শুনতে
বড্ড অভ্যস্ত হয়ে গেছি সেই আদি থেকে
অন্ধের চেয়েও অন্ধ আমি পার্থক্য বুঝি না
সাদা এবং কালোর– বুঝি না ন্যায়-অন্যায়
কোন অদৃশ্য কাপড়ে? কে রেখেছে বেঁধে?
আমার ষাঁড়ের মতো বড়ো বড়ো চোখ!
কোন অদৃশ্য শিকলে? কে রেখেছে বেঁধে?
আমার জানোয়ারের মতো ইস্পাতি পা!
পায়ে পায়ে যে মিছিল এগিয়ে চলেছে
বুলেট বোমারু কন্টার উপেক্ষা করে
যে মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করেছে
সে আমার প্রিয়তম ভাই প্রিয়তম বোন
যে শিশু বাড়ির ছাদে গুলিবিদ্ধ হচ্ছে
সে আমার প্রিয়তম সন্তান স্বজন।

কেন যে এখনো আমি নিথর নিস্তব্ধ
আমি নরাধম পারিনি বাড়াতে পা
অতি মনোমুগ্ধকর শোভিত মিছিলে
সকল অদৃশ্য গ্রাফ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
আমি আসব তোমাদের শোভিত মিছিলে
একদিন বন্ধ হবেই হবে রক্ত প্রপাত।

# জুলাই দুই হাজার চব্বিশ

## ধীরেন্দ্র কুমার দেবনাথ শ্যামল

ফেসবুক খুলেই দেখি, হচ্ছে এসব কী?
তাইতো, চোখকে বলি দেখরে এবার দেখ
কানকে বলি শুনরে সবই মন দিয়ে শুন
মুখরে বলি বলবে না কোনো কথা,
যত দোষ নন্দঘোষ সবাই জানে তথা।
সত্যি কথার ভাত নেই আমরা সবাই জানি
বইয়ের পাতায় লেখা আছে এ কথাখানি মানি।
ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল ঘটনা ঘটছে শুধু ভাই
ভালোভাবে বাঁচার জন্য আশ্রয় কোথায় পাই।
মেধা যাচাই পরীক্ষায় যদি মেধায় না হয়
দেশ রক্ষার জন্য কোটা কেন বাতিল নয়।
সর্বোচ্চ শিখরে জ্ঞান অর্জন করে তবে
সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ জবে।
ন্যায্য দাবি আদায় করতে সবাই হয়েছে জড়ো
ক্ষমতার আসীন ছাত্র-জনতা করেছে নড়বড়ো।
সত্য কথা বললে পড়ে আতে লাগে ঘা
তা না হলে নাই বললাম কাগজে-কলমে তা।
বোবার কোনো শত্রু নেই সবার তা জানা
ডিজিটাল যুগে তাহার উপর বেশি হয় হানা।
শিশু থেকে শুরু করে কারো উপায় নাই
কাহার কাছে গেলে পরে সত্য বিচার পাই।
দিন যায় রাত আসে ভাবি বসে বসে
এমনভাবে চলতে থাকলে কী হবে শেষে?

# চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত লোকসংগীতশিল্পী সুষমা দাশ

**কাজী মারুফা**

সংগীতাঙ্গনে বরেণ্য একুশে পদকপ্রাপ্ত লোকসংগীতশিল্পী সুষমা দাশ চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২৬শে মার্চ সিলেটের হাওলাদার পাড়ার নিজ বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই কণ্ঠশিল্পী।

২৬শে মার্চ রাত সাড়ে ৭টায় মরদেহ সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে রাখা হয়। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। প্রবীণ এই শিল্পীর মৃত্যুতে সিলেটের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে।

গত ১৩ই মার্চ গুরুতর অসুস্থ হয়ে তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চলে যান। এর পর থেকে নগরীর হাওলাদার পাড়ার নিজ বাসভবনে ছিলেন তিনি। সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার চাকুয়ায় গ্রামের বাড়িতে সুষমা দাশের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সুষমা দাশ খ্যাতনামা লোককবি রশিকলাল দাশ ও লোককবি দিব্যময়ী দাশের বড়ো সন্তান। তিনি ১লা মে ১৯৩০ (মতান্তরে ১৯২৯) সালে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার পেরুয়া গ্রামে জন্ম নেন। ১৯৪৫ সালে শাল্লা থানার চাকুয়া গ্রামে প্রাণনাথ দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর গ্রামীণ মেয়েলি আসরে ধামাইল, কবিগান ও বাউলগানের পাশাপাশি হরি জাগরণের গান, গোপিনী কীর্তন, বিয়ের গানসহ ভাটি অঞ্চলে প্রচলিত লোকজ ধারার সকল অঙ্গনের গান গেয়ে এলাকায় একজন নন্দিত শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। এছাড়াও তিনি গুষট, বাল্যলিলা, রাখালবনের খেলা, বকবধ, কালিদয়, মুক্তালতাবলী, সুবলমিলন ইত্যাদি বিভিন্ন সময় পরিবেশন করেন।

সুষমা দাশের লোকগান সংগ্রহে ছিল বিশাল অবদান। নৌকার মাঝি, পথেঘাটে যেখনই কোনো গান শুনে তাঁর ভালো লাগত, সেই গান সংগ্রহ করা ছিল তার আরেকটি মহৎ গুণ। ২০২০ সালে আজিমুল রাজা চৌধুরী তার সংগীত ও জীবনকথা নিয়ে সুষমা দাশ ও প্রাচীন লোকগীতি শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতে তাঁর গাওয়া ২২৯টি প্রাচীন লোকগান সংকলিত হয়েছে।

ছয় ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়ো সুষমা দাশ। তার ছোটো ভাই একুশে পদকপ্রাপ্ত পণ্ডিত রামকানাই দাশ ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী। বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম, বাউল দুর্বিন শাহ, আলী হোসেন সরকার, কামাল পাশাসহ বাংলাদেশের প্রবীণ শিল্পীদের সঙ্গে গান করেছেন সুষমা দাশ। ২০১৭ সালে ৯০ বছর বয়সে শিল্পকলায় (সংগীত) বিশেষ অবদানের জন্য একুশে পদক লাভ করেন তিনি। লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ৫ই জুন ২০১৬ সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমি হতে 'গুণীজন সম্মাননা ২০১৫' লাভ করেন। লোকসংগীতের এই সাধক শিল্পী একুশে পদক ছাড়াও অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রপদক ২০১৯, কলকাতা বাউল ফকির উৎসব সম্মাননা ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্মাননা, লালন শাহ ফাউন্ডেশন সম্মাননা, বাংলাদেশ বেতার গুণীজন সম্মাননা পেয়েছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমরাই
বিকল্প

রক্তাক্ত
জুলাই
দেশটা কারো বাপের না....
চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার

# সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 11, May 2025, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd